পরিষদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। রোগে অবসন্ন, শ্রমে অসমর্থ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল—তথাপি তিনি পরিষদের চিন্তায় অস্থির। চিকিৎসক নিষেধ করিতেছে; বন্ধুগণ সতর্ক করিতেছে, আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হইতেছে; তথাপি তিনি 'পরিষৎ' 'পরিষৎ' করিয়া পাগল। পরিষদের কর্ম্মচারিগণকে বাড়ীতে ডাকিয়া তিনি সমস্ত বিভাগের সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিরতি ছিল না; শ্রান্তি-বোধ ছিল না। যদি কখনও শুনিতেন যে, কোনও বিভাগের কার্য্যে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তখনই তাহার সংশোধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের যে কতখানি অনিষ্ট হইত, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। ব্যোমকেশ-বাবুর মৃত্যুতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি আর কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে সে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী;—

"সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। ... ... ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।"

আমরাও বলি, রামেন্দ্রসুন্দরে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, জীবনে তাহা আর দেখি নাই। তাঁহার আত্মা কল্যাণযুক্ত হউক, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহুক, সাহিত্য-পরিষৎ, সারস্বত-ভবন, সাহিত্য-সম্মিলন জয়যুক্ত হউক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

চণ্ডীদাস

উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে বীরভূমি, বাঙ্গালার একেবারে সীমানায়। বীরভূমের পশ্চিমে আর বাঙ্গালা নাই। মুসলমানদের বাঙ্গালায় আসিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস ও বীরভূমের ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে বীরভূমে মহীপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি আর প্রকাণ্ড একটি ঢিবি এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই স্থানটির নামও মহীপাল। কাঞ্চী নগরের রাজেন্দ্র চোল এই মহীপালকেই পরাস্ত করিয়া উত্তররাঢ় লুঠ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বীরভূম জেলার মধ্যে পাইকোড় গ্রামে নারায়ণ-চত্বরে একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে যে, কর্ণচেদি এই দেশ দখল করিয়াছিলেন ও এখানে কিছু দিন রাজত্বও করিয়াছিলেন। কর্ণচেদি ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজধানী নর্ম্মদা নদীর ধারে ত্রিপুরী নগরে ছিল। সেইখান হইতে তাঁহার পিতা ও তিনি চারি দিকে রাজ্য জয় করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন; উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন; বিগ্রহপালকে কন্যা দান করেন। তিনি পাহি দত্তকে বীরভূমির সামন্ত-রাজা করিয়া দেন। পাহি দত্তও নিজের নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও নিজের নামে তাহার নাম রাখেন পাহিকোট্ট বা পাইকোড়।

ঐ নারায়ণচত্বরে কর্ণচেদির শিলালিপির পাশেই বিজয়সেনের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। সেনবংশ উত্তররাঢ় হইতেই আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন।

যত বার নূতন রাজা আসিয়াছেন, তত বারই বীরভূমে নূতন নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। মহীপালের আগে প্রায় সবই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তখনকার বৌদ্ধ হীনযানও ছিল না, মহাযানও ছিল না; সবই সহজযান হইয়া গিয়াছিল। সহজযানের দুই রূপ আছে;—এক ভৈরব-ভৈরবী, আর এক নাড়ানাড়ী। প্রথমটি শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ায়। কথা দুইয়েরই এক—যুগনদ্ধ বা যুগলরূপের উপাসনা। কেহ তাহার সঙ্গে মাছ-মাংস খান, কেহ বা খান না।

নানারূপ ধর্ম্মের মধ্যে বীরভূমে এক নূতন সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার নাম কি বলিব, জানি না; তবে মোটামুটি বলা যায়, কঙ্কালিনীর উপাসনা। ভারতবর্ষের ২৪ জায়গায় কঙ্কালিনীর উপাসনা হইত; বীরভূমের অট্টহাসই তাহার প্রথম জায়গা। এখানে তাঁহার মন্দির ছিল না, তিনি এক কদম্ব-তলায় থাকিতেন। অট্টহাসের এই মূর্ত্তি এখন সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। তাঁহার পাঁজরাগুলি সব গণা যাইতেছে; কেবল যেন চামড়া দিয়া ঢাকা; পেটটি খোলে পড়িয়া গিয়াছে; চক্ষু কোটরগত। তিনি উৎকুটুকাসনে

বসিয়া আছেন অর্থাৎ পায়ের গুলমুড়া দুটি যোড় করিয়া, পাছার নীচে দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাসিতেছেন, কাসির ভাবটি বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বেশ আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিলে, তিনি যে সহজযানের দেবতা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মুখওয়ালা ক্ষেত্রপাল থাকেন। আমরা ডাকার্ণব তন্ত্র হইতে অট্টহাসের কঙ্কালিনীর কথা তুলিয়া দিতেছি।

অথ কঙ্কালযোগেন দেশে দেশে স্বযোনিজম্।
জ্ঞানযুক্তা বিজানীয়াদ্যোগিনী যৌবনান্বিকা॥
অট্টহাসে চ যা (বজ্রা) দেবী নায়কী সর্ব্বযোগিনী।
তস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেবী মহাঘণ্টা কদম্বক্রমে॥
তস্য দেবী সদাবীরক্ষেত্রপালো মহাননঃ।
কঙ্কালসুখমায়া সা সন্তবন্তি মহাত্মনাং॥
মুদ্রণং তেষু কঙ্কালমোড্ডানবন্ধ্রতোদ্গতং।
স্বধাতৃপ্তিকরং জ্ঞানং সর্ব্বদেশগতং ক্রমাৎ॥

এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের যে ২৪টি জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে নামগুলি সবই পুরান নাম। অনেকগুলি এখনও ঠিক করা যায় নাই।

কর্ণচেদির আসার পর হইতেই ইঁহারা হিন্দু হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেও একটু অদ্ভুত রকম। তখন নাথেরা খুব প্রবল। সুতরাং এক দল শৈব হন; কিন্তু শৈব হইলেও গাজনে তুলসীর মঞ্জরী দিয়া থাকেন। আর এক দল বৈষ্ণব হন, কিন্তু মাছ-মাংস দিয়া বালগোপালের ভোগ দেন। এই সকল সহজিয়া হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি তিনি উপাসনা করেন, সে উপাসনা সহজভাবেই ভোর। যে সহজ-ভাব বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বেরা নিজের বোধিচিত্তে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন, হিন্দু সহজিয়ারা সেই ভাবটি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিতে আরোপ করিয়া, তদ্দর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সহজভাব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, নিজে যে বুঝিতে পারিল, সেই বুঝিতে পারিল, নহিলে বুঝাইবার যো নাই। কাহ্নুপাদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"গুরু বোহসে সীসা কাল"—অর্থাৎ গুরু যখন বুঝাইয়া দেন, শিষ্য তখন কালা হইয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

ভণই কাহ্নু জিণরয়ণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ইহার ব্যাখ্যা,—ভণই, ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো হি বদতি কীদৃশং জিনরত্নং রতিং অনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং। যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি, তদ্বদ্দূরে সদ্গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বপ্রভাবেন মহাসুখং তনোতি। তথাচ ইউড়ীপাদাঃ দূরে অদূরে বেত্যাদি।

সরহপাদ বলিতেছেন,—

সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই।
সুবস্তকুমারী জিমহু পড়িজ্জই॥

অদ্বয়বজ্রের ব্যাখ্যা,—ভ্রান্ত্যা যাবৎ সত্ত্বনিকায়ৈঃ স্থিতোঽপি সপরমতত্ত্বং পরমেশ্বরো অসিদ্ধান্তাভাবাৎ। কস্য পৃথগ্‌জনাবস্থিতস্য কথয়ামি হি তৎ। কথনমাত্রেণ তেষু প্রবৃত্তিঃ। কিন্তর্হি। যথা কুমার্য্যঃ সখীভ্যামালোচয়ন্তি প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। প্রথমতঃ ত্বয়া স্বামিনে গত্বা সুরতসুখমনুভূতং তস্মিন্ সাক্ষাদ্বদসি নিশ্চিতমেতৎ। গত্বা সা পুনরস্য গৃহাদাগত্য সখিনা চ পৃচ্ছতি পূর্ব্বোক্তং কীদৃশমিতি। তা উচুঃ। ত্বয়া সাক্ষাৎ স্বামিনা সহানুভবকালে জ্ঞেয়মিতি, সুখোৎপাদং ন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ তে বক্তুমবাচ্যত্বাৎ।

আমরা জয়দেবের যে বইখানি পাই, তাহাতে তিনি যে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারি। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতেন। অন্যরূপ সহজিয়া ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু বনমালী দাস তাঁহার যে চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয়, তিনি বা এক সময় খাঁটি সহজিয়া ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুল কেহই জানিত না। তিনি কেন্দুলিতে থাকিতেন, কিন্তু কেন্দুলির কেহই তাঁহার জাতি-কুল জানিত না। যখন দক্ষিণ দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের এক দেবদাসীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও জয়দেবের খোঁজ করিল, তখন সকলেই বলিল যে, জয়দেব বলিয়া একজন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে থাকে বটে, কিন্তু তাহার জাতি-কুল কেহই জানে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত জাতি-কুল খুঁজিতে আসে নাই, যদি খুঁজিত, নিজের দেশেই সে মেয়ের বিবাহ দিত। সে আসিয়াছে জগন্নাথের হুকুমে জয়দেবকে মেয়ে দিতে, তাই সে তাহাকে মেয়ে দিয়া চলিয়া গেল। এই মেয়েই পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের ঠিক স্বামী ও স্ত্রীসম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ হিন্দুর ছেলে আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তিনিও বোধ হয়, এক সময়ে খাঁটি সহজিয়া ছিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পাল্লায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণে বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

এইবার চণ্ডীদাসের কথা। তাঁহার বাড়ীও বীরভূমে, কেন্দুলি হইতে বেশী দূরে নয়। তাঁহারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কথাটা জয়দেবের চেয়ে আরও একটু জটিল। কেন না, তিনি গোড়ায় ছিলেন বাশুলির সেবক, তাহার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারণচক্রবর্ত্তী, তাহার পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি। জয়দেবের যদি দুই মূর্ত্তি হয়—খাঁটি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি হইতে আর এক মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটি ভাবিবার কথা। বাশুলি তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই, কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য একটি ফুল চণ্ডীদাস তাঁহাকে যখন অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন—ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কি করিয়া লইব? চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—সে কি মা! তোমার

আবার গুরু! তিনি আবার কে? দেবী বলিলেন,—জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বলিলেন—তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব। এ পর্য্যন্ত যত দূর লেখা-পড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে তিন বার এই তিন রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলির সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকুই বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটিকে ভুলেন নাই। বাশুলিও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী। বসন্তরঞ্জন বাবু ঠিক অনুমান করিয়াছেন যে, রামী রজকিনী বাশুলি দেবীর দেয়াসিনী ছিলেন, আর চণ্ডীদাস একজন বাশুলির ভক্ত। বাশুলি দেবী আর কেহ নহেন, আমরা ঘরে ঘরে যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তিনি সেই মঙ্গলচণ্ডী। আমরা "ধর্ম্মপূজাবিধি"তে বাশুলির যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচাণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥

এই সকল দেবতা ঠিক হিন্দুর দেবতা নহেন, সুতরাং ইঁহাদের দেয়াসিনী থাকাই সম্ভব। বসন্তবাবুর অনুমান, সেই জন্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এত ক্ষণ ত গৌরচন্দ্রিকা গেল। আসল কথা এই,—চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

জানার মধ্যে প্রথমটি এই,—এক দিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কি পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি? তিনি বলিলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু। কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হাতের লেখা। লেখাগুলি এই,—

চণ্ডীদাস

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো ॥

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস ।
চাতকি পিয়াসী গ(ঘ)ন না পাইআ বরিসণ
নআনেব নাগয়ে পিয়াস ॥
কি কবিল বাজা গৌড়েস্বব ।
না জানিঞা প্রেম লেহ ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসব ॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান ।
স্বর্গ মঞ্চ পাতালপুব আবিঃভূত পসু নব
মানিনীব না বহিল মান ॥
গান সুনি পার্চ্ছাব বেগম ।
অস্থির হইল মন ধৈর্য্য নহে এক ক্ষণ
বাজাবে কহে জানিঞা মবম ॥
রাণি মনঃকথা রাখিতে নারিল ।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া ।
ত্বরান্বিতে হস্থি আনি পিষ্ঠে পেলি বান্ধ টান
পিষ্ট খুদে বৈবী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ ।
হস্থি চলে অতি জোরে ভালতে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায় ।
কহিতে কহিতে প্রান আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রানি একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥

সুন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালাও রাণী
এ বার তরাবে তুমি মোরে ।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গুঁয়া[ে]য় ॥

আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।
বৈরি সত ডংসে গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আত্মা ভাবে॥
এই করি আস মনে উর্দ্ধারিবে পতিত জনে
তবে সে দুল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুবাল্য দায় বৈবি চোটে প্রাণ যায়
কে য়ার করিবে মোরে হীত॥
কাহ্নি কহে চণ্ডীদাস দস দসায় আস
পূর্ণ কব বজককুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে আস্ত তবে প্রানে মরি॥ ২॥

স্থন বন্ধু চণ্ডীদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত। সভাতে গাইলে গিত॥
মনের মরম করি সাব। অনুবাগে কি করিলে ফুৎকার॥
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে। আসক আনলে পড়াইলে॥
বৈবি কাটে তোমার গায়। তুমি সে আনন্দ বাস তায়॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল। রূধিবে বসন ভিজ্যা গেল॥
পরসিতে এ জনার মন। কতেক কর‍্যাছ কদর্থন॥
রামি কহে জদি সঙ্গে নিবে। তুরিতে পরান তেজ তবে॥ ৩॥

স্থন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্ম ফাঁস না জায় খণ্ডন॥
ছাড়ি পরিবার মোরে সঙ্গে কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাশুলি বচন মা কৈলে স্মরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত॥
আমা মুখ চাঞা গজপিষ্টে স্থঞা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়ের স্বর দুষ্ট কলেবর
কেহো না বুঝাল্য তাকে॥

নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না সুনে বাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
সুন্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুন সন্ধান ঘাতে।
এ দুখ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন বামিনি সুন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাসুলি বচন কবিলে লংঘন
সুনহ রসিকপতি॥ ৪॥

পার্চ্ছার বেগম কয়। সুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলা বচন রাখ। রসিকমণ্ডল দেখ॥
আমি সে অবলা নারি। তুমারে কহিএ বিনয় করি॥
জোড় করে কহি বানি। সুন নৃপচুড়ামণি॥
সুন বসের স্বরূপ সে। কেন বিনাস করহ তাহার দে
সে যামান্য মানুস নহে। রতি স্থিতি তার দেহে॥
জাহার সুস্বর গানে। বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেনে কৈলে এমন কাজ। ভুবনে রাখিলে লাজ॥
রাজা হে জবন জাতি। কি জানে রসের গতি॥
চণ্ডিদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রান॥
সুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায়॥ ৫॥

এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস, রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে, চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া, হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন—শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।

এই গৌড়েশ্বর কে? হিন্দু, না মুসলমান? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাজাও বলিতেছে; রাণীকে রাণীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রাণী কিন্তু রাজাকে যবনই

বলিতেছেন এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর কে? রাজা গণেশ হইবেন কি? তিনি ত হিন্দু-মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়ীতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে পাতসাহও বলা যায়, রাজাও বলা যায়; তাঁহার রাণীকে রাণীও বলা যায়, বেগমও বলা যায়। কিন্তু তিনি কি চণ্ডীদাসের মত একজন ধার্ম্মিক লোককে "চিরবধ" করিবার আদেশ দিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। রাজা গণেশ কখনও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন? ইনি ত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহাঁকে পাতসাহ এবং রাজা এবং ইহাঁর রাণীকে রাণী ও বেগম, দুই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর, ডি, বন্দ্য মহাশয় "বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা" করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহারই লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল মিলিতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" আমিও বলি "তথাস্তু"। যদিও আমার বিশ্বাস যে, তিনি যতগুলি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিপিকাল লেখা আছে,—"সং ১৪৪২ শাকে", উনি সেটিকে সংবৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; এটি যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ, তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। আর তিন চারি জায়গায় এইরূপ সং—শক পাইয়াছি, সে সকল জায়গায় শকই ধরিয়া লইতে হইয়াছে, তাহাতে চারি দিক্ সামঞ্জস্যও হইয়াছে; কিন্তু সেটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি নহে। ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। কারণ, তিনি সংবৎ ধরিয়া ১৪৪২—৫৭ করিয়া, ১৩৮৫ খৃঃঅঃ পাইয়াছেন এবং সেইটিই তাঁহার হিসাবের মূল ভিত্তি হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন,—"১৩৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৪৯৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর।" এখন খৃঃ ১৩৮৫ই যে অসিদ্ধ হইয়া যায়। উহার মূল যে সং ১৪৪২, সে যদি শক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৪৪২+৭৮=১৫২০ খৃঃ অঃ হইয়া গেল।

আর ১৪৪২ যে সংবৎ নহে—শক, আর, ডি মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই সেটা দেখিতে পারিতেন। যেখানে ঐ অঙ্কটি আছে, তাহার পরপরই স্পষ্ট করিয়া বলা আছে,

"শাকে যুগ্মসরোজসম্ভবমুখাম্ভোরাশিচন্দ্রান্বিতে।" এখানে শাকই আছে।

প্রমাণ ও যুক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার

সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই। সেগুলি পরীক্ষা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, '৩' এই সংখ্যাস্থানে 'ও' লেখা ১৩৬০ খৃঃ অব্দের পরে আর দেখা যায় নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে কিন্তু সকল জায়গাতেই '৩' এই সংখ্যার স্থানে 'ও' আছে; সুতরাং উহা খৃঃ ১৩৬০ বা তাহারও পূর্ব্বে লিখিত হইবে। শুদ্ধ যে "৩" স্থানে "ও" আছে, তাহা নহে। "৫" স্থানে " ৬ " লেখাও খুব প্রাচীন।

যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্ব্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্ত্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৪ হইতে খ্রীঃ ১৪৩১ পর্য্যন্ত। পুথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার কত পরে? অতএব এ চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।

যদি বল, চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যদুর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—গণেশের পূর্ব্বে ইলিয়স্ সাহিরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়,—

১।	সামসুদ্দিন ইলিয়স সাহ—	১৩৪৫—১৩৫৮
২।	সেকেন্দর সাহ—	১৩৫৮—১৩৮৯
৩।	গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ—	১৩৮৯—১৩৯৬
৪।	সহিকুদ্দিন হামজা সাহ—	১৩৯৬—১৪০৬
৫।	সামসুদ্দিন দ্বিতীয়—	১৪০৬—১৪০৯

ইহাঁদের কাহারও সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে সে-কালকার মুসলমান সুলতানেরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবতদের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্য হয় ত গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অথবা বলিতে হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি অনেক পরে কেহ রচনা করে, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।

আর এক উপায়ে এই সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে—অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। বসন্তবাবু বলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটি গানের ভণিতায় "আদিচণ্ডীদাস" এই শব্দ আছে। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পং ৭৮৬ ও ৮১৫,—

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মূঢ় উঠাইল জানিল মান॥

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

গান দুইটিই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা, গুরুমুখী ভিন্ন অর্থগ্রহ হয় না। তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্ত্তা, পদকর্ত্তা আর এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলি চণ্ডীর যাঁহারাই দাস; তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবতঃ ইহাঁরই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটু প্রমাণ আছে। একটি পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, পদাবলীতেও আছে। কিন্তু পদাবলীর পদটি ভাষা সম্বন্ধে আধুনিক। যেন পুরান পদ দেখিয়া, আধুনিক ভাষায় কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন—৩৩৪পৃঃ।	পদাবলী—১০১পৃঃ।
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী	প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে	বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ইত্যাদি	চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥ ইত্যাদি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ*

শব্দের বিবর্তন বুঝিতে গেলে প্রাচীন ও নবীন রূপ আবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ অপরিবর্তিত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। 'শূন্যপুরাণ' প্রাচীন ও নবীনের সমবায়। গ্রিয়র্সন সাহেবের প্রকাশিত 'মাণিকচাঁদের গান' দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মিথ্যা প্রাচীনত্ব-আরোপের সুন্দর দৃষ্টান্ত।† সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষার বিস্তারিত বিচার উপস্থিত করা হইয়াছে। উহা যে পরিবর্তিত আকার, তাহা দেখাইয়াছি। যে 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধগান ও দোঁহা' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে কি না, এখনও জানি না।

সে যাহা হউক, পুরাতন বলিতে দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান বিষয়ই উহ্য, মূল গ্রন্থের কিংবা বর্ত্তমান অনুলিপির কাল জানা নাই। দেশও যে নিঃসন্দেহ জানা গিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। এখন যেমন স্থানভেদে একই শব্দ অল্পাধিক রূপান্তরিত হয়, সে কালেও নিশ্চয় হইত। সুতরাং এক স্থানের শব্দ অন্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে অনুমানে ভুল হইবে।

এমন পুরাতন পুথী পাওয়া যাইবে কি না, কে জানে, যাহার রচনার দেশ ও কাল, একটাতেও সন্দেহ থাকিবে না। অভাবে, অন্য দুই উপায় ধরিতে হইবে। (১) তাম্রশাসন ও শিলা-লেখ। এ সকলের দেশ ও কাল প্রায়ই জানিতে পারা যায়। সংস্কৃতে লিখিত হইলেও মধ্যে মধ্যে তৎদেশ ও তৎকাল-প্রচলিত দুই একটা বাঙ্গালা শব্দও পাওয়া যাইতে পারে। যেমন গ্রামের নাম, সীমানির্দ্দেশে বৃক্ষাদির নাম। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধে এইরূপ নাম দুই একটা দেখিয়াছি, অনুসন্ধান করিলে কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। (২) সংস্কৃত গ্রন্থে নিবিষ্ট বাঙ্গালা শব্দ। যেমন বৈদ্যক গ্রন্থে টীকাকারেরা কখন কখন দেশীয় নাম দ্বারা উদ্দিষ্ট দ্রব্য বুঝাইয়া থাকেন। ভাব-প্রকাশে এইরূপ হিন্দী নাম আছে। ভরতের 'নিঘণ্টার্থসংগ্রহ' গ্রন্থে নাকি 'বেগুন', 'কুচকী', 'বাটনা', 'তরই' নাম আছে। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতার উৎপল ভট্টের টীকায় এইরূপ দুই চারিটা শব্দ আছে, যদিও বাঙ্গালা নহে। এইরূপ গ্রন্থের দেশ-কাল সহিত বাঙ্গালা শব্দগুলি একত্র করিতে পারিলে শব্দের বিবর্ত্তনের

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ইহার বিস্তারিত বিচার মুদ্রণ মহাশয়ের 'গোবিন্দচন্দ্র' গীতের মুখবন্ধে করা গিয়াছে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ছাপা হইবে। একটা কৌতুকের কথা দেখিতে পাই, যেহেতু গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোলের (১০৬৩—১১১৫) সমসাময়িক (?), এবং যেহেতু মাণিকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পিতা (?), সেহেতু মাণিক রাজার গান [?] খৃ একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল? দীনেশবাবু সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন, "সম্ভবতঃ এ কথা বলা সঙ্গত নহে।" কিন্তু সঙ্গত না হইলে যেহেতু-সেহেতু-র প্রয়োজন আদৌ ছিল না। মাণিকচন্দ্র রাজার "গোবিন্দচন্দ্রের পাল" এখ মাসল গুটি।

আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অমর-কোষাদির টীকায় 'ইতি খ্যাত' নামে প্রচলিত শব্দ দেওয়া থাকে। উপস্থিত প্রবন্ধে এইরূপ এক টীকায় প্রাপ্ত কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিতেছি।

অমর-কোষের একখানি টীকা পাইয়াছি। নাম 'টীকাসর্বস্ব'। টীকাকার 'বন্দ্যঘটীয় আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ'। 'বন্দ্যঘটীয়' উপাধি দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাকে বাঙ্গালী অনুমান করিয়াছিলেন। 'ইতিখ্যাত' শব্দগুলি দেখিলে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে সন্দেহ থাকে না। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজার আদেশে এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে।

কেবল শব্দ পাইলে বিশেষ ফল হয় না। কাল জানা চাই। দৈবাৎ টীকার এক স্থানে টীকার কালও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম অহোরাত্রের টীকায় লিখিত হইয়াছে, 'ইদানী ১০৮১ শকাব্দে কলিযুগের ৪২৬০ বৎসর গত হইয়াছে। শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ হয়।' অতএব সন্দেহ নাই, এই টীকা খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হইয়াছিল। তবে টীকাখানি সাড়ে সাত শত বছরের পুরানা।

ভাষার পক্ষে শুভ এই, টীকাখানি বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে লিপিকারগণ উদ্ধৃত শব্দগুলি স্ব স্ব সময়োপযোগী করিয়া ফেলিতেন।* তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ নিজের নিজের বানানও আনিয়া ফেলিতেন। দক্ষিণ দেশের মালয়লম অক্ষরে লিখিত পাঁচ সাতখানি পুথী দেখিয়া এই টীকা ছাপা হইয়াছে। সে দেশে বাঙ্গালা অজ্ঞাত। সুতরাং লিপিকর বাঙ্গালী হইলে পরিবর্তনের যে শঙ্কা থাকিত, তাহা নাই। কিন্তু অশুভ এই, লিপিকর না জানিয়া না বুঝিয়া এক এক শব্দের বর্ণান্তর এমন করিয়াছেন যে, শব্দটি বুঝিয়া উঠা কঠিন। যেমন, সং ত্রোটি শব্দে এক পুথীতে খো-ট আছে। ভাগ্যে অন্য পুথীতে খো-ট আছে, তাহাতে বুঝিতেছি, কোন্‌টা অভিপ্রেত। তবে সুখের বিষয়, 'সংস্কৃতগ্রন্থ-প্রকাশনকার্যাধ্যক্ষ' গণপতি শাস্ত্রী মুদ্রিত গ্রন্থের সংশোধক। দক্ষিণদেশের সংশোধক গ্রন্থপ্রকাশে যে যত্ন করেন, বঙ্গদেশে তাহা প্রায় দুর্লভ। টীকার প্রশংসা, কিংবা মুদ্রণ-পরিপাটির প্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সংশোধকের বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া পারি না। টীকাতে প্রায় দুই শত বাঙ্গালা শব্দ আছে। মালয়লম ভাষাতে লিখিত পুথীর বিভিন্ন পাঠ সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই ঠিক পাঠ বাছিয়া লইতে পারিয়াছেন।

অমর-কোষের সকল বর্গের টীকায় বাঙ্গালা 'খ্যাত' শব্দ নাই। কারণ, সে সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দ তখন চলিত ছিল, এখনও আছে। পাতালবর্গ, সিংহাদিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, এবং

---

* টীকাতে 'সিঙ্গলা' শব্দের শুক্‌টি বা লোনা মাছ অর্থে লিখিত আছে, "যত্র বঙ্গলরুচিরাণাং শ্রীতিঃ" যাহাতে বঙ্গল (বাঙ্গাল) মাছ জনের প্রীতি। 'রুচায়' শব্দ সং কোষে পাই না, রুচায় আছে। সে যাহা হউক, আট শত বৎসর পূর্বে 'বঙ্গল' শব্দ চলিত ছিল। বঙ্গল + আ = বঙ্গলা (ভাষা)।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবর্গ, এই কয় বর্গের টীকায় স্থানে স্থানে বঙ্গদেশ-খ্যাত শব্দ আছে। অর্থাৎ যে সকল শব্দ সাধারণের—বিশেষতঃ শূদ্রাদি ইতর জনের মুখে মুখে চলিতেছিল, সে সকল শব্দের কতক রূপান্তরিত হইয়াছিল, কতক সংস্কৃত-ভব না হইয়া "দেশী" বা অনার্য ছিল। কতকগুলি শব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালের ক্ষত্রিয় নাই, যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, শব্দও নাই। কতকগুলি সংস্কৃত-ভব শব্দ "সংস্কৃত" হইয়া গিয়াছে, সর্বানন্দ "ইতি খ্যাত" না লিখিয়া স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত বিভক্তি যোগ করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি শব্দের অর্থ-গ্রহ সংস্কৃতে কঠিন, উদ্ধৃত বাঙ্গালা শব্দেও কঠিন।

এখানে কতকগুলি সূত্রে শব্দ নিবদ্ধ করি। দ্রষ্টব্য, সংস্কৃত মূল হইতে সর্বানন্দী রূপ আনিবার চেষ্টা না করিয়া অর্থবোধ নিমিত্ত প্রথমে সংস্কৃত শব্দ, পরে সর্বানন্দী রূপ, এবং শেষে আধুনিক বাঙ্গালা শব্দ বসাইলাম। সে কালে চলিত বানানে আধুনিক কৃত্রিমতা না আসিবার কথা। অর্থাৎ বোধ হয়, শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা হইত। কারণ, সে কালে বাঙ্গালা লেখাপড়া স্বাভাবিক ছিল, দশ জনের মুখ চাহিয়া লিখিতে হইত না।

১। পদান্তের অ গ্রস্ত হইত না। ইহার প্রমাণ দুইটা আছে। (১) শব্দের পরস্থিত 'ইতি খ্যাতে' পদের 'ইতি'র সহিত সন্ধি দেখিয়া। যথা, "কর্ণধাবদ্বয়ং কর্ণহাব ইতি খ্যাতে।" কর্ণহার না হইয়া কর্ণহার্ উচ্চারণ হইলে 'কর্ণহাবিতি' হইত। এইরূপ, "শৃঙ্খলত্রয়ং সিক্কচ্ছেতি খ্যাতে," (ক্ক বোধ হয় মালয়ালম ভাষার চিহ্ন), "কাবাদ্বয়ং কাহবেতি খ্যাতে" (হ আগম)। স্থানে স্থানে সন্ধি করা হয় নাই। (২) পদান্ত অ গ্রস্ত হইলে পূর্বস্থিত স্বর দীর্ঘ হইবার কথা, কিন্তু বানানে দীর্ঘ নাই। যথা, "পৃথুকদ্বয়ং চিড ইতি খ্যাতে।" আমরা বলি চিড়া। অন্যত্র আছে, 'চিডউ'। অকারান্ত জানাইবার অভিপ্রায়ে 'খোপ্য' 'সিজ্য' শব্দে য-ফলা যুক্ত করা হইয়া থাকিবে। উচ্চারণ অবশ্য খোপ্প, সিজ্জ নহে। ইহার সহিত পুরানা বানান 'হল্য' (হইল), 'পাল্য' (পাইল) তুলনা করা যাইতে পারে। আর এক কথা। 'তিণ,' 'স্নীষণ' প্রভৃতি শব্দের ণ, অকারান্ত উচ্চারিত না হইলে ন হইয়া পড়ে।

২। শ কি স উচ্চারণ ছিল, তাহা বুঝিবার তেমন উপজীব্য নাই। তথাপি বোধ হয়, স উচ্চারণ অধিক ছিল। * যথা,—

স'	সর্বানন্দী	আধুনিক
শাল্মলীবেষ্ট	সঅলিআঙ	শিমুলআঠা
লশুন	রসাউণ	রসুন
শৃঙ্খল	সিঙ্কল	শিকল

* উড়িয়া উচ্চারণ এবং 'পুরুষপুরাণে'র বানান স্মরণ করিলে পূর্বকালে স-কারের আধিক্য ছিল মনে হয়। মি-থিলেতে, যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, শ-কার করিতেন। সা-রি, সি-ড়ী, সি-লে-ট (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি অনেক শব্দের বানানের স আকস্মিক নহে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, রাঢ়ে বহু বহু লোকে অদ্যাপি শ স্থানে এখন স বলে. তাহা প্রায় স-কার।

৩। বানান দেখিয়া মনে হয়, ব ব এর উচ্চারণ পার্থক্য ছিল। কিন্তু সাধারণ সূত্র পাইলাম না। বোধ হয়, মাতৃলম ভাষা হইতে বানান পার্থক্য ঘটে নাই। যথা,—

(ক)	সং	সর্বানন্দী	আধুনিক
	বারিপর্ণ	বাহুা	পানা
	বাসগৃহ	বাসহর	বাসর
	পারিভদ্র	পারিবিদ	পালিটা
	নবমালিকা	নেবালি	নেআলি
(খ)	বন্ধূক	বান্ধুলি	বাঁধুলি
	ব্রাহ্মণযষ্টিকা	বাম্ভণিআঠি	বামনহাটি
	(কেয়ুর)	বাহুখণ্ড	বাউটি

৪। ট-বর্গে সংযুক্ত ণ ব্যতীত অসংযুক্ত ণ ছিল। নিশ্চয়ই উচ্চারণ-পার্থক্য ছিল বলিয়া ন লেখা হয় নাই। যথা,—

জ্যোতিরিঙ্গণ	জ্যোলঙ্গণ	জোনাকি
তৃণ	তিণ	তিন্
বীরণ	বীয়ণ	বেনা
লশুন	রসাউণ	রসুন
মরুয়ক	মণহল	মরুআ
সৌভঞ্জন	সোহণ	শজিনা

৫। ড ঢ য অবশ্য ছিল। ড় ঢ় য় হয় নাই বলিয়া অনুমান হয়।

৬। ন স্থানে গ্রাম্য ল হইতেছিল (সর্বানন্দ কি রাঢ়ের লোক ?)। যথা,—

পীনস	পলিস	পীনাস
পোতাধান	পোহাল	পোনা
কর্ণিকার	কলিআর	(কনিআর)
অম্লান (পুষ্প)	আমিরাল	অম্লান
(পূতিকরঞ্জ)	লাটাকরঞ্জ	নাটাকরঞ্জ
(নক্ত+করঞ্জ)		

৭। আদ্য অ-কার স্থানে য় আগম, অ স্থানে হ। (সর্বানন্দের নিবাস মুর্শিদাবাদ বা নদীয়া ছিল ?)

কুষ্ঠ (ওষধি)	রুড	কুট
অরিষ্ট	হরিঠ	রিঠা
কদম্ব	কুহুল	কদম

৮। সংস্কৃত শব্দের অ স্থানে আ হয় নাই। যথা,—

অকোট	অকোড	আঁকোড়
অসন (বৃক্ষ)	অসন	আসন

৯। বরং আ স্থানে অ হইত (তু° ওড়িয়া ভাষা)। যথা,—

প্রাকার	পগা(র)	পগার
আম্রাতক	অম্বাড	আমড়া
কারবেল্ল	করম্বেল	করেলা
হারীত (পক্ষী)	হরিআল	হড়িআল

১০। সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে থাকিলে পূর্ব অ, বর্ত্তমান রীতির মতন, আ হইত। যথা,—

বব্বজা (তৃণ)	বাম্ব	বাবই
গর্দভাণ্ড	গান্ধউণ্ড	—
বন্ধূক	বান্ধুলি	বাঁধুলি
বর্ত্তক (পক্ষী)	বাটহি	বটের

১১। সংস্কৃত শব্দের ত দ স্থানে ট ড, এবং ড ল স্থানে র। যথা,—

বর্ত্তক	বাটহি	বটের
দ্রোণকাক	ডাঢকাক	দাঁড়কাগ
বিভীতক	বহেড়ি	বহেড়া
বাত (মৃগ)	বাবট (হরিণ)	বাঘটিয়া
রোহিতক	রোহড	রোড়া, রোহন
কুরর	কুরল	কুরল
দাত্যূহ	ডাউক*	ডাহুক
জড়ুল	অরুড	জড়ুল
তিন্তিডী	তিন্তিলী	তেঁতুল
তূবরিকা	টুমরি	টুমুর

১২। শব্দশেষে ইআ, উআ হইত। যথা,—

(ব্যালগ্রাহী)	বাদিয়া	বাদিয়া, বেদে
বাতুলাহি	বাদুআ	বেটেলী (?)
ডহ (ফল)	ডহুআ	ডহুআ, ডেঁফল
লাঙ্গলী (লতা)	লাঙ্গলিআ	লাঙ্গলিআ, লাঙ্গলে
বহুক	বহুআ	বহুআ

* প্রাকৃতে ঊ হইত। উচ্চারণ অনুসারে বানানের প্রমাদ।

১৩। কতকগুলি শব্দ ইদানী পূর্বরূপ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের নিকটবর্তী হইয়াছে। যথা,—

উলূপী (শিশুক)	উণ্ডুয়াল	শিশুক
শাল্মলীবৃক্ষ	সজ্ঘলিআঙ	শিমুল আঠা
চটক	গম্মড	চড়ই
কুশাঙ্গুলি	কাসঙ্গুছ	কা-শিমুলা
মাধবী	অন্তঙ্গ	মাধবী
অম্ললোণিকা	ঙিবোলি	আমরুল
কদম্ব	হুম্ফল	কদম
ঘাটা	ঘাট্ট	ঘাটা
(ক্লোম)	ফফুস	ফুস্‌ফুস
ঝাম্বুক	ঝাবুল	ঝাউ
ঘণ্টাপাটলি	ঝারলি	ঘণ্টাপারুল

১৪। কতকগুলি শব্দ অপ্রচলিত বা লুপ্ত হইয়াছে। যথা,—

(পাক্ষি)	গডিব*	গোড়ালি
(শ্মশ্রু) (চুল)	চোড	দাড়ি
উপধান	গণ্ড	?
দংশী	কুজি	ডাঁশ
অলিন্দ	ঙিনি	—
(সোপান)	থকখড়ি	পইঠা
বৃশ্চিক	গুআউড	বিছা (কাঁকড়া-)
	(ঊর্দ্ধ-শূক ?)	
তোত্র	কনাল	?
আলান	ঙাথোড	?
সজ্জনা	সামনী	?
ফলকমুষ্টি	মাণু	মুঠা

১৫। অনেকগুলি আধুনিকের পূর্বরূপ। যথা,—

(করবী)	খোপাক (খোপ্য ?)	খোঁপা
(ক্ষুৎ)	ভাঞ্জি	হাঁচি
কচ্ছু	থসু	খউস, খোস
(কাকপক্ষ)	ঘোটাচুড	ঘোড়াচুল

* সং খো-হি-র হইতে ? তু° গো-ড়, গো-ড়া।

তালপত্র	তাডঙ্গ	তাড়, তাড়ঙ্ক
অষ্ঠীবৎ	অণ্ডু	আঁঠু
(নেত্রমল)	পিচ্ছোডি	পিঁচড়া
স্নায়ু	নহব	?
বিস্ফোট	স্ফোটা	ফোড়া
শীর্ষক	টোপর	টোপর
(দুকূল)	মল্ল	মলমল
(সম্পুট)	ফরুগ	ফরুআ, ফেরো
পণ (দ্যূতে)	আঢ	আড়ি
(কিঙ্কিণী)	ঘাঘরী	ঘুঙ্‌ঘুর
বিষ্টি	বেঠ	বেঠি, বেঠ
রথ্যা	লাচ্ছ	লাচ, নাছ (দুয়ার)
ছদি	চাল	চাল
বলীক	ওহালি	অইল, ওলি
পণ্য-বিথীকা	পোট্যলী	পট্ট্যী, পটী
প্রাস্তর	পোল্লবাট	দুবপাল্লা ?
শর্করা	ঝিকর	?
কুতু, কুতুপ	কুড়ুয়া	কুপা
চিপিটক	চিড	চিড়া
পেটক	পেডা	পেড়া
বিহঙ্গিকা	বাহুকা	বাহঙ্গী, বাঙ্গী
(শূর্প)	কুল্লক	কুলা
(স্যূত)	ধৌতচ্ছট	ধুচনী
অলঞ্জর	জাম্ভি	জালা
শৃঙ্খল	সিঙ্কল, সিকল	শিকল
শল্য	শেল্ল*	শেল
সংক্রম	সকাম	সাঁকো
ডুণ্ডুভ	ডোঢ	ঢোঁড়া
(পাঠীন)	বদালী	বোয়াল
ভেক	ব্রেঙ্গ	বেং
(বালমূষিকা)	লিঙ্গলী	নেংটেইন্দু

* শ-কারে ব-ফলার যোগ থাকিত, যেমন ওড়িয়ায়। তু' শ-ত্মী—শে-জ।

ব্রবটা	ব্রবলা	বল্‌তা
(শতপদী)	কানাজুঞি	কানাঝিঞা (কিন্তু পিপিড়া
দম্যা	দাম্বোড়া	দামড়া
কক্ষ্যা	কচ্ছ	কাছি
তৃণ	তোণ	টোন
(স্থাণু)	মুণ্ড	মুঁড়া গাছ
(শাখা)	তাল	ডাল
শিফা	শিহড়	শিকড়
সপ্তপর্ণ	চাত্তিপন্ন	ছাতিন্
বিকঙ্কত	ব্রহেঞ্চি	বইচি
(তিন্দুক)	কেন্দু	কেঁদ
কণ্টকিফল	কণ্টভাল	কাঁঠাল
সিন্দুবার	নিসুন্দাব	নিসিন্দা
যূথী	সিজ্যা	সিজ
ব্রাট্যালক	ব্রালিআড়	বেড়েলা
(নাগবলা)	গোবক্ষচাউল	গোবক্ষচাউল
স্পৃক্কা	পিডীক	পিড়িং
(তাম্বূল)	পর্ণ	পান
ব্রার্তাকী	ব্রাতিঙ্গণ	বেগুন
কোকিলাক্ষ	কোইলখা	কুলেখাড়া
(সুবর্ণ)	ওল্ল	ওল

ইত্যাদি।

কয়েকটি নাম সর্বানন্দ যেন ভুল করিয়াছেন। যেমন, ইঙ্গুদী—পুতাজিআ। কতকগুলি শব্দ পরবর্তী সং কোষে স্থান পাইয়াছে। যেমন, সং নক্ত, সর্বানন্দী লাট্টা, মেদিনীতে লট্টা। ইত্যাদি। কিন্তু সে অনেক কথা।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ

আমরা অনেক দিন হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। এ দেশে প্রচলিত সংস্কৃত কোষ ও বৈদ্যক গ্রন্থ প্রভৃতির টীকাতে বহু শব্দের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। ত্রিবন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালার (Trivandrum Sanskrit Series) ৩৮ সংখ্যক পুস্তক অমর-কোষের এক অভিনব সটীক সংস্করণ। প্রাচীন সাহিত্য-সেবীদের কিঞ্চিৎ উপকারে আসিতেও পারে ভাবিয়া উহা হইতে নিম্নে ঐরূপ কতিপয় শব্দ সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থ-সম্পাদক, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী। টীকার নাম 'টীকাসর্বস্ব'। রচয়িতা, বন্দ্যঘটীয় আর্তিহরপুত্র শ্রীমৎ সর্বানন্দ।

অথ টীকাসর্বস্বং দশটীকাবিৎ করোত্যমরকোশে।
শ্রীমৎসর্বানন্দো বন্দ্যঘটীয়াতিহরপুত্রঃ॥

তিনি বাঙ্গালী, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার প্রতিভা অনন্য-সাধারণ। দশখানা টীকা থাকিতে সর্বানন্দ আর একখানা লেখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। ইহাতেও টীকা-সর্বস্বের উপাদেয়ত্ব কতকটা প্রতিপন্ন হয়। অপর, সার্দ্ধশতাধিক গ্রন্থ মন্থন করিয়া উদাহরণাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

শকাব্দার ১০৮১ বর্ষে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১১৫৯ শকে টীকাখানি রচিত হয়। 'দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ' (কালবর্গ, শ্লোক ২১)এর টীকায় লিখিত হইয়াছে,—'ইদানীং চৈকাশীতিবর্ষাধিক-সহস্রৈকপর্যন্তেন (১০৮১) শকাব্দকালেন ষষ্টিবর্ষাধিকদ্বিচত্বারিংশচ্ছতানি (৪২৬০) কলি-সন্ধ্যায়া ভূতানি'।

কিঞ্চিদধিক তিন শত শব্দ। প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন হিসাবে সাধারণ পাঠকের কাছে কৌতুককর হইতে পারে।

অঙ্কোড়—অঙ্কোঠ। আঁকোড়। Alangium.

অড়ঢ়—দ্যূতাদিষূৎসৃষ্টে অড়ঢ় ইতি খ্যাতে। পণ। অড়ঢ়' হইতে হোড়' হওয়া সম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃতে,—

মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥
আদি°, ৪র্থ অ°।

পশ্চিম-রাঢ়ে 'বাজি রাখা' অর্থে 'হোড় রাখা' শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতেও ঐ অর্থে 'হোড়' শব্দ প্রযুক্ত হয়। জুআ প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্তি হেতু বোধ হয় 'গোআলা হোড়' হইয়াছে।

অণ্ডূ—অণ্ডীবৎ. আঁঠু, হাঁটু।

অন্তঙ্গ—অতিমুক্তা, মাধবীলতা।

অন্দোল—আন্দোলক। হিং হিংডোলা, মং হিঁদোক্কা।

অম্বাড়—আম্রাতক। আমড়া। কৃং কী'এ আম্বড়া।

অরড়—প্রপাতত্রয়ং অবড় ইতি খ্যাতে। A precipice. পশ্চিমবাঢ়ে 'নদীর আরুড়ী'।

অলাধ—অলগর্দদ্বয়ং অলাধেতি খ্যাতে। জলকেযুটিয়া ইতি ভবতঃ।

অল্লগুচ—অবল্গুজ, সোমরাজী।

আড়—অক্ষেষু দ্যূতেষু আড় ইতি খ্যাতে গ্রহঃ। আড়, আড়া-আড়ী ও আড়ী শব্দ মূলতঃ এক মনে হয়।

[আঙোল- গর্ভাশয়চতুষ্কং যেন বেষ্টিতা গর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র, আমলাখ্যে (আঙোল ইতি ভরতঃ।)]

আমিবাল (পুষ্প) - অম্লানদ্বয়ং আমিরাল ইতি খ্যাতে। আমিলা।

আরী—উপকার্যাদ্বয়ং আবীতি খ্যাতায়াম্। রাজগৃহসামান্তে ইতি বায়ভরতৌ।

ইনী—অতসী। তিসী।

উচ্চড়—চূড়ালত্রয়ং উচ্চড় ইতি খ্যাতে। তৃণভেদ। চেচুড়া।

উণ্ডুরাল, উড়ুরাড়—উলূপীদ্বয়ং উণ্ডুরালাখ্যে। (অতিচঞ্চলে মৎস্যবিশেষে)।

উপলণী—উদ্বর্তন।

এড়চী—প্রপুন্নাটষট্‌কমেড়চ্যাম্। [হেলাচীতি কেচিৎ]। চাকুন্দা।

এণশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গীদ্বয়মেণশৃঙ্গীতি খ্যাতায়াম্। কাঁকড়াসিঙ্গা।

ওড়ী—নীবার। উডাধান্য। প্রা' উড়িদ।

ওবাস (ওসার ?)—পাবণাহদ্বয়ং বিস্তারে। বস্ত্রবিষয়ে ত্বয়ম্ ওরাস ইতি খ্যাতে।

ওলভ—অভ্যষ। Food half dressed

ওল্ল—অশোষ্লত্রয়মোল্ল ইতি খ্যাতে। [ওষ্ঠস্তু শূরণঃ কন্দ ইতি কোষান্তরম্]।

ওহালী—বলীকত্রয়ং ওহালীতি খ্যাতায়াম্। The edge of a thatch.

কচ্ছবজ্জু—চুষাত্রয়ং কচ্ছ্যা চর্ম্মবজ্জৌ। কাছি।

কড়কচ—সমুদ্রবেলাভবে কড়কচেতি খ্যাতে লবণে অক্ষীবদ্বয়ম্।

কণ্টভাল—কণ্টকিফল। কাঁঠাল। মাগধী * কণ্টঅহাল; হিং কটহল; কামতা-বিহারী ভাষায় কাঠোআল। কৃং কী'এ কঠোআল।

কনাল—তোত্র। হস্তিতাড়নার্থ-লোহমুখ দণ্ড।

কয়র—ক্রকচ। কয়েব।

করন্দ—করমর্দ।

করবেল—কারবেল্ল। করলা।

করম্বত—করপত্র। করাত।

কর্ণহার—কর্ণধারদ্বয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে। চর্য্যাপদে কন্নহার, কৃ° কী°এ কাণ্ডার, কাণ্ডারী; শৃ° পু এ কাণ্ডার, পদ্মাবতিতে কনহার; তুলসীদাসে কনহাক, বিদ্যা°তে কড়হার।

কলি—কলিকা। প্রা° কলিআ।

কলিআর—দ্রুমোৎপলত্রয়ং কলিআর ইতি খ্যাতে। কর্ণিকার।

কবী—কবিকা। কড়িআলি, লাগাম।

কাকজিহ্বী—কাকাঙ্গীদ্বয়ং কাকজিহ্বীতি ইতি খ্যাতে। (Leo hirta).

কাকমায়ী—কাকমাচীদ্বয়ং কাকমায়ীতি খ্যাতায়াম্। An esculent vegetable, (Solanum Indicum).

কাঙ্ক—কঙ্কতী (অমরমালা)। প্রসাধনী। কাঁকুই।

কাঙ্করেটু—কর্করেটু। কর্কটিআ বা কর্কটা।

কাঞ্চদ—লাঙ্গলীচতুষ্কং কাঞ্চদ ইতি খ্যাতে। কাঁচড়া।

[কাঞ্চী—কাকচিঞ্চীত্রয়ং কাঞ্চী ইত রায়ঃ। কুচি ইত ভরতঃ।]

কাঠাইড়া—মকুষ্ঠকত্রয়মৃষিমুদ্গে কাঠাইড়া ইতি খ্যাতে।

কাণ্টোক—শতপত্র। কাঠঠোকরা।

কানাজুন্তী, কানাজুআী—কর্ণজলৌকাদ্বয়ং কানাজুন্তীতি খ্যাতায়াম্।

কাফল—কটফল।

কামণ—কঙ্গু। কায়নী দানা।

কায়ম্ব—কাদম্ব, কলহংস।

কালজ, কালেজ—কালখণ্ডদ্বয়মুদরদক্ষিণপার্শ্বস্থে কালজেতি খ্যাতে। কালজং কালখণ্ডম্ ইতি রভসঃ। কলিজা বা কলেজা।

কালিআ—কালীয়ক, (পীতকাষ্ঠে গন্ধদ্রব্যে)।

কাশি—কাশীতি খ্যাতে মেত্রান্তে নির্যাণম্।

কাসিম্বহ—কুটশাল্মলি। কাসমল্লা।

কাসী—কর্তরী। কাঁচী।

কাহর—কারা, বন্ধনালয়।

কিঞ্চোহি—মহীলতা। কেঁচুয়া। মাগধী কিংচলএ; হিং কেচুয়া।

কিন্দরী—কিন্নরা। কেঁদরা।

কুঙী—দংশী। ক্ষুদ্র ডাঁশ।

কুটিজ, কুটিচ—কুটজচতুষ্কং কুটিজ ইতি খ্যাতে। কুড়চি।

কুড়ুআ—কৃতেশ্চর্ম্মণঃ স্নেহপাত্রে কুড়ুআ ইতি খ্যাতে কুতুঃ। °কৃ° কী°এ কুরুআ।

কুন্দরু—পালঙ্ক্যাচতুষ্কং কুন্দরু ইতি খ্যাতে সুগন্ধিদ্রব্যে।

কুম্প—কুণি, ('কুপাণিঃ কুণিবি'তি নৈরুক্তাঃ)। কোঁপা বা বোঁগা।

কুরল—কুরর। কুরুলিয়া।

কুল্ল—প্রস্ফোটন। কুলা।

[কেউটিআ—অলগর্দদ্বয়ং জল-কেউটিয়া ইতি ভরতঃ]

কেন্দুবৃক্ষ—তিন্দুক। কেঁদগাছ।

[কেরুআল—অবিত্রদ্বয়ং কেরুয়াল ইতি ভবতঃ।]

কোইলখা—কোকিলাক্ষ। কুলিয়াখারা ইতি ভবতঃ। কুলেখাড়া।

কোট্টাডম্বর—কাকোদুম্বরিকাচতুষ্কং কোট্টাডম্বর ইতি খ্যাতে।

কোড়ণা—কোটিশ, (লোষ্টভঞ্জসাধনে মুদ্গরে)। তাহা হইতে কোড়ল।

কোণ্ড—কোষ্টিক। কোড়া। Lapwing, (Vanellus cristatus).

কোচ্চগোমী—খলপূ, (সম্মার্জনকারিণি বা খলাদিমার্জনকারিণি)।

কোসুম্ব—কুসুম্ভ।

খইরী—খদিরী। লাজালু।

খড়কা—পক্ষদ্বারদ্বয়ং খড়কীতি খ্যাতে দ্বারে। খিড়কী। প্রা° খড়কী, খড়কিআ।

খড়খড়ী—আরোহণদ্বয়ং খড়খড়ীতি খ্যাতায়াম্। সোপান। তাহা হইতে 'পাখী-খড়খড়ী'।

খসু—কচ্ছু। খোস। অপ° প্রা° খজ্জুড়িঅ, হি° খুজলী।

খাল—লম্ভক, (ধনুষো মধ্যং)।

খিরিস—কথিতক্ষীরবিকারে খিরিস ইতি খ্যাতে। কুর্চিকা। খীরসা।

খোট (খোট ?)—ক্রোটি। ঠোঁট।

খোড়িআ শাক—তণ্ডুলীদ্বয়ং খোড়িআ শাক ইতি খ্যাতে। খুদে নটিআ, খেটে শাক।

খোপ্যক—কবরী। কু° কী°এ খোপা, খোম্পা, খোঁপা।

খ্যাবী, খ্যাবি—খেয়দ্বয়ং খ্যাবীতি খ্যাতায়াম্। (গড়)-খাই।

গড়ির—গুল্ফয়োরধো গড়ির ইতি খ্যাতে। পাঞ্চি। গোড়ালি। অপ° প্রা° গয়ড়ু; প্রা° গমঢ়ে; স° গম্ lit. going; foot, leg.

গড়ুক—গড়ক। গড়ই।

গণ্ডু—গণ্ডুক। গেঁড়।

গমড়—চটক।

গলাসুতুণ্ডী, (গলকণ্টিকা)—অধোজিহ্বিকা। আলজিব্।

গাড়খেড়, গন্ধখেড় (?)—মালাতৃণকদ্বয়ং গাড়খেড় ইতি খ্যাতে ইকতড়পত্রসন্নিভে। গন্ধখড়।

গান্ধউণ্ড—গর্দভাণ্ডপঞ্চকং গান্ধউণ্ড ইতি খ্যাতে। গান্ধাণুআ।

গুপ্তি—বর্মগুপ্তি, (শত্রুশস্ত্রাদেরাত্মরক্ষার্থং বর্মাবরণে)।

[গেমুক, কুম্ভাড়ুয়া—গোড়ুম্বা, গোড়ুম্বী।]

গোরক্ষককর্কটী—বিশালা। রাখালসসা।

গোরক্ষচাউল—গাঙ্গেরুকী। গোরক্ষচাউল্যা।

গোণ্ডনাভি—বৃদ্ধনাভি। গোঁড়।

[গৌণী—ইতি মহেশ্বরঃ। স্যাত। গুন, থলী।]

ঘাঘরী—কিঙ্কিণী। ঘাঘর।

ঘাট্ঠ, ঘাড্ঢ—ঘাটা। ঘাড়।

ঘিরী—মস্তিষ্কদ্বয়ং ঘিরীতি খ্যাতে। তুল° মাথার ঘী।

ঘোটাচূড়—কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপক্ষক ইত্যন্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঘোড়াচুল। নাথ-সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষের নাম ছিল 'ঘোড়াচূলী'।

ঘোল—যথাক্রমং পাদাস্থ ঘোলং তক্রাখ্যম্।

ঘোষ—ধামারবর্গদ্বয়ং ঘোষ ইতি খ্যাতে।

চাতিপন্ন—সপ্তপর্ণ। ছাতিন বা ছাতিম। কৃ° কী°এ ছাতীঅন, ছাঞিঁয়ণ। প্রা° ছত্তিবণ্ণ।

চাল—পটল। তুল° পরল।

চিড়, চিড়উ—পৃথুক। চিঁড়া।

চিরায়িত—কিরাততিক্ত। চিরতা।

চিল্লী—চীরী, ঝিল্লিকা। ঝিঁঝি পোকা।

চূড়াট্ট—বলভীচূড়াট্ট ইতি বস্ত্যাখ্যা।

চোড়—শ্মশ্রু। দাড়ী।

চোরপুল্লী—চোরপুষ্পী। চোরফুলী।

[ছট—স্যাত। চট।]

ছন্দদার—আপূপিক (পিষ্টকাদিবিক্রয়জীবী)। ছন্দ' হইতে ছাঁদা।

ছাগীরাল—জাবাল, (অজাপাল)। রাখোআল, বাখাল ও পশ্চিম-রাঢ়ের বাগাল শব্দ তুল°।

জরুড়—জটুল। জড়ুল।

জাইবার্ধা—যাচ্ঞা-প্রাপ্ত বস্তু।

জাড়ি বা জাড়ী—অলঞ্জর। জালা।

জালি বা জালী—কুষ্মাণ্ডাদিজালিকায়ামচিরোদ্ভূতায়াম্। তুল° লাউ-জালী, কুমড়া-জালী।

জম্বাচ্চ—জম্বাচ্চেতি খ্যাতে যুগঃ। জুঁআল।

জেঠি—মুসলীদ্বয়ং জেঠি ইতি খ্যাতায়াম্। জ্যেষ্ঠা স্যাদ্গৃহগোধিকা ইতি বোপালিতঃ। টিকটিকী। খনার বচন ও কৃ°কী°এ।

জোঙ্গড়া—ক্ষুদ্রশঙ্খদ্বয়ং জোঙ্গড়া ইতি যত্র নীচোক্তিঃ।

জোলঙ্গণি—জ্যোতিরিঙ্গণ। জুনি-পোকা বা জোনাকী।

ঝাবুল—ঝাবুক। ঝাউ।

ঝাঁপাণ—যাপ্যযান, শিবিকা। ঝাঁপান। চৌদোলে চড়িয়া সর্প-ক্রীড়াকেও ঝাঁপান বলে।

ঝাবলী—ঝাটল। ঘেঁটু।

[ঝাবী—স্বল্প-বারিধানিকায়াং ঝাবীতি খ্যাতায়ামিতি ভবতঃ।]

ঝিকব—কর্পবাংশো ঝিকবাখ্যঃ। এই ঝিকব হইতেই 'মাথাব ঝিকুব নড়া'। শর্করাশ্মরী-বোগশ্চ।

টঙ্কী—টঙ্ক। টাঙ্গা।

টুমবী—আঢ়কীষট্কং টুমবীতি খ্যাতায়াম্। [তুরবিকাখ্যে গন্ধদ্রব্যে মোটরী ইতি কেচিৎ।]

টেব—বলিবদ্বয়ং টেরে। টেবে বলিরকেকরৌ ইতি বল্লভঃ। টেরা।

টোপর—শীর্ষক। প্রা° টোপ্পর।

ডহুআ—ডহু। ডেও। কৃ° কী°এ ডোহাকু।

ডাউক—দাত্যূহ। ডাহুক, ডাক।

ডাঢ়কাক—দ্রোণকাক। দাঁড়কাক।

ডাশ—দংশ। ডাঁশ।

ডেঙ্গুরী—ডিণ্ডিম। ডেঙ্গরা বা ঢেডা।

ডোঢ—ডুণ্ডুভ। ঢোঁড়া।

তসলী, তসরী—তসর, সূত্র-বেষ্টন-ভেদ। তাসনা।

তাড়ঙ্গ—তালপত্র। কর্ণিকা।

তারক, তারকা—'নক্ষত্রে নেত্রমধ্যে চ তারকং তারকেতি চ' ইতি কোশান্তরম্।

তাল (ডাল ?)—শাখা। ডাল। অর্দ্ধমাগধী ডালা, ডালী। হিং ডার, ডাল; সাওতালী ডেড়, ডার।

তিণ—সামাণ্যতৃণে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'তিন'।

তিতিলাবু—কটুতুম্বী। তিতলাউ। প্রা° তিত্ত এবং লাউ।

তিন্তিলী—তিন্তিড়ী। তেঁতুল। কৃ° কী°এ তেন্তলি।

তিল—তিলকত্রয়ং তিল ইতি খ্যাতে দীর্ঘপত্রে।

তেলাকোচ—তুণ্ডিকেরীকচতুষ্কং তেলাকোচ ইতি খ্যাতে। তেলাকুচা।

তেবড়ী—ত্রিবৃতি। তেউড়ী।

তেলাবণী—তেলাবণীতি খ্যাতায়াম্ ঋজীষদ্বয়ম্। [পিষ্টকাদিপচনপাত্রে তেলানীত খ্যাতে।] তোলো, তেলানী।

তৈলাষ্—তৈলপায়িকা। তেলাপোকা।

তোণ—তূণ। টোণ। প্রা° তোণ।

ত্রিমণ—ত্রিমণ ইতি খ্যাতে তেমনদ্বয়ম্। মানভূম অঞ্চলে তিঙ্গন বা তিঙন।

ত্সিনাম—দুর্নামদ্বয়ং ত্সিনামেতি খ্যাতায়াম্। ঝিনুক।

থলী—ইতি মহেশ্বরঃ। স্যাত।

থোট (?)—ত্রোটি (পক্ষিতুণ্ডে)। ঠোঁট।

দশতী—দশা (বস্ত্রাবয়বে)। দশী।

দাড়া—দণ্ডিকা (দণ্ডান্ন)।

দার্বী—দর্বিত্রয়ং দার্বীতি খ্যাতায়াম্। ডাবু (রাঢ়ে চলিত; অর্থ হাতা)।

দাম্বোড়া—হৃষ্টবাল্যে দাম্বোড়েতি খ্যাতে দম্যদ্বয়ম্। দামড়া। সাঁওতালী ডাঙ্গরা।

দেবতা—বেণীপঞ্চকং শিরীষপত্রাকারপত্রে দেবতা ইতি খ্যাতে। দেবতাড়ে খরা তীক্ষ্ণে ত্রিষু স্যাদ্গর্দভে পুমান্ ইতি রভসঃ। A kind of grass, (Andopogon serratus).

দ্রগড়—ঘনেতরদ্ অঘনং দধি দ্রপ্সং (ত্রপ্স্যং) দ্রগড় ইতি খ্যাতম্। Thin or diluted curds.

[ধোকড়া—ইতি রায়ভরতৌ। স্যাত। থলিআ।]

ধৌতচ্ছট—স্তোনদ্বয়ং ধৌতচ্ছটে। সীব্যত ইতি স্তোনঃ। স্যাত। গুন-চট।

নহর, নহরু স্নায়ু।

নিজিরা—নিয়ামকদ্বয়ং গুণবৃক্ষোপরিস্থে নিজিরা ইতি খ্যাতে। A boat man, a sailor; but variously applied to one who rows, who steers, or who keeps a look-out from the masthead.

নিসুন্দার—সিন্দুবারপঞ্চকং নিসুন্দার ইতি খ্যাতে। নিসিন্দা।

নেআলী—নবমালিকা। নেআরী। কৃ° কী°এ নেআলী, শূ° পু°এ নিঅলি।

পগার—প্রাকারত্রয়ং বপ্রস্যোপরি ইষ্টকাদিরচিতে বেষ্টনে পগার ইতি খ্যাতে।

পটবাসগিণ্ড—পটবাসক। আবীর।

পটোলী—পটোলিকা। পোরলা।

পরসু—পরস্ ইতি খ্যাতে পরস্বঃ। অতিক্রান্তে তু পরতরে দিনে পরশো জাত ইতি গৌণপ্রয়োগঃ।

পল্লিস—পীনস। পীনাস।

পাণ্ডল—রোমন্থঃ পাণ্ডল ইতি খ্যাতঃ। পাকলান।

পাটি—পট্টী। পাটিলোখ।

পাণাটী—প্রাজন। পাঁচন, পাঁচন-লড়ী।

পাতানত—কড়ঙ্গবদ্বয়ং পাতানত ইতি খ্যাতে। পাতনা, ধুসড়া, আগড়া।

পার—পার তীরকশ্মসমাপ্তৌ।

পারিব্লিদ—পারিভদ্র। পালিতা মাদার।

পারাভট্ট—পাদস্ফোট। তলি-ফুটা।

পাশেলী—পশুর্কা। পাঁজরা।

পাহুড়—প্রাভৃত। ভেট।

পিচ্ছোড়, পিচ্ছোড়ি—পিচ্ছোড় ইতি খ্যাত দূষিকা। পিঙ্গোড়কং নেত্রমলং দূষী চ দূষিকা ইতি শব্দার্ণবঃ। পিচুটী।

পিচ্ছা—ভৃঙ্গ। ফেঁচুআ বা ফিঙ্গা।

পিড়ীক—স্পৃক্কা। পিড়িঙ্গ।

পিল—প্লবঃ পিল ইতি খ্যাতঃ। A diver or bird so called, (Pelicanus fusicollis).

প্রিয়ালক—পিয়ালশ্চ প্রিয়ালক ইতি মাধবঃ।

পিংপড়ী—পিপীলিকা পিংপড়ীতি খ্যাতা।

পীঠাবনী—পৃশ্নিপর্ণীনবকং পীঠাবনীতি খ্যাতায়াম্। পীঠালী।

পুতাজিআ—পুত্রজীব। জিআপুতা।

পুত্তলিকা—পাঞ্চলিকাদ্বয়ং পুত্তলিকেতি খ্যাতায়াম্। পুত্রিকা। পুতুল।

পুলিনব—পুনর্ণবাদ্বয়ং পুলিনব ইতি খ্যাতে। পুরুন্না।

পেড়া—পেটা, মঞ্জুষা।

পোল্লবাট—দূরশূন্যঃ পোল্লবাট ইতি যত্র প্রসিদ্ধিঃ। তুলং দূরপাল্লা।

পোব্ব—উপোদিকা। পুঁই (শাক)।

পোহাল—পোতাধান। পোনা।

প্রতিগ্রহ—প্রতিগ্রাহ। পিক্‌দান, আইলবাটি।

ফড়িঙ্গ—পতঙ্গ।

ফফুস—তিলক ক্লোম। পশ্চিম-রাঢ়ে ফঁফস।

ফরুক—সম্পুটক। ফেকআ?।

ফলগা—ফলক, চর্ম্ম। ঢাল।

ফোড়—বিস্ফোট। ফোড়া।

বদালী—সহস্রবংষ্ট্রদ্বয়ং বদালী। বোয়াল।

বহেড়ী, বহড়ী—বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্। বয়ড়া। কুং কীংএ বহড়া। প্রাং বহেড়য়।

বাতিঙ্গণ—বার্ত্তাকী। বাইগন, বেগুন।

বাদিআ, বেদিয়া—ব্যালগ্রাহিদ্বয়ং ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।

বাভণিআঠী—ব্রাহ্মণযষ্টিকা। বামনহাটী।

বান্ধুলী, বন্ধুল—বন্ধুক। বাঁধুলী।

বাব—বাব ইতি খ্যাতে বব্বজাঃ। বাবই-জাতীয় তৃণভেদ।

বাহখড়, বাহখণ্ড - কেযূরদ্বয়ং বাহখড় ইতি খ্যাতে। বাহুটী।

বাহুক—বিহঙ্গমাদ্বয়ং বাহুকেতি খ্যাতে। বাঁক, বাঙ্গ।

বুক্ক—বৃক্ক। বুক।

বোব্বা—অবাগ্দ্বয়ং বোব্বেতি খ্যাতে। বোবা।

ভড়িত—ভটিত্র (তেমন বিশেষে)। শিক্-কাবাবের সদৃশ।

ভাজি—ক্ষুৎত্রয়ং ভাজ্জি ইতি খ্যাতায়াম্। হাঁচী।

ভাণ্ডা—নীবিত্রয়ং মূলধনে ভাণ্ডা ইতি খ্যাতে। পুঁজি।

ভাণ্ডী—পিঠর। হাঁড়ী।

ভাদালী—ভদ্রবল। ভাদাল।

ভাত্স—পর্যাহার।

ভাদুস—হাদুস দ্রষ্টব্য।

[ভালা—ভল্লাতকে ভালা ইতি রায়ভবতো। প্রা° ভল্লঅ।]

ভাবাড়িআ—কর্করী। করোআ।

ভোজনক - দেবল। তুল° ভুজুনে।

মউড়—মুকুট। প্রা° মউড়, সি° মোড়ু।

মণ্ডলা কোড্ঢ—কোঠ, (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ)।

মণহল—মদনফল। মনছাল।

মর্কটকেন্দু—কাকেন্দুচতুষ্কং মর্কটকেন্দৌ। মাকড় কেঁদ।

মল্ল—ক্ষৌম। মল্‌মল শব্দ তুল°।

[মসক—কুতুর্ম্মসক ইতি খ্যাতেতি ভরতঃ।]

মহআ—মধুকপঞ্চকং মহআ ইতি খ্যাতে। মহুআ, মউল। প্রা মহুঅ।

মহাদ—তিন্তড়ীক। তেঁতুল।

মাঝা—মধ্যমত্রয়ং তনুমধ্যে মাঝা ইতি খ্যাতে।

মাণ্ডু—ফলকমুষ্টি। মুঠ।

মালআ—মালুধানদ্বয়ং মালআ ইতি খ্যাতে। A variegated snake.

মুগলঙ্গী—মুদ্গপর্ণীত্রয়ং মুদ্গপর্ণীতি খ্যাতায়াম্। মুগানী। A sort of kidney dean, (Phaseolus mungo).

মুদ্গ—ধান্যময় মুদ্গ ইতি খ্যাতে। মুগ।

মোতিহড়—মুক্তাস্ফোটদ্বয়ং মোতিহড় ইতি খ্যাতে। শুক্তি।

যবানিকা—যমানী। যুআন।

রসাউণ—লশুন। বশুন বা রসুন।

রাল্ল—রল্লক (কম্বলবিশেষে)।

রূড়—ব্যাধিষ্টকং রূড় ইতি খ্যাতে। A plant.

রোহড়—রোহিচতুষ্কং মগধদেশপ্রসিদ্ধে রোহড়তরৌ। রোহিতক।

লাঙ্গলিআ—লাঙ্গলীদ্বয়ং লাঙ্গলিআ ইতি খ্যাতে বিষে।

লাচ্ছ—বথ্যাত্রয়ং গ্রামমার্গে। লাচ্ছ ইতি যাবৎ। কোচিদ্দুর্গনগরদ্বারে।

লাট্টা করঞ্জ—পূতিকরঞ্জ। নাটাকরঞ্জ।

লিঙ্গলী—বালমূষিক। নেঙ্গটী ইন্দুর।

বাঙ্গ—বক্রদ্বয়ং নক্তাদীনাং বক্রে। যত্র বাঙ্গ ইতি নীচোক্তিঃ।

বাচ্ছিয়াণ, পজিয়া—অনুপ্লবচতুষ্কং সহায়ে বাচ্ছিয়াণ ইতি খ্যাতে।

বরড়—বীজকোষদ্বয়ং পদ্মস্য বরড়ু ইতি খ্যাতে। বরাটক।

বরলী—বরটা। বোলতা।

বহেঞ্চী—বিকঙ্কত। বইচী।

বাথোড়—আলান।

বাটহী—বর্ত্তিকা। বটের।

বাড়োশি—বঙ্ক্ষণ (উরুসন্ধি)। The groin.

বাতান—তুচ্ছ ধান্য। ধুসড়া, পাতনা।

বান্ধারী—বার্ত্তাবহ। ফড়িয়া।

বামাঠি (চামাঠী ?)—চর্মযষ্টি। চামটী। প্রা° চম্মট্ঠি।

বালিআড়—বাট্যালক। বেল্যাড়া। কু°কী°এ বাড়িআল।

বালুকাগড়ক—নলমীনদ্বয়ং বালুকাগড়ুকে। বালিআ।

বাবট হরিণ—বাতপ্রমীদ্বয়ং বাবটহরিণ ইতি খ্যাতে। বাওট।

বার্ব্বারী—বর্ব্বরপঞ্চকং বার্ব্বারীতি খ্যাতে শাকে। বাবুই।

বাস—লন্তক (ধনুষো মধ্যং)।

বাসহর—গর্ভাগারদ্বয়মীশ্বরাণাং বাসহর ইতি খ্যাতে। দেববাসস্থান ইতি কেচিৎ। বাসস্য শয়নস্য গৃহং বাসগৃহং।

বাহ্লী—বারিপর্ণ্ণ। পানা।

বিআম—ব্যাম, বটবৃক্ষভেদে।

বিনী—প্রধাণত্রয়ং গৃহবাহ্যপিণ্ডকে বিনীতি খ্যাতে।

বিয়োলী—চান্দ্রীপঞ্চকং বিয়োলীতি খ্যাতায়াম্। আমড়ুলী।

বীরব—আস্কন্দিত। অশ্বানাং গতিবিশেষধারাশব্দবাচ্যাঃ।

বীয়ণ—বীরণ। বেণা।

বেঙ্গ—ভেকষট্‌কং বেঙ্গ ইতি খ্যাতে। বেঙ।

বেজ্জা—লক্ষ। A butt or mark.

বেঠ—বিষ্টিদ্বয়ং বেতনং বিনা হঠাদিনা কর্ম্মকরণে। বেঠ ইতি যস্য নীচোক্তিঃ। জয়ানন্দের চৈ° ম°এ বেঠা।

বোঠ—বৃন্ত। বোঁটা। প্রা° বোণ্ট।

[শতসরা—শতযষ্টিকা।]

শমিল—শম্যা, যুগকীলক। শোল।

[শরালি—শরারিঃ শরালিঃ শরালী পক্ষিভেদে ইতি পারায়ণম্।]

শর্বরী—সর্বলা। সাবল।

শিখরিণী—রসালাদ্বয়ং শিখরিণ্যাম্। (দধিখণ্ডমধুসর্পির্ম্মরিচাদিকৃতে কর্পূরাদিবাসিতে সত্তক্ষ্যবিশেষে)।

শিঘড়িকা—শিম্বা। ছিম্‌ড়া।

শিলী—চতুষ্কিকাদ্বাবাদেরধস্তির্যক্কাষ্ঠং শিলীতি খ্যাতং শিলা।

শিহড়—শিফাদ্বয়ং শিহড় ইতি খ্যাতে। শিকড়।

শুআউড়, শুআড়—শূককীট। শুআপোকা।

শুক্র—চুক্র। [চতুষ্কমম্লবেতসে চুক ইতি খ্যাতে।]

শুণ্ঠীআ—গণ্ডীরদ্বয়ং শুণ্ঠীআ ইতি খ্যাতে শাকে। সমষ্ঠিলা। সমঠী।

শুণ্ডারোষণী—কাম্পিল্যপঞ্চকং শুণ্ডারোষণীতি খ্যাতায়াম্। [শুণ্ডারোচনী ইতি কেচিৎ।]

শেল্ল—শল্য। শেল।

সত্তলিআঙ—শাল্মলীবৃষ্ট।

সলুপ্যা—শতপুষ্পা (সপ্তকং ? পঞ্চকং) সলুপ্যেতি খ্যাতে শাকে। শুলফা।

সহিঅর—সভিক, লগ্নক। Keepers of gaming huse.

সংক্রাম—সংক্রম। সাঁকো।

সামণী—সজ্জনা। নায়কস্তারোহণার্থং সজ্জীকরণে। Dressing an elephant.

সিকড্ড, সিকড্ড—শৃঙ্খল। শিকল।

সিজ্জ—মুহী। সিজ।

সিঙ্গোহ—শিলোহ। ছেঁচড় বা ছেঁচড়া।

সিঙ্গ—সিঙ্গলা সিঙ্গ ইতি খ্যাতঃ, যত্র (বঙ্গলরুচ্চারণাণাং ?) প্রীতিঃ। শুকটী মাছ।

সিরিহণ্ডী—শ্রীহস্তিনীদ্বয়ং বকুলসংস্থানলোহিতপুষ্পে মাষক্ষেত্রাদিজে সিরিহণ্ডীতি খ্যাতে। হাতিশুঁড়া।

সিহ্লী—সিধ্ন। চুলি। পশ্চিমরাঢ়ে সিউলীও শুনা যায়।

সুরসুনী—সুনিষণ্ণক। সুসুনী (শাক ।

সেজ্জক—শ্বাবিদ্বয়ং সেজ্জকে। শজার।

সোনালু—সুবর্ণক। কু° কী°এ সৈনাহুল। হি° শঙ্খাহুলী।

সোহণ—শোভাঞ্জনপঞ্চকং সোহণ ইতি খ্যাতে। [শজিনা ইতি ভরতঃ।]

সৌগন্ধী—সৌগন্ধিকদ্বয়ং সৌগন্ধী ইতি খ্যাতে পুষ্পে। সন্ধ্যা-বিকশিনঃ শুক্লসরোজস্যেতি মহেশ্বরঃ।

স্ফোটা—বিস্ফোটদ্বয়ং স্ফোটা ইতি খ্যাতে। প্রা° ফোড়অ।

হকার—হূতিত্রয়ং হকার ইতি খ্যাতে। [হূতিত্রয়মাহ্বানে।]

হড়ী—নৌকাদণ্ডদ্বয়ং হড়ীতি খ্যাতায়াম্। An oar, a paddle.

হবিআল—হারীত। প্রা° হবিআল।

হরিঠ—অরিষ্টদ্বয়ং হরিঠ ইতি খ্যাতে। বিঠা।

হলা—হল্লকদ্বয়ং রক্তসৌগন্ধিকে যত্র হলা ইত্যাখ্যা।

হস্তকুণ্ড—ঈলী, (খড়্গাকারে ছুরিকাবিশেষে)।

[হাফরমালী—ইতি ভরতঃ। আস্ফোতা।]

হাস্তী—জম্ভণদ্বয়ং হাস্তীতি খ্যাতায়াম্। হাই। কু° কী°এ হাস্বী, হাস্তী, শঙ্কর দেবকৃত নামঘোষা ও মাধব কন্দলীর লঙ্কাকাণ্ডে হামি।

হাড়স—পাকাবস্থে যবশীর্ষাদৌ অগ্নিনা ঈষদ্দগ্ধে হাড়স ইতি খ্যাতে আপক্কত্রয়ম্। অভ্যুষ। Food half dressed

হিজ্জল—ইজ্জল। হিজল।

হিলমঞ্চী—হিলমোচা। হিংচা, হিম্‌চা বা হেলঞ্চা।

হুস্ফল—নীপচতুষ্কং হুস্ফল ইতি খ্যাতে। Nauclea orientalis.

হুরী—শালেয়ষট্‌কং হুরীতি খ্যাতায়াম্। [গুয়ামৌরীতি খ্যাতে।] Anethum.

হেঠামুড়ী—আবক্‌পুষ্পী। হেঠমুড়া।

হেক্কচী—হেক্কচীতি খ্যাতা হিক্কা। হেঁচকী।

হেলক—উড়ুপ। ভেলা।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সাংকেতিক চিহ্ন :—অপ°সা° = অপভ্রংশ প্রাকৃত। কৃ°কী = কৃষ্ণকীর্ত্তন। তুল° = তুলনীয়। প্রা° = প্রাকৃত। ম° = মরাঠী। বিদ্যা° = বিদ্যাপতি। শূ°পু° = শূন্যপুরাণ। সি° = সিন্ধী। হি° = হিন্দী।

চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা

কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম এবং ভাষাটা আয়ত্ত করিবার জন্য একটু প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু আলস্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ লেখা হইয়া উঠে নাই। তাই আজ অতি সংক্ষেপেই প্রবন্ধটি লিখিলাম। মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা অতি দুরূহ কার্য্য এবং সর্ব্বত্র এ বিষয়ে সাফল্য লাভের আশা করা যায় না। বহুভাষা-বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সনও তদীয় ভাষার আদর্শে চট্টগ্রামের ভাষার নিখুঁৎ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে তাঁহার আদর্শে ও আমাদের আদর্শে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ উগ্‌গা ও ওগ্‌গার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীয়ার্সনের উগ্‌গা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে দুএকটি কথা বলা আবশ্যক। ইহাদের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। অল্পপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ মহাপ্রাণতা-প্রাপ্ত ও মহাপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ অল্পপ্রাণতা-প্রাপ্ত। সুতরাং আমাদের কাণে এইরূপ লাগে যে, মনে হয়, অল্পপ্রাণ বর্ণসমূহ মহাপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে ও মহাপ্রাণ বর্ণসমূহ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় এই লক্ষণটি পরিস্ফুট ভাবে দেখা যায়। চট্টগ্রামী ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনাদি স্বরের স্বাধীন উচ্চারণ হয়।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণ-পরিবর্ত্তন, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দার্থ-বৈশিষ্ট্য ও ভাষার আদর্শ দিয়া অতি সংক্ষেপে এই ভাষার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি। যে সকল স্থানে এই ভাষার রীতি ও বঙ্গভাষার রীতিতে কোনও প্রভেদ নাই, সে সকল স্থানের কোনও আলোচনা করা হইল না। কারণ, তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধ পুস্তকে পরিণত হয়।

বর্ণমালা

১। স্বরবর্ণ

অ=আ, ই, উ, এ, ও, ঐ।

অন্ধ=আঁধা, লম্বা=লাম্বা, পুতুল=পুতুলা, বক=বকা, বগা, লৌহ=লোআ, ডিম্ব=ডিমা, নব=নোআ, জীবন্ত=জীওতা। ফটকিরি=ফিটকেরি, ব্যঞ্জন=বিচৈন (পাখা), লবণ=লুন, বৃহস্পতি=বিউস্‌স্থুৎ (বার)। গদি=গেদ্দা, চামচ=সামেচ। নব=নোআ, খশুর=হোউর, কপাল=কোআল, কাপড়=কাঁওর, শিকল=শিওল, শিকড়=হিঁওর, কয়লা=কোইলা, শকুন=হোউন। ব্যঞ্জন=বিচৈন।

আ=অ, উ, ই, এ, ঐ; হসন্ত।

দালান=দলান, খারাপ=খরাপ, মশারি=মশরি। মাসী=মুঅই। ছাতা=ছাতি। কাঁচি=কেঁচি, কাঁটা=কেঁড়া, গাঁদা=গেঁজা। চাউল=চৈল্। বোবা=বোব্, পাতলা=পাতল্, পোঁকা=পোঁক্।

ই=অ, আ, উ, ঊ, হসন্ত।

সিম=সঁই, লাঠিম=লাডম্, সিন্দুক=হন্দুক। ঝুঁটি=ঝুঁড়া। টিকটিকি=টুকটুকি, বালিস=বালুস্, চিঁড়া=চুরা, ইন্দুর=উন্দুর। চিমটা=চুঁড়া। জাঁতি=জাঁত্।

উ—অ, ই, ও, অই, আই, ইও, আ, উই।

সুন্দর=হন্দর। উকুন=উইন, উঅইন্, লিচু=লিচি। ডুমুর=ডোঁর, কুমড়া=কোঁরা। আগুন=আঅইন, তেঁতুল=তেঁতইল। কুড়ুল=কুবাইল। বেগুন=বাইওন। ঋজু=উজ্জা। সূচ=হুঁইচ।

ঋ=ইরি, ই, উ।

বৃষ=বিবিষ ঘৃত=গিবিৎ। পৃথিবী=পিথিঈ, বৃহস্পতি=বিউস্সুৎ। ঋজু=উজ্জা।

এ=আ, উ, ও, অ্যা।

বেগুন=বাইওন, খেজুর=খাজুর, জেলে=জাল্যা। মেসো=মুঁআ। নারিকেল=নারগোল। মেঘ=ম্যাগ।

ঐ=ও

বৈদ্য=বোদ্যো।

ও=অ, উ, ঐ।

মোটা=মটা, বোতল=বতল। জোনাকি=জুনি। তোয়ালে=তৈলে।

ঔ=ও, উ, ঊ।

ঔষধ=ওষুধ। নৌকা=নুকা। দৌড়ান=দুঁরন্।

২। ব্যঞ্জন বর্ণ

ক, খ=গ।

নাক=নাগ, বুক=বুগ, ডাক=ডাগ, বকা=বগা, নখ=নগ, নারিকেল=নারগোল, এক=এগ।

ঘ=ক, গ।

বাঘ=বাক। বাঘের গর্ত্ত=বাগর গাত।

হু=হঁ।

ছুঁচ=হুঁইচ।

জ=চ, দ।

কাগজ=কাগচ্। রাজহাঁস=রাদহাঁস।

ট=ড

পেট=পেড, হাঁটু=হাঁড়ু, মাটি=মাডি, লাঠি=লাডি, পাটা=পাঁড়া, পাঁটী=পাঁড়ী, কাঁটা=কেঁজা, ঝাঁটা=ঝাঁড়া, লোটা=লোড়া, ঝুঁটি=ঝুঁড়া।

ঠ=ড

পিঠে=পিড়ে, উঠা=উড়া, মিঠা=মিড়া, পিঠ=পিড়, লাঠিম=লাড়ম্। উঠান=উড়ান, বৈঠকখানা।

ণ=ং

হরিণ=হরিং।

ধ=ত

দুধ=ধুৎ, দুৎ।

দ=জ।

গাঁদা=গেঁজা।

শ, স=হ

শিয়াল=হিয়াল, শূকর=হুওর, শয্যা=হাঁজ, শুক্লা=হুনা, সাপ=হাপ, শুনা=হুনা, সিন্দুক=হিন্দুক, সুন্দর=হুন্দর, শকুন=হোউন, সরিষা=হইরা, সকল=হঅল।

ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ

কলোপ

সকল=হঅল, হ'ল, আকাশ=আঁ'শ, দোকান=দোআন।

গলোপ

ছাগল=ছাঅল, কাগজ=কাঅচ।

পলোপ

নাপিত=নাইত্, সুপারি=সুআরি; কপাল=কোআল।

বলোপ

সবেরে=সঅরে, বাবাজী=বাআজী, বেবাক=বেআক।

মলোপ

আমি=আঁই, তুমি=তুঁই, কোমর=কোঁঅর, ঘোমটা=ঘোঁওটা, কুমড়া=কোঁরা, কমলা=কঁওলা।

খলোপ

মুখ=মু, যেখান=যেআন্।

সলোপ

পিসে = পিয়া, মেসো = মুঁআ, মাসী = মুঁঅই, বাসী = বাঈ।

শলোপ

শ্বশুর = হোউর, শাশুরী = হোউরী

ঙ্গ লোপ

মঙ্গল = মঁঅল, আঙ্গুল = আঁউল, বেঙ্গাচি = বেআঁচি।

ক্ষলোপ

দক্ষিণে = দইণে।

ধলোপ

বধির = বঅরা।

যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষ

শ্রীফল = সিবফল, প্রাণী = ফরাণী, ত্রিশ = তিবিশ।

সন্ধি ও বর্ণ-দ্বৈত

তলোয়ার = তল্লার, দাঁত্ + গুন = দাঁত্তুন, পাঁচ + গোয়া = পাঁচ্চোআ, নমস্কার = ন'স্সার। এইরূপ রোজগার = রোজ্জার, নিমন্ত্রণ = নিন্তণ, বৃহস্পতি = বিউসস্থুৎ, পাকঘর = পাগ্‌ঘর, যাইতে পারি = যাইত্তারি, দিতে পারি = দিত্তারি, উপকার = উপ্পার, হিয়ালগোল্ল = হিয়াল্লোয়া, দেখিতে না পারি = দেইন্নপারি ; ইত্যাদি।

বহুবচন

পোআহ'ল (বালকগণ), পোক্কিহ'ল (পক্ষীসকল), গোরুন (গোসকল), তারাহ'ল (তারাসকল), মাছহ'ল, গাদাহ'ল, মানুষহ'ল, বাক্‌সহ'ল, দাঁত্তুন (দাঁতগুলি), গোরুন (গোগণ), মাছিউন (মক্ষিগণ), বেয়াগ্‌গুন (বেবাকগুলি)।

অনেকগুলি পা = অনেকখান ঠেং।

কতকগুলি = কোত্থনি।

এই সকল = উন্, এইউন্।

ঐ সকল = হুন্।

কয়টা = কোত্থর্গা।

কয়েকটা = কোত্থাঁআ।

লিঙ্গ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপ	মা

ভাই	ভইন (ভগ্না)
মামা	মামী
মুঁআ (মেসো)	মুঁঅই, মুঁঈ (মাসী)
পিআ (পিসে)	পিই (পিসী)
সোআমী (স্বামী)	বউ (স্ত্রী, পুত্রবধূ)
পোআ, পুত্ (পুত্র)	মাইয়া (কন্যা)
জোঁআই (জামাই)	মাইয়্যা (কন্যা)
হোব (শ্বশুর)	হোবী (শাশুরী)
ভাইপুত (ভাইপো)	ভাইঝি
ভাইনা (ভাগিনেয়)	ভাইনী (ভাগিনেয়ী)
ঘোরা (ঘোড়া)	ঘুন্নী (ঘুড়ী)
গাবুর, গাউর (ভৃত্য)	চাঅবাণী (ভৃত্য)

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসমূহের ব্যবহার আছে।—**আদাচুরণীর** মনৎ গুদ্‌গুদি। অজাগাৎ তুলসী, অজাতৎ **রুঅসী**। **চাল্যাবেচনী** দোলায় চরে, কল্লান কন্‌দেশ পুছার করে। নাই **মামীত্তুন্ কানা মামীও** ভালা। হলইদ পোঁদৎদি **রান্ধনী** কওলান। হাত (সাত) **ধরণীয়ে** পোআ মারে। বেডারে মারি **বেডির** রাগ। **পুথানীর** (হতভাগীর) পোলা হার্গ্যা, খাল বান্দে জোয়ার্গ্যা। পাড়াপড়সীয়ে কয় **বহুরবিয়ানী**, গিরস্তে কয় বাজা (গাভী-বিক্রয়ের সময়)। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বনাম শব্দেও পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। কথিত ভাষায় নপুংসক লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের মধ্যে প্রভেদ-নির্ণয়-চেষ্টা বৃথা।

সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিত

দুধ-দেওতা গাই, তেল্লোআ মাথা, হাবাত্যা, ইস্কুল্যা পোআ, মচমচ্যা ভাজা, বিঅরাম্যা লোক, জোয়ার্গ্যা (জোয়ারের প্রতিকূল) খালবান্দন, গুট্‌গুট্যা মিডা, গুল্‌গুল্যা গাল, আরাল্যা পারাল্যা (পাড়াপ্রতিবেশী), মা-নান্ (মাতৃতুল্য), ঘাট্যাল (ঘাটিয়াল), হিন্দুর্গ্যা আম (সিন্দুরবর্ণ), টুট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু), টুর্গ্যা গো, মুর্গ্যা ঘর, জাওতা লোক, মরা মানুষ, পাঅনা আম (পক্ক), নোআ চৈল্, পুরাণ্ ঘর, বলী বিরিষ, চাল্যা-বেচনী, কাপকাডা, কিত্তনীয়া, গাঙরকুল্যা বাড়ী, কোচ্যাকালে রাঁড়ী, আগ্যা পাত, আউলান্যা বাক্ (a roving tiger), উঅর টাল্যার হৈলৎদৃষ্টি, চালৈন, বিচৈন, দুঁরাদুঁরও, বেয়ান্যা বেড়ান (morning walk), মাথা খাঁওরায়্ (শিরঃপীড়া), কুস্‌স্যায়্ খেতি (ইক্ষুর ক্ষেত), পাট্যালিয়া (যে পাটী প্রস্তুত করে, mat-maker), হুঁইচে-ভাঙ্গিব-কাজে কুয়াইল লাগান, বাবভুল্যা (অমিতব্যয়ী), আরমীয়া, ভইন্-ভাইন (ভগ্নী প্রভৃতি), হরইয়্যার (প্রতারকের) দুমা

বোঝা ; পাড়া-বাঁড়নি (শিল-নুড়ি), মুড়ার-কুল্যা গাই, লেণ্ডিয়াব কুযুক্তি সার (লেণ্ডিয়া = দরিদ্র ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি), নগ কুনি (নখের কোণ), ভাতছোঁয়ানি (অন্নপ্রাশন), হাঁচামিছা কথা (মিথ্যা তামাসা), হাজার-মাবা, তিনঠেঙ্গ্যা ঘোড়া, পোইত্য দিন, স'ত্তারামী (সয়তানী), পাগ্‌ঘর, ঘোরাড্ডেয়া (ঘোড়াব বাচ্চা), ভেরাড্ডেয়া, দাঁঅরা ডেয়া (এঁড়ে বাছুর), ডেয়াগোরু, মিউরচ্চা (বিড়ালছানা), বেঁআচি, রাতাকুরা, কুরীকুরা, ধোর কাউআ, মশরি, আঁ'শরমত নীলা (আকাশের মত নীল), দুধর মত ধোপ্ (দুগ্ধ-শুভ্র), শিলর মত দরো (পাথরেব মত শক্ত), রক্তব নান্ লাল (রক্তেব মত লাল), বরিষাকল (শসা), বইডনী (বঁটী), ডাগুচোব, পেড্‌ফুলা ।

সংখ্যা

(এক)	(একটা)	(প্রথম)
১ এগ	উগ্‌গা	পর্ত্তম
২ দুই, দুআ	দুগ্‌গা	দুতীয়
৩ তিন	তিন্নোয়া	তুতীয়
৪ চাইর	চাইরগোয়া	চতুত্থ
৫ পাঁচ	পাঁচ্চোয়া	পঞ্জম
৬ ছয়	ছয়গোয়া	ষষ্ঠ
৭ হাত	হাত্তোয়া	হত্তম
৮ আষ্ট	আষ্টগোয়া	আষ্টম
৯ নয়	নয়গোয়া	নয়ম
১০ দশ	দশগোয়া	দশম

১১ এগার	২১ এগোইস
১২ বারো	২২ বাইশ
১৩ তেবো	২৩ তেইশ
১৪ চোদ্দ	২৪ চোব্বিশ
১৫ পন্দর	২৫ পঁছোইস
১৬ হোলো	২৬ ছাব্বিশ
১৭ হত্তরো	২৭ হাতাইস
১৮ আভারো	২৮ আড়াইস
১৯ উন্নিস	২৯ উনতিরিশ
২০ কুরি	৩০ তিরিশ

৪০	চল্লিশ	১০০	শ'
৫০	পঞ্জাস		একশ'
৬০	হাইট		দু'শ
৭০	হৈত্তর	১০০০	হাজাব
৮০	আশী		(হাজাব গোআ)
৯০	নব্বই		

কতিপয় শব্দরূপ

মানুষ্ শব্দ

	একবচন	বহুবচন
১ মা	মানুষ্ (মনুষ্য)	মানুষ্ হ'ল (মনুষ্যগণ,—সকল)
২ য়া	মান্স্তরে (মনুষ্যকে)	(মান্স্তবে)
৩ য়া	মান্স্তর দি (মনুষ্যদ্বারা)	(মান্স্তব দি)
৪ র্থী	মান্স্তরে (মনুষ্যকে, ৪র্থী)	(মান্স্তরে)
৫ মী	মান্স্তর্ তুন্ (মনুষ্য হইতে)	(মান্স্তর্ তুন্)
৬ ষ্ঠী	মান্স্তর্ (মনুষ্যের)	(মান্স্তর)
৭ মী	মান্স্তর্ত্তে (মনুষ্যেতে)	(মান্স্তবত্তে)

আঁই শব্দ

১ মা	আঁই (আমি)	আঁ'রা (আমরা)
২য়া	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'রারে (আমাদিগকে)
৩য়া	আঁ'র্দি (আমা দ্বারা)	আঁ'রার্দি (আমাদিগের দ্বারা)
৪র্থী	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'বারে (আমাদিগকে)
৫মী	আঁ'র্ত্তুন্ (আমা হইতে)	আঁ'রার্ত্তুন্ (আমাদিগের হইতে)
৬ষ্ঠী	আঁ'র্ (আমার)	আঁ'রার্ (আমাদিগের)
৭মী	আঁ'র্ত্তে (আমাতে)	আঁ'রার্ত্তে (আমাদিগেতে)

তুঁই শব্দ

তুঁই (তুমি)	তোঁআরা (তোমরা)
তোঁআরে (তোমাকে)	তোঁ'রারে (তোমাদিগকে)
তোরে (তোকে)	
তোঁআর্দি (তোমাদ্বারা)	তোঁ'রার্দি (তোমাদিগের দ্বারা)
তোঁআরে (তোমাকে)	তোঁ'রারে (তোমাদিগকে)

তোঁআরুত্তুন্ (তোমা হইতে) তোঁ'রারুত্তুন (তোমাদিগের নিকট হইতে)
তোঁআর (তোমার) তোঁ'রার (তোমাদের)
তোঁআরুত্তে (তোমাতে) তোঁ'রারুত্তে (তোমাদিগেতে)

হিতে শব্দ (পুংলিঙ্গ)

হিতে, তে (সে) হিতেরা (তাহারা) তা'রা
হিতেরে, তারে (তাহাকে) হিতেরারে, তারারে (তাহাদিগকে)
হিতেরদি, তারদি (তাহা দ্বারা) হিতেরার্‌দি, তারার্‌ (তাহাদিগের দ্বারা)
হিতেরে, তারে (তাহাকে) হিতেরারে, তারারে (তাহাদিগকে)
হিতের্‌, তার্‌ (তাহার) হিতেরার্‌, তারার্‌ (তাহাদিগের)
হিতেরুত্তুন্, তারুত্তুন্ (তাহা হইতে) হিতেরারুত্তুন্, তারারুত্তুন্ (তাহাদিগের নিকট হইতে)
হিতেরুত্তে তারুত্তে (তাহাতে) হিতেরারুত্তে, তারারুত্তে (তাহাদিগেতে)

তাঁই শব্দ (স্ত্রীলিঙ্গ)

তাঁই (সে) তাঁইরা (তাহারা)
তাঁইরে (তাহাকে) তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
তাঁইর্‌দি (তাহা দ্বারা) তাঁইরার্‌দি (তাহাদিগের দ্বারা)
তাঁইরে (তাহাকে) তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
তাঁইরুত্তুন্ (তাহা হইতে) তাঁইরারুত্তুন্ (তাহাদের হইতে)
তাঁইর্‌ (তাহার) তাঁইরার্‌ (তাহাদের)
তাঁইরুত্তে (তাহাতে) তাঁইরারুত্তে (তাহাদিগেতে)

ইবে শব্দ (ইহা)

ইবে (ইহা, এইটা) এইউন (ইহারা, এইগুলি)
ইবেরে (ইহাকে, এইটাকে)
ইবের্‌দি (ইহা দ্বারা)
ইবেরে (ইহাকে,)
ইবেরুত্তুন্ (ইহা হইতে
ইবের্‌ (ইহার)
ইবেরুত্তে (ইহাতে)

উবে (উহা) শব্দ

উবে ওইউন, উবেরে, উবের্‌দি, উবেরত্তুন, উবের্‌, উবের্‌ত্তে।

জে (যে) শব্দ

জে, জারে, জার্‌দি, জারত্তুন্‌, জার্‌, জার্‌ত্তে। বহুবচন সাধারণতঃ অপ্রচলিত।

অঁনে (আপনি) শব্দ

অঁ'নে (আপনি)	অঁ'নাবা (আপনাবা)
অঁ'নারে (আপনাকে)	অঁ'নাবাবে (আপনাদিগকে
অঁ'নর্‌দি (আপনার দ্বাবা)	অঁ'নাবারদি (আপনাদিগের দ্বারা)
অঁ'নারে (আপনাকে)	অঁ'নাবাবে (আপনাদিগকে)
অঁ'নারত্তুন্‌ (আপনা হইতে)	অঁ'নাবারত্তুন্‌ (আপনাদিগেব থেকে)
অঁ'নার্‌ (আপনার)	অঁ'নারার্‌ (আপনাদিগেব)
অঁ'নার্‌ত্তে (আপনাতে, আপনার বিষয়ে)	অঁ'নাবার্‌ত্তে (আপনাদিগেতে, আপনাদিগেব বিষয়ে)

ধাতুরূপাদর্শ

যা ধাতু—যাওয়া।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানা (Present indefinite)

আঁই যাই	আঁ'রা যাই
তুঁই য'র্‌	তোঁআরা য'র্‌
হিতে (তে) যায়	হিতেরা (তারা) যায়

বর্ত্তমানা (Progressive)

আঁই যাইর্‌ (যাইতেছি)	আঁ'রা যাইর্‌ (যাইতেছি)
তুঁই য'র্‌	তোঁ' আরা য'র্‌
হিতে যা'র্‌	হিতেরা যা'র্‌

অনদ্যতনী (Past imperfect or present perfect)

আঁই গেই (গিয়াছি)	আঁ'রা গেই
তুঁই গেইয়ো	তোঁআরা গেইয়ো
হিতে গেইরে	হিতেরা গেইরে

পরোক্ষা (Past perfect)

আঁই গেইলেম্ (গেইলাম্)	আঁ'রা গেইলাম্ (গেইলেম্)
তুঁই গেইলে (গেইলা)	তোঁআরা গেইলে (—লা)
হিতে গেইল্	হিতেরা গেইল্

পুরা নিত্যবৃত্তা

আ ই যা'তাম্	আঁ'রা যা'তাম্
তুঁই যাইত্যা	তোঁ'আরা যাইত্যা
হিতে যাইত	হিতেরা যাইত

ভবিষ্যতী

আঁই যাইযুম্	আঁ'বা যাইয়ুম্
তুঁই যাইবা	তোঁআবা যাইবা
হিতে যাইব	হিতেরা যাইব

আদেশিনী

তুঁই যাও	তোঁআরা যাও
হিতে যা'ক্	হিতেরা যা'ক্
সে যাইতে লাগিল	হিতে যাইত লাগ্‌গিল্
আমি যাইতে লাগিলাম	আঁই যাইতাম্ লাগ্‌গিলাম্
তুমি যাইতে লাগিলে	তুঁই যাইতা লাগ্‌গিলা

ভাবে সপ্তমী

সূজ্জ উড্‌লি আঁই যাইযুম্—সূর্য্য উঠিলে আমি যাইব।

শব্দার্থ-বৈচিত্র্য

আমরা যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, চট্টগ্রামের ভাষায় তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়, সজীব ভাষা মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে। শব্দের রূপের যেরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হয়, অর্থেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নিম্নে এই পরিবর্ত্তনের কয়েকটি উদাহরণ সংগৃহীত হইল।

চাহা = দেখা, "কিবা মুঅর ঠাড্‌ আ না দি মু চাস্।"

অল্প = পরিমাণে অল্প, সম্মানে অল্প; এই অর্থে অল্প শব্দের সহিত একবচন বিশেষ্যের ব্যবহার হয়—"অল্প মনুষ্য'ইয়া জঁইদারি পায়, কাণর গুরিৎ কলম গুজি আঁইয়া নাচায়।"

আঁৎ = পাকস্থলী, "মাতরে তিতা, কানরে কচু, চোখরে তেল; হেই তিন খানৎ ন হইলে বোত্তোর বারিৎ গেল্।"

মিডা = গুড় ; "মিডার লাভ মাছিয়ে খায়।"

আতুর = খঞ্জ, "আঁধা আতুর ভেঁউর, হেই তিন স'তানর লেঁউর।"

ডোম = মৎস্যব্যবসায়ী, "ডোঁঅর গো ; বাঁঅনর না।"

দলা = মৃত্তিকা, "কলারে দলা, হলইদ্‌বে ছাই।
বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥"

গাবুর = ভৃত্য, "কুঁররে ঘি ভাত দিলি বাইৎ করি মরে।
গাবুররে পিরা দিলি চিৎ অইয়া পরে॥"

ভারান্ = ভাঁড়ানো, প্রতারণা করা, অন্যমনস্ক করা ; "কলা দি পোলা ভারান্।"

গাত্ = গর্ত্ত, কূপ।

পেরত (প্রেত) = ছোট লোক, মলিন বেশ-যুক্ত ব্যক্তি ;
"গরীব দেইলি পেরতেও ছের্ ফেলে।"

সিরফল (শ্রীফল) = ক্ষুদ্র অর্থাৎ খাইবার অযোগ্য বেল ;
"তিন লারায় সিরফল বেল।"

মরা = নিবারণ হওয়া, "ছের গিল্লি পানির তিষ্টা ন মরে।"

ভাত্ ছোআনি = অন্নপ্রাশন।

হাদি = সাধ, বস্তুবিশেষ খাইবার ইচ্ছা ;
"দেশৎ নাই জিয়ান বউঅর হাদি হিয়ান।"

হা করা (—গরন্) = লোভ করা, উপবাস করা ;
"ভালা ঠাউরর চাঅবি, তিন জন মৈল হাগরি।"
"মাছর নামে গাছেও হা-গরে।"

অতঃপর অর্থ সহ একটি শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ পক্ষে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে যোগ্যতর ব্যক্তির পরিশ্রম আবশ্যক।

শব্দ-তালিকা (Vocabulary)

অঅমান (অপমান, অপমানিত)
অত্তম (একত্র)
অ'ন (এখন)
অস্থি (হাড় শব্দের ব্যবহার না করিয়া এই সাধু শব্দের ব্যবহার করা হয়)
আঅইজ (আগুন)
আঅনায়ত্তে (আপনাতে, আপনার কার্য্যে, আপনার রাজ্যে)
আঁঅডা (আমড়া)
আইয়ের (আসিতেছে, আই ধাতু বর্ত্তমানা বা অনুজ্ঞা)
আঁউডি (আংটি)
আঁউল (আঙ্গুল)
আছারবিছার খাইআরে, (আছাড়বিছাড় খাইয়া, অতি ত্রস্তভাবে)
আজুআ (অন্ত)

আতুর (খঞ্জ)
আত্তন্ (আবার)
আদ্দব (আদব, ভদ্রতা)
আঁধা (অন্ধ)
আনিবাক্ (আনাইবেন)
আব (অভ্র)
আঁ'শ (আকাশ)
আহুক (আসুন)
আস্তে (আসিয়াছে)
ই'নদি (এ দিকে)
ইয়ৎ (এখানে)
ইস্কুল্যা (ইস্কুলের)
উঅর্ টাল্যা (পুকুরে মাছ ধরিবার সময় যাহারা ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার অনুমতি পায় এবং মাছের অংশও দেয় না, মজুরীও পায় না)
উঅরে (উপরে)
উইন্ (উকুন)
উগ্‌গা (একটা)
উডান (উঠান)
উডের্ (উঠিতেছে)
উন্দুর (ইন্দুর)
এইরঅমে (এই রকমে)
একান (একখান, একটা)
একান লাম্বা দোরি (একগাছ লম্বা দড়ি)
একুনু (এ ক্ষণেই, মুহূর্ত্ত)
একেনা (একটু)
এজ্জনে (এক জনে)
এট্টা (এতটা)
এড্ডে (এখানে)
এঁঅর ডাঁঅর হাতী (এত বড় হাতী)
এ বেল্ (এ বার)
ওঁট্ (ঠোঁট, ওষ্ঠ)
ওঁডৎতেল (ঠোঁটে তেল)
ওম্মা (ও মা !)
ওম্মারে মা (বিস্ময়সূচক অব্যয়, ও মারে মা)
কঅন্ (কখন্ ?)
কইতব (পায়রা)
কইত্তাবে (কইতে পারে)
ক'ট্টা (কতটা অর্থাৎ বহু অনুচর)
কঁঅলা (কমলা)
কনো (কোনো)
কনোব'মে (কোনো রকমে)
কইলগ্যে (বলিল গিয়া)
কলিক্ (কোবক, কলি, কুঁড়ি)
কাঅচ (কাগজ)
কাউআ (কাক)
ধোরকাউআ (দাঁড়কাক)
কাউর (কর্পূর, কাপুর)
কাঅর (কাপড়)
কাচি (কাস্তে)
কাড (কাঠ)
কাডর মেস্তরি (সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী)
কাদিরা (চেয়ার)
কাট্টোল (কাঁটাল)
কারিগর (কারিকর, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী)
কিয়ৎ (কত ?)
কুঁইর (কুম্ভীর)
কুইল্যা (কোকিল)
কুঁর, কুঁউর্ (কুকুর)
কুঁরা (মোরগ, কুঁকড়া)
কুরাইল (কুড়ুল)
কুর্সী (chair)

কুর্গ্যা (কুঁড়ে, অলস)
কুল (কূল, স্থল)
কুস্যার (ইক্ষু)
কেঅল (কেবল)
কেঁঅন (কেমন)
কেঁচি (কাঁচি)
কেঁড়া (কাঁটা)
কেশ (লোম, অর্থাপকর্ষ, deteriorations)
কোঁঅর (কোমর)
কোঁআল (কপাল)
কোঁআর (কুম্ভকার)
কোঁআ (শিশির)
কোইল্যা (কয়লা)
কোত্তা (কোট, জামা)
কোড়ুআ (কয়েকটা)
কোহুগ্‌গা (কতগুলি)
কোহুনি (কতটা, কতগুলি)
কোঁ'রা (কুমড়া)
খইন্দা (থলে)
খওল্‌
খইরেজ (কবিরাজ)
খারাপ (খারাপ)
খস (পাচড়া)
খাইআরে (খাইয়া)
খাঁআর (খামার, গোলা)
খাজুর (খেজুর)
খা'তে যাইব (খাওয়া ফুলাইবে, খাওয়া চলিবে)
খায়াং (কুড়ী, টুকরী)
খারু (মল)
খুব (অত্যন্ত)
খেয় (ঘাস)
খোঁআ (শিশির)
খোরা (বাটী)
গন্দ্রক (গন্ধক, শব্দ-সংস্কারের অন্ধ প্রবৃত্তি, False Etymology)
গয়আম (পেয়ারা)
গবাইতর্‌ পড়িগে'ল্‌ (গড়াইয়া পড়িয়া গেল, গড়াইতে গড়াইতে অর্থাৎ গড়াইবার অবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বে পড়িয়া গেল ; সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় তুলনীয়)
গাউব, গাবুব (চাকর, গাবুর শব্দের সাধারণ অর্থ যুবক, অর্থ-বৈশিষ্ট্য, specialisation)
গাঁঅছা (গামছা)
গাত (গর্ত্ত, কূপ)
গাদা (গাধা)
গাদি, গেদ্দা (গদি)
গাভ্যাদি (গর্ভ অর্থাৎ অভ্যন্তর দিয়া)
গুটা, গুলা (বসন্তরোগ)
গুন্নী (ঘোটকী)
গুল্‌গুল্যা (গোল, গোলগাল)
গেঁজা (গাঁদা ফুল)
গেদ্দা, গাদি (বালিস)
গো (গরু)
গোরুউন (গো-সকল)
গোঁআই (গোসাঁই)
গোঁআল (গোয়াল)
গোরক্‌-পোআ (রাখাল বালক)
গোনিআরে (গণিয়া)
ঘল্লগ্যৈ (চুকিল গিয়া)
ঘাট্যা, ঘাট্যাল (ঘাটীয়াল)
ঘায়ে ভরি গেইয়ে গৈ (ঘায়ে ভরিয়া গিয়াছে)
ঘি, ঘিরিৎ (ঘৃত)

ঘুন্নী (ঘোটকী)
ঘুড়ী (ঘুড়ি)
ঘোঁঅড়া (ঘোমটা)
চর্‌গা (চড়াই পাখী)
চলত্য লাইল (চলিতে লাগিল)
চাঅরাণী (চাকরাণী, ঝি ; পুং গাবুর)
চাইআরে (দেখিয়া)
চাইত্য লাইল্‌ (দেখিতে লাগিল)
চাইর পাল্‌দি (চারি দিকে)
চাঁচ (মাদুর, পাটী)
চাড়া (চাটা, পাটী)
চুলা (উনন)
চুঁ'ড়া (চিমটা)
চোই (চৌকি
চৈল্‌ (চাউল)
ছড়ো (ছোট)
ছাঅল (ছাগল
ছাঅলের ছা (ছাগলের বাচ্চা, ছা—বাচ্চা)
ছাতি (ছাতা, আতপত্র
ছিলট (Slate)
জা'জ (জাহাজ)
জাঁত্‌ (যাঁতী)
জাল্যা (জেলে)
জিগ্‌গাইল্‌ (জিজ্ঞাসিল)
জিবা (যাহা)
জিব্ব্যা, জির্ব্ব্যা (জিহ্বা, ভ্রান্ত সংস্কারের চেষ্টায় দ্বিতীয় পদ, False Etymology)
জিঁয়ৎ, জেডে (যেখানে)
জীওতা (জীবিত)
জুনি, জুনিপোক্‌ (জোনাকি পোকা)
জেঁঅন (যেমন)
জেডা (জ্যেঠা)
জোঁআই (জামাই)
জোঁইর্‌ (জমীর, পত্র-নির্ম্মিত এক প্রকার শিরস্ত্রাণ, মস্তক হইতে পশ্চাতে হাঁটু বা গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না।)
জোআন (যুবক)
ঝন্না (ঝরণা, ফোয়ারা)
ঝর্‌ (ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি)
ঝাঁড়া (ঝাঁটা)
ঝুঁড়া (ঝুঁটি)
টান্‌ত্য (টানিত)
টুকটুকি (টিকটিকি)
টুট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু)
টুল, লাম্বাটুল (Bench)
টেঁয়া (টাকা)
টেল্লা (শাখা, ঠাল্লি)
ঠাডার (বজ্রপাত)
ঠাসি বান্‌লো (কষিয়া বাঁধিল)
ঠুনি (খুঁটি, থাম)
ঠেং (পা)
ঠেল্যা (মৃৎকলস)
ডাইব (ডাকিবে)
ডাওয়া (ডাবা, হুঁকা)
ডাগুচোর (ডাকাইত)
ডিমা (ডিম্ব)
ডেয়া গরু (বাছুর)
ডেঁয়ুর (ডুমুর)
ঢগ (দৃশ্য)
বাইরর ঢগ (প্রাকৃতিক শোভা)
ঢাগ (পাঁজর)
তঅন (তখন)
তল্লার (তরবারি)

তরাতোরি (তাড়াতাড়ি)
তহলে (তাহা হইলে)
তাইর (তাহার, স্ত্রীলিঙ্গ, her)
তীঁর্ (ত্রিউরী, ত্রিমুণ্ডী, উনন ; তিনটি মাথা থাকে বলিয়া এই নাম)
তেঁঅন (তেমন)
তেঁতৈল (তেঁতুল)
তেল্লেচোরা (তেলাপোকা)
তৈলে (তোমালে)
তোঁআরত্তে (তোমাতে, তোমার সঙ্গে, তোমার কার্য্যে)
তোয়াতে তোয়াতে (অন্বেষণ করিতে করিতে)
তোই (তাহা হইলেই)
থাইলে (থাকিলে)
থাঁউ (তামাক)
দইণে (দক্ষিণ)
দয়ো (শক্ত, দৃঢ়)
দলা (মাটি, এক দলা থাঁউ, একটু তামাক)
দজ্জন (দশ জন)
দলান (দালান)
দাত্তন (দন্তসমূহ)
দাঅরা ডেরা (পুং বৎস)
দিবাক্ (দিবেন)
দিইয়ুম, দিয়োম্ (দিব)
দুআর (দ্বার)
দুই ভাক্ (দুই ভাগ, দ্বিধা বিভক্ত)
দুহ (দুগ্ধ)
দুঁয় দিল (দৌড় দিল)
দুঁয়াদুঁয়ি (দৌড়াদৌড়ি, দৌড়িতে দৌড়িতে, অতি সত্বর)
দেখাইল্ (দেখাইল

দেইয়ারে (দেখিয়া)
দোআন (দোকান)
ধুইল্ (ধূলা)
ধোব কাউআ (দাঁড়কাক)
নগ্ (নখ)
নপারি (না পারিয়া)
ন'স্সার (নমস্কার)
নাইৎ (নাপিত)
নাগ (নাক)
নারগোল (নারিকেল)
নি'ম্ভণ (নিমন্ত্রণ)
নিলীয় পারে (নির্গত হইতে পারে না)
নুকা (নৌকা)
নেআলি (লেপ)
নোআ (নব, নূতন)
নৈদ্দা (নৈবেদ্য)
পঅর (আলোক)
পক্কি (পক্ষী)
পরচ্তাপ (প্রস্তাব, গল্প)
পরাণত্তন (প্রাণাপেক্ষা)
পরাণী, ফরাণী (প্রাণী).
পাঅনা, পা'না (পক্ক)
পা (পদ)
পাইক (পাখী)
পাইক (পদাতিক)
পাইগর লেজ (পক্ষিপুচ্ছ)
পাটী (পাটী, মাদুর)
পাঁটী (পাঁটী, ছাগলী)
পাঁড়া (পাঁঠা)
পানি (জল)
পাতাউন্ (পাতাগুলি)
পাতাঁহিয়ান (পাতাখানা)

পানিত্তরথুন্ (জলের ভিতর হইতে)
পানিভাত (বাসি ভাত, ঠাণ্ডা ভাত, জলে-রাখা ভাত)
পাতল্ (পাতলা)
পান্তা (পান্‌সে, পান্সিয়া, জলের মত, স্বাদ-হীন)
পিআ (পিসা)
পিই (পিসী)
পিড্ (পিঠ, পৃষ্ঠ)
পিড়া (পিঠা, পিষ্টক)
পিত্তল (পিত্তল, সাধু শব্দের ব্যবহার)
পিথিঁই (পৃথিবী)
পিয়দা, ফিয়দা (পিয়াদা)
পুঁতুলা, পোতলা (পুতুল, পুত্তল)
পুথিয়াইন (পুথিখানি)
পুরান্ (প্রাচীন)
পেড (পেট)
পেডৈত্তর্ (পেটের ভিতর)
পেডৈত্তরথুন্ (পেটের ভিতর হইতে)
পেড়া (পেঁটরা, বাক্স, Trunk)
পেতিহাঁস (পাতিহাঁস)
পোআ, পুৎ (পুত্র, ছেলে)
পোয়াহিউন (ছেলেগুলা, বাচ্চাগুলা)
পোইত্যদিন (প্রতি দিন, প্রত্যহ)
পোইয়া, ফোইয়া (পেঁপে)
পোইর, ফোইর্ (পুকুর)
পোতলা, পুতুলা (পুতুল, ক্রীড়নক)
পোরুন্, ফোরুন্ (পেঁয়াজ)
পোক্ (পোকা, কীট)
পাঁওড়া (পিপীলিকা)
ফরাণী, পরাণী (প্রাণী)
ফাক্ (পাক্, পাখা, ডানা, পাখীর ডানা)
ফিচে (বাড়ুন, সুদৃশ্য ও ক্ষুদ্র শতমুখী)
ফিয়দা, পিয়দা, প্যাদা (পিয়াদা)
ফিটকেরি (ফটকিরি, alum)
ফীলেই (প্লীহা)
ফুঞ্জ্ (পুঞ্জ, pus)
ফোইর, পোইর (পুকুর)
ফোঁইয়া (পেঁপে, papaw)
বঅরা (বধির)
বই (বসিয়া)
বইডনি (বঁটী, fish knife)
বউ (বধূ, পুত্রবধূ, স্ত্রী)
বত্তল (বোতল)
বরই (কুল, বদর ফল)
বরিষাফল, বরিষাহল, বরিষা'ল (শসা)
বকা (বক)
বলা, বোলা (বোল্‌তা)
বয়ার (হাওয়া)
বলী (বলবান্)
বা' (বাসা, পাখীর বাসা, নীড়, পিঞ্জর)
বাইর্‌রৎ পার্গ্যম্ (বাহির হইতে পারিব)
বাই (বাসী, পর্য্যুষিত)
বাইওন (বেগুন)
বাউ (বাহু)
বাক্, বাগর গাত (বাঘ, বাঘের গর্ত্ত)
বাড়ি (বাটি)
বাত্তি (আলো)
বার্ত্তা (স্বর্ণকার)
বালুশ (বালিস)
বাছন্ (বাছা, মিশ্রিত বস্তুদ্বয়কে পৃথক্ করা)
বিঅরাম্যা (রোগী)
বিউস্‌স্পুৎ (বৃহস্পতি)
বিচৈন্ (ব্যজন)

বিজলী (বিদ্যুৎ)
বিরিষ (বৃষ)
বিল (মাঠ)
বিলেই, মিউর (বিড়াল)
বুগ (বুক, বক্ষঃ)
বুগগা (বুকটা)
বুঝর্ (বুঝিতেছ, বুঝ ধাতু বর্ত্তমানা মধ্যম পুং)
বুদ্ধিৎ ঠার্ দিৎ ন পার্ল্য (বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না, কিছু বুঝিতে পারিল না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল)
বেঁআচি, বেঁআচি (বেঙাচি)
বোদ্যো (বৈদ্য)
বোব্ (বোবা, বাক্‌শক্তিবিহীন)
বোঁর্ (ভ্রমর)
বৈডক্‌খানা (বৈঠকখানা)
ভইন (ভগিনী)
ভইন-ভাইন (ভগিনী প্রভৃতি)
ভাইনা (ভাগিনেয়)
ভাইনি (ভাগিনেয়ী)
ভাইর্ (ভার, ঝুড়ি, বোঝা)
ভাল্লুক (ভালুক)
ভেরা (ভেড়া)
ভাই ভাই (ভাসিয়া ভাসিয়া)
ভালা (ভাল, উপকার)
ভালা বাস্‌ত্যো (ভালবাসিত)
মঙ্গল (মঙ্গল)
মইক্যা (ভুট্টা, maize
মটা (মোটা)
মরা (মৃত)
মরা মাছিউন্ (মরা মাছিগুলি)
মশারি (মশারি)
মরিচ (লঙ্কা)
মাডি (মাটি)
মারি (মাড়ি)
মারিত্তাবে (মারিতে পারে)
মাছ্যতা (মাছি মারিবার জন্য কৌশলে নির্ম্মিত যষ্টিবিশেষ)
মার্গ্যি (মারিয়া ফেলিয়াছি)
মাকব্ (মাকড়সা)
মাথা খাঁওবার্ (মাথা কামড়ানি, শিরোবেদনা, শিরঃপীড়া)
মিউব (বিড়াল)
মিউবচ্চা (বিড়াল বাচ্চা)
মিডা (মিঠা, মিষ্ট, গুড়)
মু (মুখ)
মুঅর্‌ত্তব্ (মুখের ভিতর)
মুআ (মেসো)
মুঅই (মাসী, মাতৃষসা)
মেজ (Table)
মৌআছিপুক্, মধুপুক্ (মধুমক্ষিকা)
ম্যাগ (মেঘ)
যঅন্ (যখন)
যুদ্ধ বাজ্জিল্ (যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধ লাগিল)
যেঁঅন (যেমন)
যেঁঅন এঁঅন বীর নয় (যেমন তেমন অর্থাৎ সাধারণ বীর নহে)
যেঁঅর ডাঁওর কাম কর্ল্য (যেমন ডাগর অর্থাৎ বড়, অর্থাৎ প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়াছ)
যেইতে হেইতে (যে-সে, যে-কোনও ব্যক্তি)
রাক্ষস্ (পেটুক, লোভী)
রাইত্ (রাত্রি)

রাজা বানাই দিয়োম্ (রাজা করিয়া দিব, বড়লোক করিয়া দিব, রাজা পুংলিঙ্গ শব্দ হইলেও এখানে উভয়লিঙ্গ)
ঐ রাজাবং কেঅন করল্য ? (ঐ রাজার অনুচরবর্গ কি করিল ?)
রাজার বাবির মিক্কা (রাজার বাড়ীর দিকে)
রাদ্‌হাঁস (রাজহাঁস)
রোইবার (রবিবার)
রোউন (রঙ্গন)
রোজ্জার (রোজগার)
লাই (ঝুড়ি, টুকরি ; এই লাই নামক টুকরীর গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, নবম বাঁশ দিয়া তৈয়ার ও বেত দিয়া বাঁধা হয় এবং হাতে ধরিবার সুবিধার জন্য এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেত্রনির্ম্মিত হাতল দেওয়া হয় ; চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলেই এই লাই পাওয়া যায়)
লাডম্ (লাঠিম)
লাডি (লাঠি, যষ্টি)
লাঁঙল (লাঙ্গল)
লিচি (লিচু)
লুতি (হাম, measles)
লুন (লবণ)
লোআ (লৌহ)
লোগ্‌গী (দাঁড়, Oar)
লোডা (লোটা, ঘটী)
লৌ (রক্ত)
বকা (বক)
শরীল (শরীর)
শঙ্খ (শঙ্খ, Conch)
শিশির (সিসি)
শুতার (সূত্রধর)
সঁই (সিম)
স'রে (সবেরে, প্রাতে)
সতাত্তামি (সয়তানী)
সাঅন (সাবান)
সাউ (সাগু)
সিঙ্গ (সিংহ)
সিব্‌ভল, সির্‌ফল্ (শ্রীফল, ছোট বেলকে সির্‌ফল বলে ; বড় বেল "বেল" ; সঙ্কীর্ণার্থতা, Specialization)
সুআরি (সুপারি)
সুরোতা (দাঁতী)
সোরাতা (হস্তিশুণ্ড)
সোয়ামী (স্বামী)
হঅনী (চিরুণী)
হইয়ে (হইয়াছে)
হইরে (সরিষা)
হউন্দ্র (সমুদ্র, অন্ধসংস্কার-প্রবৃত্তি, False Etymology)
হক্কল (সকল)
হক্কলর হেষ (সকলের শেষ)
হক্কলুনুরে (সকলকে)
হঙ্গে (সঙ্গে)
হন্দর (সুন্দর)
হন্দরী (সুন্দরী)
হন্দুক (সিন্দুক, বাক্স, safe)
হনিবার (শনিবার)
হৎ (টাটকা)
হপ্তা (সপ্তাহ)
হয়ই (বাসন)
হরিং (হরিণ)
হ'র্ (হইতেছে)
হাজস্তা (সস্তা, cheap)

হাড্ডী (ঘাড়, স্কন্ধ, গ্রীবা)
হাঁড়ু (হাঁটু)
হাঁচা (সত্য)
হাঁচা মিছা কথা (মিথ্যা তামাসা, কল্পনা)
হাজার গোয়া (হাজারটা)
হাতীভা (হাতীটা)
হাত্তোয়া (সাতটা)
হাৎ দিনর দিন (৭ম দিবসে)
হাপ (সাপ, সর্প)
হারাগায়ে (সর্ব্বশরীরে)
হারেঁয়া (পানিবসন্ত, Chicken pox)
হাঁও (সাঁকো, বংশনির্ম্মিত)
হিঁওর (শিকড়)
হিঁওল (শিকল)
হিজ (শয্যা)
হিয়াল (শিয়াল)
হিয়ালর গাত (শিয়ালের গর্ত্ত)
হিঁয়ত, হেডে (সেখানে)
হিবা (সেটা, সে)
হিয়ান (সেইখান, সেটা)
হিয়াওল্লা (সিয়ালটা)
হিয়াল্লত্তে (শিয়ালের অর্থাৎ শিয়ালের পেটে)
হুওর (শূকর)
হুনা (শুষ্ক)
হুনা খের (শুষ্ক তৃণ)
হুনি মাছ (শুষ্ক মৎস্য)
হুক্কর বার (শুক্রবার)
হুঁইচ (সূচ, ছুঁচ)
হুড়ুম্ (মুড়ি)
হুদা (শুধু, কেবল, সর্ব্বদা)
হুন্‌দি (তাহা দিয়া)
হুনিআরে (শুনিয়া)
হেডে, হিঁয়ৎ (সেখানে)
হেই সমৎ (সেই সময়ে)
হেই তাব ভেত্তুন (তাহাদের পক্ষ হইতে)
হেইতার্ লাই (তাহাদের জন্য)
হোউর (শ্বশুর)
হোউরী (শাশুড়ী)

অতঃপর কিঞ্চিৎ ভাষার আদর্শ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আদর্শস্বরূপে কতিপয় প্রবচন ও দুইটি প্রচলিত গল্প সংগৃহীত হইল। তালিকাধৃত প্রবচনসমূহের অধিকাংশই মহানুভব এণ্ডার্সন সাহেবের প্রবচন-সংগ্রহে আছে। তবে তিনি প্রবচনগুলির ভাষা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৩১০ সালের প্রকৃতি নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় দেখিলাম, শ্রীযুক্ত আব্‌দুল করিম মহাশয়ও এই প্রকার ভাষার পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রবচন-সংগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন ও কতিপয় প্রবচন সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এ প্রকার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। মূল পরিবর্ত্তন না করিয়া অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলেই প্রবচন সাধারণের বোধগম্য হইবে।

কতিপয় চট্টগ্রাম-প্রবচন

১। অন্ন মনুষ্য'ইয়া জঁইদারি পায়। কানর গুরিত্ কলম'গুজি ভাঐয়া নাচায়॥
(সামান্য লোকে জমিদারী পাইলে কানে কলম গুজিয়া বালক নাচায়)।

২। অভাগা চোবা যেই বারিজ্জায়। হ'লে কু'রে ডাকে নয় রাৎ পোয়ায়॥ (দুর্ভাগ্য চোর যে বাড়ীতে যায়, সে বাড়ীতে হয় কুকুরে ডাকে, না হয় রাত্রি পোহায়)

৩। আব'লা চৈলর মদ্দির দোআন॥ (আকাঁড়া চাউলের দোকান বাজারের মধ্যস্থলে। সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কেহ বড়লোক হইলে, এই প্রবচন ব্যবহৃত হয়।)

৪। আদরব কলা বাঅলো ভালা॥ (আদর করিয়া যদি কেহ খোসা সমেত কলা খাইতে দেয়, তাহাও ভাল।)

৫। আঁতরে তিতা কানরে কচু চোগবে তেল। হেই খানৎ ন অইলে বোত্তোর বারিৎ গে'ল্॥ (পাকস্থলীর [আঁৎ] পীড়ায় তিক্ত বস্তু, কর্ণের পীড়ায় কচু ও চক্ষু-রোগে তেল ব্যবস্থা করিবে। এই তিন উপায়ে ফল না পাইলে বৈদ্যের বাড়ীতে যাইতে হইবে॥)

৬। আইলেও লোক্কি গেলেও বালাই। (অনুরাগহীন অভ্যর্থনা)।

৭। আবাতি কাট্টোল জাবিৎ দেওন। (ইচোড় পাকাইতে দেওয়া—"The jack fruit is raw, put it under straw."—Anderson).

৮। আবাতি কালৎ অনন্তব ব্রৎ। (অকালে অনন্ত [চতুর্দ্দশী] ব্রত)।

৯। আদাচুরণীর মনৎ গুদ্‌গুদি। (যে রমণী আদা চুরি করে, তাহার মনে শান্তি থাকে না)।

১০। আদা বেচে গাদা। মিডা বেচে হারামজাদা॥ (আদা শুকাইলে ওজনে কমে, সুতরাং যে আদার ব্যাপার করে, সে বুদ্ধিহীন (গাধা)। গুড় বিক্রীত না হইলে তাহার সহিত অন্য দ্রব্য মিশাইয়া ওজন বৃদ্ধি করা যায়, সুতরাং গুড়-ব্যবসায়ী অতি দুষ্ট-প্রকৃতির লোক—হারামজাদা)।

১১। আউন কাঅর দি ঢাই বাইন্ন পারে। (আগুন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না।)

১২। আগৎ জঁআইয়ে কাট্টোলো ন খায়। হেষৎ জঁআইয়ে ভোতাও তোয়াই ন পায়॥ (আগে জামাই কাঁটালও খায় না। শেষে জামাই ভোতাও খুঁজিয়া পায় না—Familiarity breeds contempt)।

১৩। আগ্যা পাতৎ ঠাডার ন পরে। (উচ্ছিষ্ট পত্রে বজ্রপাত হয় না)।

১৪। আঁধা আতুর ভেঁউর—হেই তিন সয়তানর লেঁউর। (অন্ধ, খঞ্জ ও কুব্জ, এই তিনটি সয়তানের লেজ)।

আঁধাকালা কোলভেঁউর গোদর অন্ত নাই। তিন শ বিরাশী বুদ্ধি, যার এগ চোক নাই॥ (অন্ধ, বধির, কুব্জ ও পঙ্গু ব্যক্তির অন্ত পাওয়া যায় না। আর যাহার এক চক্ষু নাই, তাহার ৩৮২ বুদ্ধি, অর্থাৎ সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুটিল)।

১৬। উইয়র পোদৎ ফইর্ গাছাইলে আঁআশ ছুইত্ চায়। (উই পোকার পাখা গজাইলে সে আকাশ স্পর্শ করিতে চায়।)

১৭। উওট্টাইল্যার হৈলদ্ দৃষ্টি। (পুকুরে মাছ ধরিবার সময়ে যে সকল লোককে ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার জন্য জালি নামাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহাদিগকে "উওট্টাইল্যা" বলে। তাহারা সাধারণতঃ 'শ'ল' অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যে দৃষ্টি রাখে।)

১৮। উজ্জা আঁউলে ঘিরিৎ ন উডে। (সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।)

১৯। উত্তরে বাগ দইনে রাগ। (বাড়ীর উত্তরে বাগান ও দক্ষিণে মুক্ত স্থান রাখিবে।)

২০। এগে ত ডোমর পোআ, তাত্তে পোন্দৎ গু। (বিবাহবিষয়ক প্রবচন। একে নীচকুলে জন্ম, তাতে গুণহীন।)

২১। এগ দুখর দুক্কী আঁই গাঙ্গর কুল্যা বারী। এগ দুক্কর দুক্কী আঁই কোচ্যা কালৎ রারী॥ এগ দুক্কর দুক্কী হই আঁই করজধাবি। এগ দুক্কর বুবা আঁই কেষে বিয়া করি॥ (আঁই—আমি। গাঙ্গর কুল্যা বারি—নদীতীরস্থ গৃহ। কোচ্যা কালৎ রারী—অল্প বয়সে বিধবা। করজধারী—ঋণী। বুবা—বৃদ্ধ।)

২২। এরিও ন দে, বেরিও মারে। (অধিক সম্পত্তি ছাড়িতেও পারে না—সম্পত্তি ত্যাগ না করায় সর্ব্বনাশও হয়)।

২৩। ও পাগ্‌লা হাঁও ন লাবিস্। ভালাও ত মনে করালি॥ (ও পাগলা, সাঁকো নাড়িস না—ভাল কথা মনে করালি। ছোট ছোট খাল পার হইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে সুপারি গাছ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়া সাঁকো প্রস্তুত করা হয়। তাহার উপর দিয়া অতি কষ্টে যাতায়াত চলে। এক পাগলের কর্ম্ম ছিল, কেহ সাঁকোতে উঠিলে সাঁকোটা নাড়া দিয়া কৌতুক দেখা। তাহাকে সাঁকো নাড়িতে নিষেধ করায় তাহার বিস্মৃত কর্ত্তব্য মনে পড়িয়াছে।)

২৪। কাউ তলে কাউ মাহাঙ্গা। (কাউ একপ্রকার অম্ল-মধুর ক্ষুদ্র ফল।)

২৫। কাউআর বাআৎ কুইল্যার ছা। জাব ছা তার রা॥ (কাকের বাসায় কোকিলার ছানা হইলেও সে কোকিলের মত শব্দ করে।)

২৬। কেচুআ তুল্‌তে হাপ উড়ে। (কেঁচো তুল্‌তে সাপ)।

২৭। কানর সোনায় কান কাড়ে। (কাণের সোনাতেই কাণ কাটে।)

২৮। কলায়ে দলা হলই দরে ছাই। বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥ (কলা গাছে মাটি ও হলুদ গাছে ছাই দিলে গাছ ভাল হয়। আর বধূমাতার মন যোগাইলেই পুত্র আপনার হয়।)

২৯। কেণ্ডা দি' কেণ্ডা খোয়ান। (কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা)।

৩০। কোলৎ মরে পৈষ্য ন দে। (মাতৃস্নেহ এরূপ অন্ধ যে, পুত্র না খাইতে পাইয়া কোলে মরিবে, তাও ভাল, তথাপি পরকে পোষ্য পুত্র করিতে দিবে না।)

৩১। কাউআর মুঅৎ হিন্দুর্গা আম। (কাকের মুখে সিঁদুরে আম।)

৩২। কুউরর পরাণে ঘিরিৎ ন জারে। (কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।)

৩৩। কার শরাদ কনে করে। বাঁঅন বেডা খোল কাডি মরে॥ (কার শ্রাদ্ধ কেবা করে—বামুন বেটা (কলার) খোল কেটে মরে।)

৩৪। কাণ কাডা কই মাছে তাল গাছ বায়। পোচরা মু'খান লই দরবারত্ যায়॥ (কাণ কাটা কই মাছ তালগাছে উঠে। কুৎসিত মুখশ্রী লইয়া লোকে দরবারে যায়॥)

৩৫। কেঁডি কুউরর ঘেড্ঘেডি বেশি। (খেঁকী কুকুরে ঘেউ ঘেউ করে বেশী।)

৩৬। কুউররে ঘিভাত দিলে বাইৎ করি মরে। গাবুররে পিরা দিলে চিৎ অইয়া পরে॥ (কুকুরকে ঘি-ভাত দিলে বমি করিয়া মরে। মজুরকে পিঁড়া দিলে বসিতে জানে না বলিয়া চিৎ হইয়া পড়ে।)

৩৭। কাউঅর উঅর কাঁআন দাবান। (মশা মারিতে কামান দাগা।)

৩৮। কুউরে কাণ্ডাইলে আণ্ডুর হেডে। (কুকুরে কামড়াইলে হাঁটুর নীচে।)

৩৯। কুউরে কাণ্ডায় তারেও কি কাণ্ডাইব না? (কুকুরে কামড়াইলে তাকেও কি কামড়াইতে হবে?)

৪০। কলা দি' পোলা ভাবান। (কলা দিয়ে ছেলে ভুলান।)

৪১। কা'তর বুদ্ধি আঁতৎ। বাঁঅনর বুদ্দি দাঁতৎ॥ (কায়স্থের বুদ্ধি গভীর। বামুনের পেটে কথা থাকে না। কায়স্থ কাহাকেও মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সরলচিত্ত—পেটে কথা রাখে না।)

৪২। খাডি দিয়া পার, পৈরারে নিন্দা। (লোকের উপকারের জন্য একটা গর্ত্ত কাটিয়া দিতে পার না, পরে পুকুর কাটিয়া দিলেও তার নিন্দা কর।)

৪৩। খাল কাডি কুইর ঘল্লান। (খাল কেটে কুমীর আনা।)

৪৪। খাই দাই থাইলে তারে কয় ধন।
মরি ধরি থাইলে তারে কয় জন॥ (সুস্পষ্ট)

৪৫। খাওনর সময় বারো ভাই। পোআ লওনর সময় কেঅ নাই॥ (সুস্পষ্ট।)

৪৬। গীতর আগৎ কুনকিনি। ঝরর আগৎ পিনপিনি॥ (গীতের পূর্ব্বে স্বর ভাঁজা হয়—ঝড়ের পূর্ব্বে নিস্তব্ধতা থাকে। প্রত্যেক ঘটনারই পূর্ব্বে সূচনা পাওয়া যায়।)

৪৭। গাছৎ কাট্টোল ওডৎ তেল। (গাছে কাঁটাল, ঠোঁটে তেল।)

৪৮। গাছে ফলর ভর ধরে। ফলে গাছর ভর ন ধরে॥ (স্পষ্ট।)

৪৯। ঘাডৎ আই নুকা ডুবান। (ঘাটে আসিয়া নৌকা ডুবান।)

৫০। ঘাড্ পারইলে ঘাড্যা হালা। (ঘাট পার হইলে ঘাটিয়া শালা।)

৫১। ঘর বাঁধিব মুর্গ্যা—গো কিনিব টুর্গ্যা। বিয়া করিব কালা—তোই গিবস্তর ভালা॥ (ঘর করিবে ছোট—গরু কিনিবে ছোট। স্ত্রী করিবে কাল—তবে গৃহস্থের ভাল॥)

৫২। চোররে কয় চুরি কর্, গিরস্থরে কয় হজাগে থাক্।

৫৩। চুঁউট্টা দিলে ভাঁউট্টা খায়। (চড়টা মারিলে কিলটা খাইতে হয়।)

৫৪। চোর ধাইলে বুইধঁ যাবে।

৫৫। চোখ খাড়িলে দুনিয়া আন্ধার। (চোখ মুদিলে পৃথিবী অন্ধকার।)

৫৬। চাল্লা বেচনি দোলায় চরে—কন্নান কন্ দেশ পুছাব করে॥ (যে রমণী বাজারে চালতা বিক্রয় করে, সর্ব্বস্থান তাহার পরিচিত, কিন্তু দোলায় চড়িলে সে জিজ্ঞাসা করে, কোন্‌টা কোন্ দেশ। অবস্থার উন্নতি হইলে পূর্ব্বের খারাপ অবস্থা গোপন করে।)

৫৭। চোর গোটার বারী ভাক্। (কাঠ বিড়ালের বাড়ী ভাগ।)

৫৮। চোখে আর কানে ছয় মাসর পথ।

৫৯। চেষ্টা অন্তে, দুক্ক খণ্ডে।

৬০। ছাঅলে কয় পরাণে মৈলাম। গিরস্তে কয় আলুনি খাইলাম॥ (উভয় পক্ষে অসুবিধা।)

৬১। ছোয়াদিব লাই দুর্গোৎসব বাঈ ন থাএ॥ (পানে খাইবার চুণের অভাবে দুর্গোৎসব বাকী থাকে না।)

৬২। ছুলুকর না পাহাবর উঅর্ দি চলে। (একমতে যাহারা কাজ করে, তাহাদের নৌকা পর্ব্বতে চলে।)

৬৩। জ্বরর তায় পানি পিওন। (জ্বরের তাপে জল খাওয়া।)

৬৪। ডুব মারি পানি খাইলে এগাদশীর বাপেও ন জানে।

৬৫। ডেয়া গরুয়ে বাগ ন চিনে। (বাছুরে বাঘ চিনে না।)

৬৬। ডোমর (মৎস্য-ব্যবসায়ীর) গো, বাঁঅনর না।

৬৭। ঢেইৎ বারা পৈরৎ পানি। জোঁআইর পোআর ভাত ছোয়ানি॥ (ঢেঁকিতে ধান, পুকুরে জল—জামাতার পুত্রের অন্নপ্রাশন।)

৬৮। ঢেঁই সর্গৎ গেলেও বারা বাঁধে।

৬৯। তিন মাইয়্যা পোআ জিঁয়ৎ। কাজির দরবার হিঁয়ৎ॥ (যে স্থানে তিন রমণী একত্র হইবেন, সে স্থানে কাজির দরবার বসিবে—অর্থাৎ নানাবিষয়ক আলোচনা হইবে।)

৭০। তেল ন দি মচ্‌মচ্যা ভাজা।

৭১। তোতার চোখ, বাদরর মু। (কখনও স্থির থাকে না।)

৭২। তার লাই এগ আঁড়ু পানিয়ামিলে তে এগু গলাৎ লামিব। (দূরে সরিয়া যাইবে।)

৭৩। তুই দিয়ারে মুই দিয়া। (তুমি আগে দিলে আমি পরে দিব বা তুমি দিলেই আমার দেওয়া হইল।)

৭৪। তিন লারায় সুআরি সোনা তিন লারায় নারগাল টেনা। তিন লাড়ায় সিরফল বেল তিন লাড়ায় গিরস্ত গেল্। (তিন বার নাড়িয়া পুতিলে সুপারি গাছে সোনা ফলে। তিন নাড়ায় নারিকেল গাছ নষ্ট হয়। তিন নাড়ায় বেল গাছ ভাল হয়। কিন্তু তিন নাড়ায় অর্থাৎ তিন বার বাস-পরিবর্ত্তন করিলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ।)

৭৫। তোঁআর নেক্ হওদাগর—তুঁই হও না ধনকাতর ? (তোমার স্বামী সদাগর—তুমি কেন হও ধনকাতর ?)

৭৬। দেইয় পারে যারে—হাডিৎ ভেঙ্গায় তারে। (যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন খারাপ।)

৭৭। দেশী ভাই জিঁয়ৎ—কথা ন কইও হিয়ৎ। (Where your neighbour you find, Beware to speak your mind—Anderson.)

৭৮। দাতাত্তুন কির্‌পণ ভালা ত্বরিৎ জোআব যাব। (দাতা চেয়ে কৃপণ ভাল, শীঘ্র জবাব যায়।)

৭৯। দেশৎ নাই জিঁয়ান—বোউঅর হাদি হিয়ান। (দেশে নাই যা—বউএর সাধ তা।)

৮০। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা কাছে বৈসে ঠেসে। কথা দিয়া কথা লৈ প্রাণ বধিব হেযে॥

৮১। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা দীঘল ঘোঁআড়া নারী। দাঁআর (জলজ উদ্ভিদের) তলর (নিম্নের) শীতল জল এ তিন পরাণর অরি॥

৮২। নিজর ইজ্জৎ নিজে রাগে (রাখে)। কাড়া কাণ চুল দি ঢাগে (ঢাকে)॥

৮৩। নোআ নোআ (নব নব) বাঁআরী (অলঙ্কারবিশেষ) নোআ নোআ রং। পুরাণ অইলে বাঁআরী গলা ঢং ঢং॥

৮৪। নাইৎ (নাপিত) দেইলে (দেখিলে) নগ্‌দুনি বাড়ে।

৮৫। নেক্ পাইয়ে যে কত নয়—কাচ বাঁআরীও তোয়ায়। (স্বামী জুটিয়াছে—এই যথেষ্ট, আবার বালা চুড়ি চায় !)

৮৬। নাইতা কয় 'আই', কাঁআরিয়া কয় 'তাই'। বান্তা কয় পরু, এ কথা যে পৈতায় তার বাপেও গরু॥ (নাপিত বলে "আসি," কামার বলে "তাই" (আগুন), স্বর্ণকার বলে 'পরখ,' এ কথা যে বিশ্বাস করে, তার বাপ গরু।)

৮৭। মা গুণে পোআ ভুঁই গুণে রোআ।

৮৮। যে মিক্কর ঝড়, হে মিকার জোঁইয়। (যে দিকের ঝড়, সেই দিকের ঝাঁপ। বাঁশ ও পাতা দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ মস্তক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক প্রকার ছাতা তৈয়ার করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে গরীব লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'জোঁইয়'।)

৮৯। হাতর ডিমাত্তুন ঝাড়র পাইখও ভালা নয়।

৯০। হিন্দুর দাড়ি, (১) মুসাল্যার নাবী, (২) গাঙর কুল্যা বাড়ী, (৩) মুড়ার কুল্যা গাই, (৪) চাইর্ কথার পৈত্তয় নাই।

(১। কারণ, ক্ষৌর কর্ম্ম-নিষিদ্ধ নহে। ২। পুনরায় তালাক ও শাদী হইতে পারে। ৩। নদীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ৪। বনের ধারে গাই থাকিলে বন্য জন্তুতে লইয়া যাইতে পারে।)

৯১। বেইমানর নিঅঁত্তন আঁচাইলে সিদ্ধি।

৯২। হক্কলে যদি বৎ (ব্রত) করে নৈদ্য (নৈবেদ্য) খাইব কনে?

৯৩। হাতিয়ার আঅনা নয়, কোডাল (পুলিস) নয় মিতা। ঘরর স্বী আঅনা নয়, ন কইও নির্ণয় কথা॥

৯৪। পাইক আইয়ক্ ফিয়দা আইয়ক্, আঁই কেও না। ভেড্ আইয়ক্, বেগার আইয়ক্, আঁই জঁইদারর মা॥ (পাইক পেয়াদা আসিলে আমি কেহ নই; উপঢৌকনাদি আসিলে আমি জমিদারের মা।)

৯৫। পাঁডারে কাডে পাঁডায়ে হাসে। পাঁডায়ে কয় তোর লাইও মগদেশ্বরী আছে॥ (মগধেশ্বরীর নিকট পাঁঠা বলিদান হয়।)

৯৬। হঁইচে ভাঙ্গির কাজে কুড়াইল লাগান। (সূচের কাজে কুড়াল লাগান।)

হেঁয়ালি

১। এগ হৈলর দুই মাতা, হৈল গেল্ গ্যৈ কৈলকাতা। (একটা শ'ল মাছের দুইটা মাথা—শ'ল মাছ চলে গেল কলিকাতা)—নৌকা।

২। রাজা ভাত খায়, দুআ পোআ চাই থায়।—হাঁটু।

৩। রাজার পইরস্তর ইচুরার ভরা। একই টিপ মাল্লে বেয়াগ্ণুন্ মরা॥—নেবু। (রাজার পুকুরের ভিতরে চিঙড়ি মাছ ভরা। একটি টিপ মারিলেই সবগুলিই মরা॥)

৪। রাজার দাণ্ডা দুয়ারৎ বরই গাছ ঝিকিমিকি করে। রাজা আইয়ের বাদসা আইয়ের থিয়েই সালাম করে॥—দুর্গাপূজা। (রাজার লাছ দুয়ারে কুলগাছ ঝিক্‌মিক্ করে। রাজা আসুক বাদসা আসুক দাঁড়াইয়া প্রণাম করে॥)

হাজার মারার পরচ্‌তাপ্

উগ্গা কুর্‌গ্যা বুরা আছিল্। তে কন কাম করিন্ন জান্‌ত্যা; বই বই খাঁউ খাইত্য। হারা গায়ে তার উগ্‌গা পেড্ আছিল্। একান চাঁচ্ লোই একোরে ডাওয়া আল্যাউআ

একজন অলস (কুঁড়ে) বৃদ্ধ ছিল। সে কোনও কাজ করিতে জানিত না। বসিয়া বসিয়া তামাক খাইত। সারা গায়ে তার একটা পেট মাত্র ছিল। একখানা মাদুর নিয়ে সর্ব্বদা ভাবা (হুঁকা) হাতে এক ছিলিম তামাক

এগ্ জলা থাঁউ লোই হুদা থাঁউ টান্ত্যো। তাত্তে একান মাছ্যাতা আছিল্। তে বই বই মাছি মার্ত্যো। এগ্ দিন বেয়াক্ মরা মাছিউন্ গোনি চাইআরে তার বোউঅবে কোইল্ যে দেখ্যনি? কোহুগ্গা মাছি মার্গি? ও বাবু গোনি চাইলাম যে, ওম্মা। হাজার গোয়াঅ'ল্। তার বউয়ে ক'ল্ "হইব অ'নে, বই থাঁউ খ। কাম ন থাইলে ধানে আর চোইলে অঁত্তব করি বাছুন।" তে কইল্ হাঁচামিছা কথা নয়! তুঁই রাজার বারিৎ জাই ক'গৈ হাজার মারা আস্তে। তোই আঁ'বে ডাইব। তার বোউএ ক'ল্, অ'নে বই পানি ভাত চাইব্গোআ খাইআবে থাঁউ খ'গে। তে ক'ল্, তুঁই ন বুঝর্, আগে জাই হেডে ক'গৈ; তোই যদি কিছু টেয়া দে হুঁন্দি তোঁআরে রাজা বানাই দিয়োম্।

বউএ তার হঙ্গে কনর'মে নপারি রাজার বারিৎ গে'ল্। রাজারে কইল্, হাজার মারা আস্তে, যদি আঅনাত্তে লাগে, আঁ'র বারিৎ আছে আনিবাক্। হেই সম'ৎ হেই রাজার হঙ্গে আর এগ্ রাজার হঙ্গে যুদ্ধ বাজ্জিল্। রাজা কয়েজ্জে, তহ'লে ত কুব ভালা হয়ে, তে যদি এগ্ জনে হাজার জন মারিৎ তারে, তহ'লে আঁ'ত্তে আর কিয়ৎ লাইব? এই বুলি তাইরে কইল্ যে, তুঁই তারে আঁ'র কাছে লই আইও। তাই যাই তাইর সোয়ামিরে কইল্ সে আর তে রাজার বারিৎ আইল্।

রাজা কয়েজ্জে হাজারমারা তোঁআত্তে কি কি লাইব? আর অন্য মানুষ ক'ট্টা লাইব আঁ'রে ক' আঁই এক্কুন দিয়োম্। হাজারমারা কয়েজ্জে, আঁ'ত্তে আর কিছু লাগ্ত নয়; কেঅল উগ্গা ঘোরা লাইব। রাজা কয়েজ্জে, আঁ'ত্তে এ'ট্টা ঘোরা আছে তুঁই উগ্গা তোঁআর মন্মত্ বাছি লই আইও। হাজারমারা কেঁমন কইল্য? ঘোরার ঘরৎ যাই

নিয়ে কেবল তামাক টানিত। তাহার নিকট একটা মাছিমারা লাঠি ছিল। সে বসিয়া বসিয়া মাছি মারিত। এক দিন সমস্ত (বেয়াক) মরা মাছি গণিয়া দেখিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "দেখ্ছ না? কতটা মাছি মারিয়াছি। গণিয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, হাজারটা হইল;" তার স্ত্রী বলিল, "তা হ'তে পারে, বসিয়া তামাক খাও। কাজ না থাকিলে ধান ও চাউল একত্র করিয়া বাছিতে হয়।" সে বলিল, "মিথ্যা তামাসা নহে। তুমি রাজার বাড়ীতে গিয়া বল যে, হাজার-মারা আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে ডাকিবে।" তাহার স্ত্রী বলিল, "এখন চারিটি বাসি ভাত খাইয়া তামাক খাওগে।" সে বলিল, "তুমি বুঝিলে না; আগে গিয়া সেখানে বলগে; তাহা হইলে যদি কিছু টাকা পাই ত তাই দিয়া তোমাকে রাজা করিয়া দিব।"

তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে কোনও রকমে না পারিয়া রাজার বাড়ীতে গেল। রাজাকে বলিল, হাজারমারা আসিয়াছে। যদি আপনার এখানে দরকার হয়, আমার বাড়ীতে আছে, আনাইবেন। সেই সময় সেই রাজা ও অন্য এক রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা বলিল, তাহা হইলে ত খুব ভাল হয়। সে একজনে যদি হাজার জনকে মারিতে পারে, তাহা হইলে আর আমার পক্ষ হইতে কি লাগিবে? এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল যে, তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। সে যাইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, আর সে রাজার বাড়ীতে আসিল।

রাজা বলিল, "হাজারমারা, তোমার কি কি দরকার? আর অন্য মানুষ কত লাগিবে? আমাকে বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দিব।" হাজারমারা বলিল, "আমাকে অন্য কিছু লাগিবে না, কেবল একটি ঘোড়া চাই।" রাজা বলিল, আমার যত ঘোড়া আছে, তাহার মধ্য হইতে তোমার মনোমত একটি বাছিয়া লইয়া

ঘোরা চাইত লাইল্। রাজা তারে পত্তম্ খুব বর ঘোরাওয়া যিবা লই যুদ্ধ করে হিবা দেআইল্। তে হিবা দেইআরে কয়েজ্জে, ইবা কি ছাঁলি ঘোবা? এইর'মে দেআইতে দেআইতে বেয়াগ্‌গুন্ দেআইল্। তার চোকৎ উগ্‌গাও ন লাইল্। হেষে তে চা'তে চা'তে দেইল্ যে, উগ্‌গা তিনঠেঙ্গ্যা ঘোরা ঘায়ে ভরি গেয়ে গৈ। তে কয়েজ্জে., এইবা না ভালা ঘোরা? এই বুলি তে কেঁয়ন্ ক্রইর্ল্যা? কাঅর্ টাঅর্ বান্ধি কইল্ যে, এক্কান লাম্বা দোরি আন্। দোরি আনি দিল আর তে হিয়ান ঘোরাব পিডব উঅব দি লটকাই আরে ঠাঁসি বাঁল্লো। বান্দি এগ্ জনরে কইল্, আঁ'বে ঘোবাব পেডব্ তলে বান্দি দ'। এই র'মে তারে বান্দি দিল আর ঘোরা চলতো লাইল্। তিন ঠেঙ্গ্যা ঘোরা টোট্টেং টোট্টেং করি চল্‌ত লাইল্। যা'তে যা'তে কু-উ-ব্ বেশী দূরে গে'লগৈ আব ঘোবা আছুার বিছুার খাই গরাইতর পোরি গে'ল্। আত্তুন্ তে হিবাবে টান্‌ত্যে টান্‌ত্যে কাছু আন্‌লো। আনিআরে আত্তুন্ ঘেরার বুগর তলোদ্দি উডিল্। হিবা আত্তুন্ হাঁটো লাইল্। যা'তে যা'তে কোদ্দূর গে'ল্ অর্ ঘোরা আর যাইম্ন পারে। হিঁয়ান্দি লুডি পোইল্। তার পর ঐ রাঙ্গারৎ কেঁয়ন ক'র্ল্যে?

যুদ্ধ কর্‌ত্য আইআরে চায়েজ্জে এইত্তর ভেত্তুন্ কেঅ নআইয়ে। হেইতাল্লাই তারা অঅমান হইয়ে বুলি বেয়াগ্‌গুন দুই ভাক্ হই গে'ল্‌গৈ। এঁয়নে তাবা আঅনে আঅনে যুদ্ধ কর্‌ত্য লাইল্ যে ম'ত্তে ম'ত্তে বেয়াগ্‌গুন মবি গেল্। উগ্‌গাও আর বাঁচি ন রইল্। হেশে কেঁঅন কর্‌গ্যে?

হাঙ্গারমারা আত্তুন্ ঘোরাৎ করি চা'তে চা'তে চায়েজ্জে যিয়ান্দি যুদ্ধ হর্ হিয়ান্দি

আইল্। হাঙ্গারমারা কি করিল? ঘোড়ার ঘরে যাইয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। রাজা তাহাকে প্রথমে খুব বড় বড় ঘোড়া, যে ঘোড়া লইয়া যুদ্ধ করে, তাহাই দেখাইল। তাহা দেখিয়া সে বলিল, "এ কি ছাই ঘোড়া?" এই রকমে দেখাইতে দেখাইতে সমস্তগুলিই দেখাইল। তার চোকে একটাও লাগিল না। শেষে সে দেখিতে দেখিতে দেখিতে পাইল যে, একটি তিনপেয়ে (ত্রিপদ) ঘোড়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘায়ে ভরা। সে বলিল, "এই না ভাল ঘোড়া?" এই বলিয়া সে কি করিল? কাপড়চোপড় বাঁধিয়া বলিল, "একটা লম্বা দড়ি আন।" দড়ি আনিয়া দিলে, সে তাহা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া লটকাইয়া কসিয়া বাঁধিল। বাঁধিয়া একজনকে বলিল, "আমাকে ঘোড়ার পেটের তলে বাঁধিয়া দাও।" এইরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দিলে ঘোড়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে ঘোড়া অনেক দূর চলিয়া গেল এবং তখন ঘোড়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়াইয়া পড়িল। তার পর সে তাহাকে টানিয়া আবার কাছে আনিল। আবার ঘোড়ার বুকের উপর দিয়া উঠিল। সেটা তখন চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে কতক দূর যাইয়া ঘোড়া আর চলিতে পারে না। সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। তারপর ঐ (শত্রুপক্ষীয়) রাজার লোকেরা কি করিল?

যুদ্ধ করিতে আসিয়া দেখে যে, ইহাদের পক্ষ হইতে কেহই আসে নাই। সেই জন্য তাহারা অপমান আশঙ্কায় নিজেরা সকলে দুই ভাগ হইয়া গেল। তাহারা এইরূপ ভাবে আপনে আপনে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, মরিতে মরিতে সকলেই মরিয়া গেল। একজনও বাঁচিয়া থাকিল না। শেষে কি করিল?

হাঙ্গারমারা আস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতে দেখিতে গেল যে, যে দিকে যুদ্ধ হইল, সে দিকে কেহই নাই।

কেঅ নাই। তে দেইআরে ছুঁ-উ-রা-ছুঁ-উ-রি আছুার বিছুার খাইআরে ঘোরাত্তুন্ লামি হিয়ান্‌দি গেল্। খাইআরে বেয়াক মরা মানুস্তর রক্ত টক্ত কত্তকৃখাইন্ গায়ে হাতে মাই মরা মানুস্তর হাতত্তুন্ কিচ্‌ একৃকান্ লইআবে আত্তুন্ ঐ ঘোবাব পেডর তলোদ্দি লটকি আরে ঘোরারে রাজ্ঞাব বারির দিকা গোরি আন্‌ত্যো লাইল্।

আস্থ্যে আস্থ্যে বাজ্ঞার দেয়ত্ আস্থে, আর ছুঁ উ-রা-ছু-উ-বি রাজ্ঞা কোট্টাল আর বাজ্ঞার ক'ট্টা আইল্। বেয়াগ্‌গুনে চাইআরে কয়েজ্জে., ওম্মারে মা ইবা ত যেঁয়ন এঁয়ন বীর নয়! তে এজ্জনে হক্কলুন্‌রে কেঁয়ন্ কবি মা'র্‌ল্য? তারে হক্কলুনে তরাতোরি ঘোরাত্তুন্ লামাইল্। বাজ্ঞা তারে গাওব কাছে আনি কইল্ তুই যেঁয়ন ডাঁঅর কাম্ কব্‌গ্য তার লাই আঁই আঁ'র রাজ্ঞ্যর অদ্দেক তোঁয়াবে দিলাম, আর আঁ'র মাইয়ারে তোঁয়াবে বিয়া দিয়োম্।

এই কথা ক'নয় ক'দ্দিন পর তারার বিয়া হোই গে'ল্ গৈ। পবচ্‌তাপও ইয়ান্‌ দি ফুরাইল্। পানিভাতও জুরাইল্।

গোলবদন হাতীর পরস্তাপ

এগ্ রাজ্ঞার উগ্‌গা হাতী আছিল্। হাতীবে একারে বুবা হই গেছিল্। কথা কাম করিন্ন পার্‌ত্য। হাতীভে রাজ্ঞাব বড় বেশী কাম কব্‌ত্য। বাজ্ঞাও ইবেরে পরাণত্তুন ভালা বাস্‌ত্যো। এগ দিন হাতীভে মবি গেইয়ে গৈ, আর ছিবারে নি' খালকুলত্ পেলাই দিয়ে। এগ্ দিন উগ্‌গা হিয়াল খাওনব তোয়াত্তে তোয়াত্তে কিছু খাওনয় ন পাই ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে হেই খালকুলত্ ঐ মবা হাতিভার কাছুদ্দি যাইত্যো লাগ্‌গিল্। দেইল্ যে, উগ্‌গা হাতী মর্‌গ্যে। হিয়াওল্লা কয়েজ্জে., আজ্জুয়া না ভালা অইয়ে? এঁঅর ডাঁঅর হাতী। ইবায় আঁ'র এগ্

সে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আছাড় খাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া সেই দিকে গেল। যাইয়া সমস্ত মরা মানুষের রক্ত-টক্ত খানিক গায়ে হাতে মাখিয়া ও মরা মানুষের হাত হইতে একখানা কিরিচ লইয়া আবার ঐ ঘোড়ার পেটের তলা দিয়া লটকিয়া ঘোড়াকে রাজার বাড়ীর দিকে চালাইয়া আনিতে লাগিল।

আসিতে আসিতে রাজার দেশে আসিলেই রাজা, কোটাল ও রাজার অন্যান্য লোকজন আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল, "ওমা! এ ত যেমন-তেমন বীর নয়। সে একজনে সকলকে কেমন করিয়া মারিল?" তাহাকে সকলে তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামাইল। রাজা তাহাকে গায়ের নিকটে আনিয়া বলিল, "তুমি যেমন বড় কাজ করিয়াছ, তেমনি আমি আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে দিলাম। আর তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিব।"

এই কথা বলার কিছু দিন পরে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া গেল। গল্পও এইখানেই ফুরাইল। পান্তা ভাতও জুড়াইল।

এক রাজার এক হাতী ছিল। হাতীটা একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনও কাজ করিতে পারিত না। হাতীটা রাজার বড় বেশী কাজ করিত। রাজাও তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। এক দিন হাতীটা মরিয়া গেল। আর তাহাকে লইয়া নদীতীরে ফেলাইয়া দিল। এক দিন এক শিয়াল খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে কোনো খাদ্য না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নদীকূলে ঐ মরা হাতীটার নিকট দিয়া যাইতে আসিল। দেখিল যে,

বচ্ছ.ব খাতে যাইব। হিয়াল্লোআ খুসী হই ইবার্ চাইর্ পা'লদ্দি ঘুবত্যো লাইল্। আগে বুদ্দি কইর্ল্যা জে ইবার আগে খালী বুগ্গা খাইয়োম্। এই বুলি তে হাতীর পোঁদদ্দি পেডৈত্তব ঘল্লল্গৈ। ঘল্লয়ে আর কতক্ষণ বাদে আর নি'ল্লিল্ল পারে। তে ভাব্তে ভাব তে কিছু ঠিক করিল্ল পারি আরে কইত লাইল্ যে, রাজ্জার এত কাম কইর্ল্যাম অ'নে আঁ'র এক্কেনা জ্ব অইয়ে আর আঁ'রে এডে পেল্লাই দিয়ে। হিয়াল হাতীর পেডের্ত্তব থাই ই'ন্ কইত্য লাইল্ রাস্তা দি মানুষ যাতে যেইতে হেইতে হুনে। এগ্ দিন রাজ্জাব পাইক্ উগ্গা যা'তে হুন্ল্যো। তে দুঁরা দুঁরি রাজ্জারে কইল্গৈ। রাজ্জা হুনি এগ্ বারে পাঅলব্ মত হই হাতীর্ কাছ্ছে আইল্। রাজ্জারত্ যে'ট্টা হাতী আছ্ছিল্, তাব মধ্যে গোলবদনবে পবাণত্তুনো ভালা বাস্ত্যো। রাজ্জা জ্ঞিগ্গাইল, কি গোলবদন। তোঁআর কি অইয়ে? কি দিলে ভালা অইবা? গোলবদনে কয়েজ্জে., আঁই এত দিন রাজ্জার এত উপ্পার কইর্ল্যাম, অ'নে আঁ'র এক্কেনা জ্ব হইয়ে আর আঁ'রে হেডে আ্নি পেলাই দিয়ে। যদি আঁ'বে বাঁচাইতা চ্ও, ত'অইলে আঁ'র পঁদৎ দশ মন গিরিৎ দও, আর দজ্জ.ন্ বাঁঅন্দি আঁ'র্ লাই চ্ণ্ডীপাঠ কবাও। রাজ্জাবত্তে ইয়ান্ বড় ভার লায়ের্ না? রাজ্জা তড়াতড়ি মন্ত্রীরে কইল্, আর মন্ত্রী বাঁঅন্ দজ্জ.ন্ দি চ্ণ্ডীপাঠ করাইত্য লাইল্। ঘিরিৎ মল্ত্যে মল্ত্যে হিয়াল্ পেডের্ত্তর্ থাই দেইল্ যে, এবেল্ বাইর্বরত্ পাইর্গ্যম্। এই বুলি হিয়াল্ কইল্, সাবধান্ গোলবদন উঢের্। গোলবদন উঢের্ বুলি হুন্তে আর দুঁরাদুরি বেরাগ্ণ্ডন্ ধাইয়ে। যাইবার্ সমৎ বাঁঅন্হ'ল্ যাতেগৈ পুঁথিয়াইন্ পেলাই গেইয়েগৈ। হিয়াল কেঁঅন্ কইর্ল্য? হাতীর পেডেরখ্ন্ নী'ল্তে এক্কান্ পুঁথিব পাতা লই দুঁর্ দিল্। হক্কলে কয়েজ্জে. গোলবদন ধাইল্ ধাইল্। রাজ্জায়ে বুদ্ধিৎ ঠাঅর দিল্ল পা'র্ল্য।

একটা হাতী মরিয়াছে। শিয়ালটা বলিল, আজ না ভাল হইয়াছে? এত বড় হাতী। ইহাতে আমার এক বৎসর আহার চলিবে। শিয়ালটা খুসী হইয়া তাহার চারি দিক্ দিয়া ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি করিল যে, আগে বুকটা খাইব। এই বলিয়া সে হাতীর পেটের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার কতক্ষণ পরে আর বাহির হইতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি রাজার এত কাজ করিলাম, এখন আমার একটু জ্বর হইল আর আমাকে এখানে ফেলাইয়া দিল। শিয়াল হাতীর পেটের ভিতর থাকিয়া এইরূপ ভাবে বলিতে লাগিল যে, রাস্তায় মানুষ যাইবার সময় যে-সে শুনে। এক দিন রাজার এক পদাতিক যাইবার সময় শুনিল। সে দৌড়িয়া যাইয়া রাজাকে বলিল। রাজা শুনিয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া হাতীর কাছে আসিল। রাজার ভাণ্ডারে যত হাতী ছিল, তার মধ্যে রাজা গোলবদনকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। রাজা জিজ্ঞাসিল, গোলবদন, তোমার কি হয়েছে? কি দিলে ভাল হইবে? গোলবদন বলিল, আমি এত দিন রাজার এত উপকার করিলাম, আর এখন আমার একটু জ্বর হইতেই আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়া দিল। যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমার শুদ্ধ পরিমাণ দশ মণ ঘৃত দেওয়াও। আর দশ জন ব্রাহ্মণ দিয়া চণ্ডীপাঠ করাও। রাজার পক্ষে এটা ত বড় গুরুতর নহে? রাজা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে বলিল আর ব্রাহ্মণ দশ জন দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইতে লাগিল। ঘৃত মণিতে মণিতে শিয়াল পেটের ভিতর থাকিয়া দেখিল যে, এবার বাহির হইতে পারিব। এই বলিয়া শিয়াল কহিল, সাবধান, গোলবদন উঠিয়াছে। গোলবদন উঠে শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি পলাইল যাইবার সময় ব্রাহ্মণগণ পুথিখানা ফেলিয়া গেল। শিয়াল কি করিল?

হিয়াল্লোয়া এগ্ দিন খালর্ কুলৎ বই হেই পুথির পাতাউন্ কাঅবার্ আঁচ্বের্ বিচ্রের্। এক্ কুঁইর্ ভাই লাই আইস্লেব্। দেইল্ যে ক'ট্টা বেঙে বেঁবাঁ করেব। তে বুঝিঅল্ যে পণ্ডিতে পোআ পড়া'র্। তে পানিবৃত্তব্থুন উটি হিয়াল পণ্ডিতর্ কাছে আইল্। পণ্ডিতে কয়েজ্জে, 'আস্থক'। কুঁইর্ব কয়েজ্জে, কিয়ত্তেন্ রে? হিয়ালে কয়েজ্জে, কোড়ুয়া পোআ পড়াইর্যোনা। কুঁইরে হুনি খুসা হই কয়েজ্জে, আ'র্ত্তে হাত্তোয়া পোআ আছে। একেনা পড়াইৎ পারিবাক্ নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, মন্দ কি? আঁব পোআ বেশী'ইব আনি দিবাক্। কুঁইব্গ্যা যাই তার হাত্তোআ পোআ আনি দিল্। হিয়ালে কেঁঅন্ কর্ল্য? ঐ কাঅজ্জর পাতা হিয়ান্ লই খাল্-কুলত্ বইআরে পোআ পড়াইৎ লাইল্। হিয়ালে কি পড়াইব? তে দিন দিন উগ্গা উগ্গা করি কুঁইরর্ পোআহিউন্ খাইৎ আরম্ভ ক'র্ল্য। পোইত্য দিন কুঁইব আই জ্ঞিগ্গাইলে পোআ আজ্জুআ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, তুঁই পোইত্য দিন ন আইস্ত। তুঁই আইলে পোয়াহ'লে পড়ত্য ন চায়। হেইতারা বেয়াগ্গুনে ভালা পড়া কইৎতারে। ইন্ দি তে দিন দিন উগ্গা উগ্গা খাওনৎ আছে। হাৎ দিনর দিন কুঁইব আস্তে আব জ্ঞিগ্গাইল্ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, পার্গ্যে, আঁ'ব পেড়েরত্তব্। কুঁইরে কয়েজ্জে, ও বাপুত্, আচ্ছা আঁই তোবে খাইন্ন পার্গ্যম্? ইন্ কইয়াবে কুঁইর্গ্যা হেই দিন গেল্ গৈ। আর এগ্ দিন কুঁইর্গ্যা কেঁঅন্ কর্গ্যে? খালব পানির গাভ্যাদি আই খাঁঅবা টাঁঅবা কতকৃখাইন্ গাঅর্ উঅর্ দ্দি দি দলামলা হই বোইয়ে। হিয়াল্ পানি খাইবার লাই যঅন্ লাম্যেগৈ ত'ন কুঁইবে তার ঠেং চাইআরে ধর্গ্যে। হিয়ালত্তে বড় বুদ্ধি। হিয়ালে কয়েজ্জে, তুই কতখ্যাইন খাঁঅরা

হাতীর পেট হইতে বাহির হইয়া একখান পুথির পাতা লইয়া দৌড় দিল। সকলে বলে, গোলবদম দৌড়িল দৌড়িল। রাজা বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না।

শিয়ালটা এক দিন খালের কূলে বসিয়া ঐ পুথির পাতাগুলি কামড়াইয়া আঁচড়াইতেছে। এক কুমীর ভাসিয়া ভাসিয়া আসিল। দেখিল, কয়েকটা বেঙ বেঁ বাঁ শব্দ করিতেছে। সে বুঝিল যে, পণ্ডিতে ছাত্র পড়াইতেছে। সেওলের ভিতর হইতে উঠিয়া শিয়াল পণ্ডিতের কাছে আসিল। পণ্ডিত বলিল, "আসুন"। কুমীর বলিল, কি করিতেছেন? শিয়াল বলিল, কয়েকটা ছেলে পড়াচ্ছি না? কুমীর শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে সাতটা ছেলে আছে। একটু পড়াইতে পারিবেন না? শিয়াল বলিল, মন্দ কি? আমার ছাত্র বেশী হবে। আনিয়া দিবেন। কুমীরটা যাইয়া তাহার সাতটা ছেলে আনিয়া দিল। শিয়াল কি করিল? ঐ কাগজের পাতা কয়খান লইয়া নদীতীরে বসিয়া ছেলে পড়াইতে লাগিল। শিয়ালে কি পড়াইবে? সে দিন দিন এক একটা করিয়া কুমীরের বাচ্চাগুলি খাইতে লাগিল। প্রত্যহ কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ছেলে আজ পড়া পারে কি? শিয়াল বলে, তুমি প্রতিদিন আসিও না। তুমি আসিলে ছেলেরা পড়িতে চাহে না। তাহারা সকলেই ভাল পড়া বলিতে পারে। এ দিকে দিন দিন এক একটা খাইতে থাকে। সাত দিনের দিন কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসিল, পড়া পারে নাই? শিয়াল বলে—পারিয়াছে, আমার পেটের ভিতর। কুমীর বলে, ও বাপুৎ! আচ্ছা, আমি তোকে খেতে পারিব না? এই বলিয়া কুমীরটা সে দিন পলাইল। আর এক দিন কুমীরটা কি করিল? নদীর জলের ভিতর দিয়া আসিয়া কাঁকড়াটাকড়া কতকগুলো গায়ের উপর দিয়া ময়লা মাখিয়া রহিল। শিয়াল জল খাইবার জন্য যখন নামিল, তখন কুমীর তাহার পা দেখিয়া ধরিল। শিয়ালের পেটে বড় বুদ্ধি। শিয়াল বলিল, তুই কতকগুলো

ধরি আরে বুৎ ক্ল্যাস্ আঁ'রে ধর্ গ্যাস্। কুঁইবে হুনিয়ারে ষ'ন এড়িদি ধরত্যো চায়েব্ হিয়ালে কয়েজ্জে এই তোর মু'ভরি মুতিলাম্।

আর এগ্ দিন বানর পানি উঠ্যে আর কাঁঅড়া টাঁঅবা খাইত্য হিয়ালো গেইয়ে। কুঁইবো গেইয়ে। কুঁইর হিয়ালরে দেইআরে ছেবাই ভেবাইআবে বোইয়ে। হিয়াল যা'তে যা'তে কুঁইরর গাতর কাছে গেইয়ে আর দেইল যে হেই কুঁইব্ ইভা। তে স'তাস্তামি করি কয়েজ্জে, ঠেং এক্কান ন কুরাইলে ন খাইওম্। তোই কুঁইবে ঠেং এক্কান কুড়ায়। আর একবার কয়েজ্জে, হাত এক্কান ন কুবাইলে ন খাইয়োম্। তোই তে হাত এক্কান কুড়াইল্। ই'ন্ হিয়ালে বুদ্ধিস্তারি কুঁইররে কয়েজ্জে, ও বান্চোৎ তুই আঁ'বে খাতি আস্চ্যস্? এই বারেও তোরে বুর্গ্যা লাডি দেআইলাম্॥

চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে তত্রত্য ভাষা শিখিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে অবগত হইয়াছি যে, হাজারমারা ও গোলবদন হাতীর প্রস্তাবের ন্যায় বহু প্রস্তাব সেখানে লোকমুখে প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে কেবল যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সৌকর্য্য ঘটবে, তাহা নহে, উপরন্তু গ্রাম্য সাহিত্যের (folklore ; কোঠায় তাহাদের সবিশেষ সমাদর হইবে। কারণ, এই গল্পগুলির এমন একটা বৈশিষ্ট্য, এমন একটা চমৎকারিত্ব, এমন একটা নিজত্ব আছে যে, তাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ভাষার উপরে বহু উপদ্রব হইয়াছে, বহু ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, বহু ভাষার সংঘর্ষে আসিয়া ইহার বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে। বহু জনসংঘর্ষ, বহু জাতি-সংঘর্ষ, বহু ধর্ম্ম-সংঘর্ষ, বহু প্রাকৃতিক উপদ্রব লইয়া চট্টগ্রামের ইতিহাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান, জৈন বৌদ্ধ, শাক্ত-শৈব ধার্ম্মিক-নাস্তিক, সকল মতাবলম্বী লোকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ; তন্মধ্যে দ্বাদশ লক্ষাধিক মুসলমান। এই সকল ঘটনা-

---

কাঁকড়া ধরিয়া বুঝেছিস যে, আমাকে ধরিয়াছিস্? কুমীর শুনিয়া যখন ছাড়িয়া দিয়া ধরিবার জন্য দেখিতে লাগিল, তখন শিয়াল বলে যে, এই তোর মুখ ভরিয়া মুতিলাম।

আর এক দিন বানের জল উঠিয়াছে। আর কাঁকড়াটাকড়া খাইতে শিয়ালও গিয়াছে, কুমীরও গিয়াছে। কুমীর শিয়ালকে দেখিয়া মরলা মাখিয়া থাকিল। শিয়াল যাইতে যাইতে কুমীরের গর্ত্তের নিকট যাইয়া দেখিল যে, সেই কুমীরটা। সে সয়তানী করিয়া বলিল যে, পা একটা না সরাইলে খাইব না। সুতরাং কুমীর একটা পা কুড়াইল। আর একবার বলিল, হাত একটা না সরাইলে খাইব না। অমনি সে হাত একটা কুড়াইল। এইরূপে শিয়ালে বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ওরে দুষ্ট, তুই আমাকে খাইতে আসিয়াছিস? এ বারেও তোকে লম্বা জারী খেলাইলাম।"

বৈচিত্র্য ও ভাবসম্মিলনের মধ্যে একটা ভাষা ও একটা চিত্তচমৎকারী গ্রাম্য সাহিত্য কি প্রকারে আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। ভাষাটি বাঙ্গালা ভাষা হইলেও ইহার উপর পালি, আরবী, পারসী, মঘী, সকল ভাষা কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পালি ভাষার প্রভাবে অনাদি স্বরের উচ্চারণ, মঘী ভাষার প্রভাবে শব্দাবয়বের সঙ্কীর্ণতা, মুসলমান ভাষার প্রভাবে চবর্গীয় বর্ণসমূহের দন্ত্য উচ্চারণ হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা*

মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়ের সঙ্কলিত সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত ৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" পাঠ করিয়া বহু বাঙ্গালা পুথির পরিচয় পাইলাম এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্যও অবগত হইলাম। এই সমস্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালার প্রাচীন সমাজের সমুজ্জ্বল চিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের সংবাদ, আশা-আনন্দের সংবাদ আমরা এই সমস্ত পুথির মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারি। এ জন্য পুঁথিগুলির পরিচয়মাত্র যথেষ্ট নহে। যেগুলি অখণ্ডিত ও প্রকাশযোগ্য, সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

এই বিবরণ-পুস্তিকা পাঠ করিয়া, আমার বক্তব্য কয়েকটি কথা লিখিত হইল। ভরসা করি, এ বিষয় অভিজ্ঞগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

(ক) ৪৪১ সংখ্যক পুথির নাম "সীতার দশ মাস।" ভণিতায় লিখিত হইয়াছে ;—

"দশ মাসের দশ ঘোষা লও রে গণিয়া। এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বাণিয়া॥
শ্রীধর বাণিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি। রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥"

এই কবি শ্রীধর বানিয়া আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, বোধ হইতেছে যে, ইনিও কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃপর্য্যায়ের লোক। কেন না, রামায়ণ-রচয়িতা কবিও "কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুরারি ওঝার বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, মুরারি ওঝার সাত পুত্র। এই সাত জনের মধ্যে বনমালী একজন। এই বনমালীর পুত্রই কৃত্তিবাস পণ্ডিত এবং ওঝা ঠাকুরের অন্যতম পুত্র মদনের বংশে অন্নদামঙ্গলের বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম। এই জন্যই বলিতে পারা যায় যে, মুরারি ওঝার বংশ কবিত্ব-শক্তিতে বঙ্গ-বিখ্যাত। এখন অনুসন্ধান করা উচিত, এই "শ্রীধর বানিয়া" মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের পুত্র।

স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সা, প, প, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা) দেখা যায় যে, বনমালীর সাত পুত্র। ঐ প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক হইতে কৃত্তিবাসের যে "আত্মবিবরণ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ আত্মবিবরণে লিখিত আছে,—

"মাতার পবিত্রতায় যশ জগতে বাখানি। ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি। শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর। আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥"

এই "আত্মবিবরণে" লিখিত হইয়াছে, "ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।" কিন্তু উদ্ধৃত পয়ারে বনমালীর আট পুত্রের নাম পাইতেছি। প্রফুল্ল বাবুর প্রবন্ধ অনুসারে—

বনমাল

(১) কৃত্তিবাস (২) শান্তি (৩) মাধব (৪) মৃত্যুঞ্জয় (৫) বলভদ্র (৬) চতুর্ভুজ (৭) শ্রীকণ্ঠ

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) মৃত্যুঞ্জয় (৩) শান্তি (৪) মাধব (৫) শ্রীকর (৬) বলভদ্র (৭) চতুর্ভুজ (৮) ভাস্কর

কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণে এই নূতন কথা পাইতেছি যে, "আর এক বহিন হৈল সতাই উদর।" সতাই অর্থাৎ বিমাতা, চল্‌তি কথায় যাহাকে "সৎমা" বলে। এখন দেখা যাইতেছে যে, মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সৎমাও ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বনমালীর পুত্র-কন্যাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্যই পণ্ডিত কৃত্তিবাস "ছয় সহোদর" বলিয়া আট ভ্রাতার নাম লিখিয়াছেন। অতঃপর বোধ হয়, এই "আত্মবিবরণ"টি আর অসংলগ্ন বিবেচিত হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে, কবি শ্রীধর বানিয়া মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের সন্তান। মহাবংশ মতে মুরারি ওঝার আট পুত্র। আমার বোধ হয়, মুরারি ওঝার পুত্র বনমালীর সন্তানই শ্রীধর বানিয়া। কেন না, স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকণ্ঠ এবং কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকর। পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন, শ্রীকণ্ঠ ও শ্রীকর একই ব্যক্তি। অর্থাৎ শ্রীকরই ঘটক ঠাকুরের পুথিতে শ্রীকণ্ঠ হইয়াছেন। কে জানে যে, তিনিই পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিতে লিপিকরের কল্যাণে শ্রীধররূপে পরিচিত হ'ন নাই। আমার বোধ হয়, ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সহোদর শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ বা শ্রীধর একই ব্যক্তি এবং ইনিই এই "সীতার দশমাস" নামক পুথির রচয়িতা। মহাকবি কৃত্তিবাস ও শ্রীধর উভয়েই "মুরারি ওঝার নাতি।"

(খ) ৪৪৯ সংখ্যক পুথির নাম "ভূমিকম্প গ্রহস্তি।" বর্ণনার নমুনা পড়িয়া বোধ হয়, বঙ্গে সে বৎসর খুব প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। কোন্ বৎসর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, কবি সে পরিচয়ও দিয়াছেন। কিন্তু "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে" যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শকের নির্ণয় হয় না। কেন না—

"নেত্র বসু সাত পুরিয়া সন্ধান। শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ॥"

ইহাতে আমরা তিনটি মাত্র অঙ্ক পাই। নেত্র=৩, বসু=৮ এবং সাত=৭; কিন্তু মাত্র এই তিনটি অঙ্কের দ্বারা শকের নির্ণয় হয় না। তার পরেই কবি লিখিয়াছেন,—

"নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে একস্থান। মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ॥"

ইহাতে দেখা যায় যে, নেত্র=৩, পাখা=২ এবং দুই চন্দ্র অর্থাৎ দুইটি ১। এই চারিটি অঙ্ক পর পর সংস্থাপন করিলে ৩২১১ হয়। নিয়মানুসারে উল্টাইয়া পাঠ করিলে ১১২৩ এগার শত তেইশ মঘী সন হয়। ১১২৩ মঘী সনে ১৬৮৩ শকাব্দ। সুতরাং "নেত্র বসু সাত" মাত্র এই তিনটি অঙ্কে শকাব্দার পরিচয় হয় না। আমার বোধ হয়, পুথিতে আর একটি অঙ্ক ছিল, তাহা পরে লুপ্ত হইয়াছে এবং ৬এর পরিবর্ত্তে ৭ "সাত" বসিয়াছে। কেন না, "নেত্র বসু সাত" ইহার পরে যদি "চন্দ্র" বসাই, তাহা হইলে নেত্র=৩, বসু=৮, সাত=৭ ও চন্দ্র=১; পূর্ব্বোক্তরূপে সাজাইলে ১৭৮৩ শকাব্দ হয়, কিন্তু ১১২৩ মঘী সন ১৭৮৩ শক নয়, ১৬৮৩ শক। সুতরাং আমার মতে পূর্ব্বোক্ত দুই পংক্তির প্রথম পংক্তিটি "নেত্র বসু সাত পূরিয়া সন্ধান" না হইয়া "নেত্র বসু ছয় চন্দ্র পূরিয়া সন্ধান" এইরূপই হইবে বোধ হয়। এরূপ হইলে ছন্দের মাত্রাও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শকাব্দারও প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। এখন মঘী ১২৮০ এবং শকাব্দা ১৮৪০ চলিতেছে; সুতরাং জগদীশ সিংহের পুথির বর্ণিত ভূমিকম্প ১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

(গ) ৫১২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে "দূতীর সহিত ঠাকুরের কথা" লিখিত আছে।" এ পুথি গোবিন্দদাস বৈরাগীর হস্তাক্ষর। আমার বোধ হয়, গোবিন্দদাস গানগুলি সংগ্রহ করিয়া পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গানগুলি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক মধুসূদন কিন্নরের অনুকরণ। মুন্সী সাহেব পাদটীকায় সুরট রাগিণীর এই গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং "কাহার অমৃতবর্ষিণী লেখনী হইতে এ সংগীত-সুধা করিত হইয়াছে, জানি না" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ গানটি মধুসূদন কিন্নরের বলিয়া বোধ হয়। মধুসূদনের জন্ম ১২২৫ সাল ও মৃত্যু ১২৭৫ সাল।

(ঘ) ৫২২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে প্রাচীন কালের লিখিবার কালী প্রস্তুতের যে প্রণালী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—"তিন ত্রিফলা শিমুল ছালা", আমরা কিন্তু "তিন ত্রিফলা" শুনি নাই; আমরা জানি, "তিল ত্রিফলা"। পূর্ব্বকালে লেখকেরা "ন" এবং "ল" প্রায় এক আকারেই লিখিতেন; এ জন্য তাহার পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর।

(ঙ) ৫৪০ সংখ্যক পুথি। তিনটি গীত উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "এই গীতগুলি কি আধুনিক, না প্রাচীন কালের রচনা?"

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে" এই বিখ্যাত গানটি কেহ নিধুবাবুর, কেহ শ্রীধর কথকের বলেন। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক, উভয়ের প্রেম-সঙ্গীতই তুলনাহীন। নিধুবাবু রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

(চ) ৫৪৯ সংখ্যক পুথির পরিচয় দিয়া মুন্‌শী সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "মহীরাবণ ও অহিরাবণ কি এক ?" কৃত্তিবাস পণ্ডিত-রচিত রামায়ণে দেখা যায় যে, অহিরাবণ মহীরাবণের পুত্র। সে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিল, এই যুদ্ধে হনুমানের হাতে তাহার মৃত্যু হয়।

(ছ) ৫৯২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে অবগত হওয়া যায় যে, এই "আইনসারসংগ্রহ" শান্তিপুরের মুন্‌সেফ্‌ (তখন সবডিবিজন শান্তিপুরেই ছিল) মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত ও বহরা গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত। মুন্‌শী সাহেব পাদটীকায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এই গ্রাম (বহরা) কোথায় ?"

বর্দ্ধমান জেলার স্বনামধন্য পাঁচালী-রচয়িতা কবি ৺দাশরথি রায়ের জন্মভূমি পিলা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, বর্ত্তমান সময়ে পাটুলী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত এই বহরা গ্রাম অবস্থিত। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে কবি দাশরথি রায়ের প্রসঙ্গে ৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"দাশরথি স্বয়ং কয়েকটি পালা পীলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামের হরিহর মিত্র নামক জনৈক কায়স্থের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন।"

"আইন-সার-সংগ্রহ" পুস্তকের মলাটে লেখা আছে, "বহরা গ্রামে শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।" এই "দীং" অর্থ দিগের, অর্থাৎ হরিশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য ব্যক্তির। "বঙ্গভাষার লেখক" পুস্তকে এই অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে আমরা "হরিহর মিত্রের" নাম প্রাপ্ত হইলাম।

উপসংহারে নিবেদন, "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ১ম সংখ্যা পাই নাই। তজ্জন্য এই "আলোচনা" ৪৪১ সংখ্যক পুথি হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম*

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মতের এক তাড়া পুথি ও কয়েকখানি পাতড়া যখন আমি প্রথম দেখি, তখন মনে হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে এরূপ বিকৃত হইল? তার পর বুঝিয়াছিলাম, এই ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য, সহজিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব-দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই ধর্ম্মমত কত প্রাচীন। তৎপরে এই মতের কোন কোন পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গ্রন্থকারদিগের কতক কতক পরিচয় দিব।

সহজযান বৌদ্ধধর্ম্ম, পরকীয়া লইয়া সাধন করিতে হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয় বলেন,—"পরকীয়া সাধনমূলক উপাসনা যে প্রাচীনতর, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তাহা দৃষ্ট হয়১।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও ঐ সকল পুথির আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"তাঁহার (ধর্ম্মপালের) সময়ে বৌদ্ধদিগের আর একটি মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনও জানা যায় না, কিন্তু মতটা মহাসুখবাদ। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্ব্বচনীয় সৎ ও অনির্ব্বচনীয় চিৎ হইবে, তাহা নয়; অনির্ব্বচনীয় সুখও তিনি। সুতরাং তিনি সৎচিদানন্দ। টক্কদাস নামে এক বৃদ্ধ কায়স্থ, ধর্ম্মপালের সময়ে এই মতে হেবজ্রতন্ত্রের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহাসুখবাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি"২। শাস্ত্রী মহাশয়, দুই বৎসর আগে বলিয়াছেন,—"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই (সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ) সহজধর্ম্ম প্রচার করেন"৩। "তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়৪।" শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন,—"উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি, সহজ-ধর্ম্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের আর কাহারও লেখা পাওয়া যায় না৫। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, সহজ-ধর্ম্মের একখানি

---

* [illegible] সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ [illegible] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৩, ১৩৪ পৃঃ।

২ "প্রবাসী", সন ১৩২২, ভাদ্র—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবন্ধে—"সহজযান" দ্রষ্টব্য।

৩ [illegible] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২১, ৪৪ পৃঃ।

৪ [illegible] ঐ, ৪৪ পৃঃ।

৫ [illegible] সন ১৩২১, ৮৭ পৃঃ।

বই লেখেন; তার নাম "অদ্বয়সিদ্ধি"। এই গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে-ই আসল আনন্দ। যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই৬।"

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকালে এই সহজিয়া বৌদ্ধগণ, বৈষ্ণব সাজিলে, লোকে ইহাদিগকে "সহজিয়া" বা "সহজে" বৈষ্ণব নাম দিল। ইহারা ঐ নামে আজিও খ্যাত আছে। দুইখানি পাতড়া অনুসারে ইহাদের নাম—"যুগলসম্প্রদা" ও "উজ্জ্বলসম্প্রদা"। ইহারা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, স্বরূপ ও রামানন্দকে পূর্ব্বাচার্য্য স্বীকার করে। এই মতের গ্রন্থকারগণের মধ্যে রায়-রামানন্দ, নারায়ণদাস, মুকুন্দদাস গোস্বামী (ওরফে মুকুন্দদেব গোস্বামী), কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, লোচনদাস ও নরোত্তমদাস প্রভৃতি আছেন। এই মতের যে সকল পুথি আমি দেখিয়াছি, তাহার ও গ্রন্থকারগণের নাম করিতেছি,—

	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম
১	সহজউজ্জ্বল	দাস নারায়ণ
২	রসভাবান্ত	নারায়ণ দাস
৩	বস্তুতত্ত্ববিচার	মুকুন্দ দাস
৪	পরতত্ত্ব	মুকুন্দদাস গোস্বামী
৫	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং	মুকুন্দদাস গোস্বামী
৬	নিত্যলীলা	মুকুন্দদেব গোস্বামী
৭	চৈতন্য-প্রেমতত্ত্বনিরূপণ	রায় রামানন্দ
৮	রতিবিলাসপদ্ধতি	রসিকদাস
৯	রাধাকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব নিরূপণ	রূপগোস্বামী
১০	মিরাবাই কড়চা	শ্রীকৃষ্ণদাস
১১	প্রাপ্তিবর্ণদীপিকা	কৃষ্ণদাস
১২	রসমঞ্জরী	কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
১৩	শিক্ষাপত্রী বা আশ্রয়নির্ণয়	ঐ
১৪	শ্রীনির্য্যাস	চণ্ডীদাস (দ্বিতীয়)
১৫	প্রেমবিলাস	লোচনদাস
১৬	চমৎকারচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস
১৭	রসভাবপ্রান্ত	গোবিন্দদেব বা গোবিন্দদাস

৬ নারায়ণ, সন ১৩২২, ১৭৮ পৃঃ।

এইবারে পুথিগুলি কোথায় পাইলাম, বলিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গা-নিবাসিনী হরিদাসী বৈষ্ণবী ওরফে হরিঠাকুরন্, চুঁচুড়ায় আমাদের বাড়ীতে কখন কখন আসিতেন—আমাদের বাড়ী হইয়া কলিকাতায়ও যাইতেন। সে ৮০।৯০ বৎসরের কথা—তখন আমার জন্ম হয় নাই। হরিদাসী কয়েক তাড়া হাতে-লেখা পুথি, আমার বড় পিসিমার কাছে রাখিয়া যান। হরিদাসী লেখা-পড়া জানিতেন—কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও জানিতেন। তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁহার হাতের লেখা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও অনেক ধাতুরূপের পুথি এখনও আমাদের ঘরে রহিয়াছে। তাঁহার হাতের লেখা ভাল নয়। ১ হইতে ১৬ সংখ্যক পুথি তাঁহারই, ইহার একখানিও তাঁহার হাতের লেখা নয়। আমার বোধ হয়, তিনি বৈষ্ণবের মেয়ে ছিলেন। দুর্ল্লভ মল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রগীতের পুথি, যাহা হইতে আমি উক্ত গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়া সন ১৩০৮ সালে প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাও ঐ হরিদাসীর আনীত পুথি। ঐ সকল পুথির মধ্যে একখানি পাতড়া পাইয়াছিলাম—তাহাতে স্বর্ণ তৈয়ারি করিবার দ্রব্য-সকল এবং কি করিয়া উহা করিতে হয়, তাহা লিখিত আছে। ঐ পাতড়া-খানি ঘুঁটিয়াবাজারনিবাসী কোনও মহাশয়, আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া, আর ফেরৎ দিলেন না—কয়েক বৎসর পরে তিনি মরিলেন। তার পর উহা তাঁহার পুত্রের হস্তগত হইয়াছে। ফেরত চাহিলেও তিনি, তাঁহার পিতৃদেবের মত, ফেরত দিলেন না। শুনিয়াছি, পাতড়াখানি কলুটোলার কবিরাজদিগের হস্তগতও হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা একটি দ্রব্যের অভাবে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কয়েকখানি পুথি ও গ্রন্থকারদিগের পরিচয় দিতেছি। একখানি পুথির নাম সহজউজ্জ্বল—ইহা নারায়ণদাসকৃত।

আরম্ভ—"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী। মহাপ্রভুর প্রকাশিল জেহ গুপ্ত চুরি॥"

শেষ—"সহজতত্ত্বকথা যেই শুনয়ে শ্রবণে। কোটি কোটি (দণ্ডবৎ) তাঁহার চরণে॥
সহজ সাধক যেই সেই বস্তু ধন। কায়মনোবাক্যে নৈনু তাহার শরণ॥
ঠাকুরবংশীর বংশ বাঘানা পা(ড়া)য় বাস। কৃষ্ণ বলরাম যাঁহা স্বরূপ প্রকাশ॥
প্রীকৃতি মরসার ভাবিয়া চরণ। সহজউজ্জ্বল কহে দাস নারায়ণ॥
ইতি সহজউজ্জ্বল গ্রন্থ সমাপ্ত। এই পুস্তক প্রভুদাস বৈরাগী গ্রন্থ সম্পূর্ণং।"

এই গ্রন্থকর্ত্তার শিক্ষাগুরুর নাম—রামদাস বৈরাগি গোসাঞি। কাঠাইনিবাসী রসময় দাস, গ্রন্থকর্ত্তার নিকট সহজতত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। নারায়ণ দাসের প্রকৃতির নাম—'মরসা'। শৈবদিগের শক্তি, শাক্তদিগের ভৈরবী ও সহজিয়াদিগের প্রকৃতি, একই।

এই নারায়ণদাস কে? নরহরিকৃত "আচার্য্য'প্রভুর শাখাবর্ণন" পুথিতে,[১]—

"জয় মহাধীর কবিরাজ নারায়ণ। শ্রীনৃসিংহসহোদর অতি বিচক্ষণ॥"

"নারায়ণদাসের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, মধ্যম মাধব, কনিষ্ঠ নরহরি"।

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩০৬, ২৭৬ পৃঃ।

নারায়ণদাস বলিয়াছেন—রায় রামানন্দ, মহাপ্রভুর গুপ্তচুরি প্রকাশ করেন। সেই গুপ্তচুরি কি? তাহা দেখাইতেছি। চৈতন্যপ্রেমতত্ত্বনিরূপণ পুথিতে,—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান্। জার গৃহে চৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান॥
ষাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদাই বিহরে॥

শেষ—লিখিতং শ্রীতারাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরমিদং এই পুথি শ্রীবৈদ্যনাথ দাসের হইল সন ১২০৯ সাল তাং ৯ বৈশাখ।"

মন্তব্য—রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী রামানন্দ রায় উড়িয়া ছিলেন ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত জগন্নাথমঙ্গল নাটক তাঁহার কৃত। তিনি বাঙ্গালায় বই লিখিয়াছিলেন, বোধ হয় না। সম্ভবতঃ কোন সহজিয়া ঐ পুস্তক লিখিয়া তাঁহার নামে প্রচারিত করেন। বাউলদিগের "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল চরিত্রে এইরূপ অলীক দোষার্পণ করা হইয়াছে।

এই মতের আর একখানি পুথির নাম—"মিরাবাইকড়চা"। গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস, এই গ্রন্থে রূপগোস্বামীকে ও মিরাবাইকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন।

এই মতের আর একখানি পুথির নাম—"রসভাবপ্রান্ত।" গ্রন্থকার গোবিন্দদেব বা গোবিন্দদাস। এখানি হরিদাসীর পুথি নহে—আমার নিজের সংগৃহীত। পুথির বিবরণ,—বাঙ্গালা শাদা কাগজ, দেখিতে পুরাতন। পত্র-সংখ্যা—৮। রচনা—বাঙ্গালা পদ্য।

আরম্ভ—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।

যং নিত্যজ্ঞানমাত্র বিদুরপি বিগণং ব্রহ্মবেদান্তবিজ্ঞা
রসালম্বী সদালম্বী তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

সদা রসাশ্রয় যেই পরম আরাধ্য সেই
তার সঙ্গ কর সাধু সব।
যদি সঙ্গ কর তার জানিবে প্রেমের পার
জানিবে জানিবে রস নব॥
অন্তর বসাল জার জন্ম দুঃখ নাহি তার
সর্ব্ব সুখের সেই জানে পার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য দূর জায় সর্ব্ব শূন্য
নারির লক্ষণ নিত্য জায়॥
অসার সংসার মাঝে রসনিধি তাতে জৈছে"
তার কণ করে যেই পান।
থাকুক অন্যের কাজ যদি স্পর্শে রসরাজ
পরশে পাসরে যোগ ধ্যান॥

সেই ভাবে ভক্তি যার ভয় ভ্রান্তি পলায় তার
পরম প্রীত তাতে উপজয়।
সেই প্রীতের এক কণ যদি থাকে যার ধন
ধর্ম্ম ধৈর্য্য না থাকে তাহার ॥
সেহো হয় পায়াবার কৃষ্ণ আদিরস (যার)
সে ধন্য অগণ্য গণি কিসে।
প্রথমেই উদ্দিপন সেহ ভক্তি বিলক্ষণ
উপলব্ধাশ্রয় হয় রসে ॥"

শেষ—"প্রীত হইতে বস্তু নাহি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে। হেন প্রীত বস্তু আছে নায়িকার কাছে ॥
আপনি নায়িকা হয় নায়িকা আশ্রয়। রসের নির্যাস তবে আস্বাদন হয় ॥
আত্মসুখ দেহেন্দ্রিয় কামসম্ভোগাদি। পরসুখে আত্মইৎসা সুখের অবধি ॥
আদিরসের রস যেই সেই রসাশ্রয়। বনিতার রস যেই সম্ভোগ কহয় ॥
শ্রীমতি মুঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। শ্রীগোবিন্দদেব কহে রসের বিধান ॥

ইতি রসভাবপ্রান্ত গ্রন্থ সংপুর্ণ" ইত্যাদি।

পুথির বিষয়—ইহার ৪ পত্রে চৈতন্যচরিতামৃতকর্ত্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত ভক্তি-রসের উল্লেখ। ব্রাহ্মণ-পুত্র লীলাশুক চিন্তামণি বেশ্যাকে, কুলীন ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস তারানাম্নী তরুণী রজকিনীকে, বিদ্যাপতি শিবসিংহের গৃহিণী লছিমা দেবীকে গুরু করিয়া রসাস্বাদন করেন। জয়দেব, স্বীয় স্ত্রী পদ্মাবতীর সহোদরা রোহিণীকে রস আস্বাদনের নিমিত্ত গুরু করেন এবং তাহার প্রমাণার্থ "কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণী-রমণেন" এই জয়দেবের পদের উল্লেখ করেন। গ্রন্থকর্ত্তা আরও বলেন, মীরাবাই, রূপ গোস্বামীকে ভর্ত্তা করেন এবং ক্রমে ছয় মহাশয়ের অর্থাৎ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, এই ছয় গোস্বামীর আশ্রয় ও গুরু হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যকেও ছাড়েন নাই, তাঁহার উপর এই মিথ্যা দোষ দিয়াছেন,—

"থাকুক অন্যের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রাকৃতি স্পর্শন তিহোঁ না করেন কভু ॥
বাহ্যেতে প্রাকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়। বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয় ॥"

রামানন্দ রায় সম্বন্ধে,—

"রামানন্দ রায় মহাশয় সভে জানে। মহাপ্রভুর মরণ ইৎসা হইল আর স্থানে ॥
তিহো দেবাঙ্গনা[৮] সহ রসের বিলাস। তিহো সে হইল তার রসের নির্যাস ॥"

---

৮ দেবাঙ্গনা—দেবদাসী। যাহারা জগন্নাথের নাটমন্দিরে নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

বলিয়া দিতে হইবে না যে, গ্রন্থকারের প্রকৃতির নাম 'মুরারি।' বোধ হয়, ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস। পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদাসের পুত্র—মুকুন্দদাস*। মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত গ্রন্থের নাম—'পরতত্ত্ব' ও 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং'। উক্ত গ্রন্থ-দ্বয়কর্ত্তা ও বস্তুতত্ত্ববিচারকর্ত্তা মুকুন্দদাস ও 'নিত্যলীলা'কর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামীকে অভিন্ন ব্যক্তি বোধ হইতেছে। ইনি সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুথি, মধ্যখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়ে,—

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি দাস এই মোর (মুখ্য) তিন জন॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা তোমার পুত্র শ্রীরঘুনন্দন॥"

রঘুনন্দন, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা মুকুন্দদাস, সেরূপ হইতে পারেন নাই—তিনি সহজিয়া মত ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাতেই বোধ হয়, মহাপ্রভু, মুকুন্দদাসকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, তুমি পিতা, আর রঘুনন্দন তোমার পুত্র? না রঘুনন্দন তোমার পিতা ও তুমি তাঁহার পুত্র?

হরিদাসীর পুথিসমূহের মধ্যে "গোস্বামীর সিদ্ধি আরোপ" নামক একখানি পাতড়া পাওয়া গিয়াছে; এখানি মুকুন্দদাসেরই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার লিখিত বিষয় এত অশ্লীল যে, তাহার পরিচয় দিতে পারিলাম না।

আর একখানি পাতড়ায় সহজিয়া মতের ইষ্টমন্ত্র এই,—"রসরাজরমণ সহজ স্বাহা"।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

---

* বাঙ্গালা পুথির বিবরণ—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, ৩য় সং) লেখক সাধনোপায়কর্ত্তা মুকুন্দদাস ও রাগরত্নাবলীর কর্ত্তা মুকুন্দ গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়াছেন। ইনি উত্তরকালের লোক এবং পরতত্ত্বাদি-কর্ত্তা মুকুন্দদাস গোস্বামী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য বলিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)। সাধনোপায় ও রাগরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দ গোস্বামী ও আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামী যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য, তাহার প্রমাণ কি? কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত ও মার্জ্জিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার প্রমাণ। ঐ কথা যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, তাঁহার শিষ্য দ্বারা পরতত্ত্বাদি বই রচিত হইতে পারে না। সাধনোপায় ও রাগরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দগোস্বামী ও আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামী অভিন্ন বোধ হইতেছে; কিন্তু এই গ্রন্থত্রয়, পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদাসের পুত্র মুকুন্দদাসের রচিত কি না, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল *

চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল জিনিষটা কি, তাহা জানা আবশ্যক। চণ্ডী—হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর একটি নাম। চণ্ড শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপন, উগ্রস্বভাব এবং তীক্ষ্ণ। অসুর-বধের সময়ে পার্ব্বতীর স্বভাব খুব উগ্র হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম চণ্ডী। লৌকিক ব্যবহারে চণ্ডী শব্দের আর একটি অর্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। দ্বিতীয় অর্থটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য নহে। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া, প্রথমোক্ত

চণ্ডীমঙ্গল শব্দের অর্থ

অর্থ অর্থাৎ চণ্ডী পার্ব্বতীর একটি নাম, এই অর্থ লইয়াই আমরা আলোচনায় অগ্রসর হইব। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "চণ্ডীমঙ্গলে"র পরিবর্ত্তে যদিও অনেক স্থলে সারদামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা চণ্ডীর অন্যান্য নামভেদ মাত্র মনে করিয়া, এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থকেই আমরা এই প্রবন্ধে "চণ্ডীমঙ্গল" নামে অভিহিত করিব—অবশ্য সেই সেই গ্রন্থের প্রচলিত নাম পরিত্যাগ করিয়া নহে। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ—কুশল। সোজা ভাবে এই অর্থটি গ্রহণ করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না তাই এখানে আমাদিগকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ এই অর্থটিকেই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইতে হইবে। যাঁহার উপাখ্যান, কথা, পালা, গান বা জীবনচরিত শুনিলে শ্রোতা এবং গায়কের মঙ্গল—কুশল হয় বা মঙ্গল হইবে বলিয়া যাহা গান করা বা শোনা হয়, তাহাই মঙ্গল। সুতরাং প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল অর্থে আমরা হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতী দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক এক শ বছর পূর্ব্বেকার বা তদূর্দ্ধ কালের উপাখ্যান, কথা, পাঁচালী, পালা, গান বা তদ্বিষয়ক কাব্য বুঝিব।

চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর যেরূপ বর্ণনা আছে, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী সেরূপ নহেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে ইঁহাদিগকে আমরা পৌরাণিক এবং লৌকিক, এই দুই নামে অভিহিত করিব।

চণ্ডীমঙ্গলকেও এইরূপে দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথম পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিতীয় লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রবন্ধে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইবে।

পৌরাণিক চণ্ডী দেবগণের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া অনেক স্তব স্তুতির পর অসুর-বধের জন্য আবির্ভূত। অসুর-বধের পর দেবগণকে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য

উভয়ের চরিত্রে পার্থক্য

শুনিলে জীবগণের দুঃখ-দৈন্য দূর হইবে, এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। নিজের পূজা প্রচার করিব—

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৬শ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।